পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 217 Wednesday, 8 July, 2026 ✻ ৩১ বর্ষ, ২১৭ সংখ্যা ✻ ২৩ আষাঢ় ১৪৩৩, বুধবার, ৮ জুলাই ২০২৬ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

‘গণপিটুনিতে মৃত যুবক নির্দোষ, উস্কানিদাতাদের রেয়াত নয়’

বারুইপুর গিয়ে পুলিশকে ৭২ ঘণ্টার ডেডলাইন মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৭ জুলাইঃ বারুইপুরে নাবালিকাকে ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় যে ভাবে তদন্ত এগিয়েছে, তাতে নির্যাতিতার পরিবার সন্তুষ্ট বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার বারুইপুরে পুলিশ সুপারের অফিসে নির্যাতিতার পরিবারের লোকেদের সঙ্গে কথা বলার পরেই এ কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি, ধর্ষণ-খুনের ঘটনা নিয়ে প্রতিবাদ-বিক্ষোভের সময়ে যে ভাবে এক যুবককে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে অভিযোগ, তারও নিন্দা করেছেন শুভেন্দু। গণপিটুনিতে নিহতও নির্দোষ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। গুন্ডামি বরদাস্ত করা হবে না বলে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপারের অফিসে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজিপি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা। সূত্রের খবর, ধর্ষণ-খুনের ঘটনার তদন্ত কত দূর এগিয়েছে, প্রশাসনের তরফে কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে এখনও পর্যন্ত, সে ব্যাপারে নির্যাতিতার পরিবারকে জানান মুখ্যমন্ত্রী। পরে বারুইপুরে গণপিটুনিকে নিহতের পরিবারের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন তিনি। দুই পরিবারের সঙ্গে কথা বলার পরে বাইরে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে নির্যাতিতার পরিবারকে

জানানো হয়েছে। তাদের সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হয়েছে, তারা সন্তুষ্ট। গণপিটুনিতে যে যুবক নিহত হয়েছেন, তাঁর পরিবারের সঙ্গেও কথা বলেছি। ওই যুবক নির্দোষ।’’ মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, বিক্ষোভে গণপিটুনির ঘটনায় যাঁরা উস্কানি দিয়েছে, তাঁরা আদতে দেশদ্রোহী। তাঁদের অনেকেই বিরোধী দলের লোক বলেই জানিয়েছেন শুভেন্দু। বলেছেন, ‘‘পিছন থেকে যারা উস্কানি দিয়েছে, তাদের কেউ কিছু দিন আগে ক্ষমতা থেকে সরে গিয়েছে, কেউ আবার শূন্য থেকে এক হয়েছে। এরা অ্যান্টিন্যাশনাল ফোর্স। সকলকে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রত্যেকের নাম খুনের মামলায় জুড়বে। পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছি, যারা হুলিগ্যানিজম করেছে, সকলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে হবে। যারা উস্কানি দিয়েছে, কাউকে ছাড়া হবে না।’’ এই ধরনের ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে না হয়, পুলিশকে তা নিশ্চিত করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, বারুইপুর কাণ্ডে (ধর্ষণ-খুন এবং গণপিটুনির ঘটনা) এখনও পর্যন্ত যা যা প্রশাসনিক পদক্ষেপ হয়েছে, ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তার বিস্তারিত রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে ডিজির কাছে। শুভেন্দু বলেন, ‘‘২ সপ্তাহ পরে আবার আসব। দুই পরিবারের সঙ্গে আবার দেখা করব। যেখানে ধর্ষণ-খুনের ঘটনা ঘটেছে, তার কাছে পুলিশ আউটপোস্ট তৈরি হবে। পুলিশ যা করার করছে। এসপি-আইজির সঙ্গে কথা বলেছি। সরকার যা করবে, আপনারা জানতে পারবেন।’’ বারুইপুরে বিক্ষোভের সময়ে তিন পুলিশকর্মী জখম হয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, তাঁরা বাইপাশের ধারে একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁদেরও দেখতে যাবেন বলে জানিয়েছেন শুভেন্দু। এই ধরনের ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে না হয়, পুলিশকে তা নিশ্চিত করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, বারুইপুর কাণ্ডে (ধর্ষণ-খুন এবং গণপিটুনির ঘটনা)

● এরপর ৬ পাতায়...

হাইকোর্টে কড়া প্রশ্নের মুখে অভিষেক!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুলাইঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বরের মামলা ফের পিছল। তদন্তে অসহযোগিতা নিয়ে এদিন প্রশ্ন তোলে রাজ্য। আগামী ৮ জুলাই অভিষেকের কণ্ঠস্বর নমুনা দেওয়ার কথা। বিচারপতি বলেন, ‘‘আপনি তো রক্ষাকবচ পেয়েছেন। তারপরও কেন আসছেন না?’’ রাজ্যের তরফ থেকে বলা হয়, ‘‘রক্ষাকবচ যদি দেওয়া হয়, তাহলে তাঁকে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেট যেতে বলার পরেও তিনি মামলা করছেন। আমরা মামলাকারীর কথাতেই বিশ্বাস করতে পারিনা, এটা কার কণ্ঠ।’’ বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘ইতিমধ্যে মামলাকারী অভিষেকের রক্ষাকবচ রয়েছে। কেন তিনি তদন্তে সহযোগিতা করছেন না? কণ্ঠস্বর নমুনা দিক তদন্তকারীদের।’’ মামলা পিছলেও, আদালত এটা স্পষ্ট করে দেয়, অভিষেককে কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতেই হবে। ছাব্বিশের ভোটের প্রচারে গিয়ে ডিজে বাজানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন অভিষেক। তিনি বলেছিলেন, ‘‘চার তারিখ বারটার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা। কার দিল্লির বাবা তাঁকে বাঁচাতে আসে আমি দেখব। আর চার তারিখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতই উদার হন স্টিয়ারিং আমার হাতে থাকবে। ডিজে তো বাজবেই, আর এমন জোরে বাজবে কান ঝালাপালা করে দেব।’’ অভিষেকের এই মন্তব্য নিয়ে মামলা হয়। ডিজে মামলা ওঠে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে। এখনও তাঁর এজলাসে মামলা চলছে। তদন্তে নেমে আধিকারিকরা অভিষেকের কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষা করাতে চান। তদন্তকারী আধিকারিকদের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আদালতে যান অভিষেক। আরও একটা মামলা হয়। কণ্ঠস্বরের নমুনা সংক্রান্ত মামলা দায়েরের অনুমতি দেয় বিচারপতি কৌশিক চন্দ। কিন্তু, প্রথমে শুনানি হয়নি। পরে মামলাটি ওঠে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে। বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, তদন্তকারী আধিকারিক যদি মনে করেন ভয়েস স্যাম্পেল দরকার, তাহলে আদালত কি না বলতে পারে? তদন্ত যতক্ষণ চলছে, ততক্ষণ আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে না। অর্থাৎ, নমুনা পরীক্ষায় কোনও হস্তক্ষেপই করেননি বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। তারপর এই মামলাটি ওঠে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, অভিষেককে কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতেই হবে। কিন্তু তারপরও তিনি যাননি। এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী শুক্রবার।

বাংলায় বাসের রং এ বার গেরুয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুলাইঃ এ বার থেকে সরকারি বাসের রং হবে গেরুয়া, জানালেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী। গত কয়েক দিন ধরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় এই নিয়ে নানা পোস্ট নজরে আসছিল। অনেকেই জানিয়েছিলেন, লাল, নীলের পরে এ বার শহর ও জেলাগুলিতে ঘুরবে গেরুয়া বাস। সেই জল্পনাতেই সিলমোহর দিলেন পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং। তিনি জানান, এ বার থেকে নতুন

বাসগুলির রং হবে গেরুয়া। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে অর্জুন সিং বলেন, ‘‘সিপিএমের সময়ে বাসের রং ছিল লাল। তৃণমূলের আমলে তা নীল-সাদা করা হয়েছিল। লাল মানে তো ডেঞ্জারার্স আর নীল-সাদা মানেই চুরি। গেরুয়া হলো ত্যাগের প্রতীক। আমরা রাষ্ট্রবাদে বিশ্বাসী। গেরুয়া ত্যাগের প্রতীক। তাই নতুন যে সরকারি বাসগুলি আসবে, সেগুলির রং হবে গেরুয়া।’’ গত সপ্তাহে এসি-৫৮ রুটে ইকো স্পেস-সোনারপুর বাসের ছবি সামনে আসে। চেনা পরিচিত নীল-সাদার বদলে সে বাস একেবারে ভাইব্র্যান্ট স্যাফরন। ডব্লুবিটিসি-র টালিগঞ্জে যে ডিপো রয়েছে, সেখানেও গেরুয়া

ঋতব্রত তৃণমূল প্রতিনিধি দলে চন্দ্রিমা-সহ ২ সাংসদ

কাকলি বললেন, ‘আমরা মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এসেছি’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুলাইঃ সোমবার গিয়েছিল কালীঘাট তৃণমূল, এবার বারুইপুরের নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে মঙ্গলবার সকালেই সেখানে পৌঁছল ঋতব্রত তৃণমূল। প্রতিনিধি দলে রয়েছেন দুই সাংসদ সায়নী হয়েছে তাঁদের। সেখান থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার বলেন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা এখানে এসেছি। আমাদের অভিযুক্তদের সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এই ধরনের

ঘোষ, কাকলি ঘোষ দস্তিদার এবং সদ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছেড়ে ‘বিদ্রোহী’ শিবিরে যোগ দেওয়া প্রাক্তন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বারুইপুরে পৌঁছলে প্রথমে ঋতব্রতদের পুলিশি বাধার মুখে পড়তে হয়। পরে অবশ্য অনুমতি মেলে, তাঁরা যায় নির্যাতিতার বাড়িতে। তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। কিশোরীর বাবার সঙ্গে কথা ন্যাক্কারজনক ঘটনা যাতে আর না হয়, সেই জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নিতে হবে।’’ এদিন তৃণমূল সরকারের আমলের ‘অপরাজিতা বিল’ দ্রুত কার্যকর করাও দাবি জানান কাকলি ঘোষ দস্তিদার। প্রসঙ্গত, আরজি কর কাণ্ডের পর তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন,

● এরপর ৬ পাতায়...

তৃণমূলের তহবিল সংক্রান্ত মামলার শুনানি হচ্ছে না আজ

সলিসিটর জেনারেলের আবেদন মঞ্জুর হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুলাইঃ তৃণমূল কংগ্রেসের তহবিল সংগ্রহ ও দলীয় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ সংক্রান্ত মামলার শুনানি পিছিয়ে গেল কলকাতা হাইকোর্টে। বুধবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে মামলাটি ওঠার কথা থাকলেও, সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে ওইদিন অনুপস্থিত থাকার কথা আদালতকে জানান। বুধবারের পরিবর্তে বৃহস্পতিবার শুনানির আবেদন করা হলে আদালত তা মঞ্জুর করে। ফলে তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্টও বৃহস্পতিবারই পেশ করা হবে। সূত্রের খবর, শুনানির শুরুতেই তৃণমূলের পক্ষে আইনজীবী কিশোর দত্ত দ্রুত মামলাটি নেওয়ার আর্জি জানান। তাঁর যুক্তি ছিল, এদিন বর্ষীয়ান আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি আদালতে উপস্থিত রয়েছেন, ফলে সেই সুযোগে শুনানি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। তবে আদালত সেই আবেদন গ্রহণ করেনি। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, এক দিনের ব্যবধানে এমন কোনও পরিস্থিতি তৈরি হবে না, যাতে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে। এই মামলার আগের শুনানিতে তদন্তের প্রাথমিক ধাপ নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলেছিল আদালত। বিশেষ করে অভিযোগ দায়েরের সময় এবং তার পরদিনই দলীয় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার সিদ্ধান্তের মধ্যে অস্বাভাবিক দ্রুততা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করা হয়। বিচারপতির পর্যবেক্ষণে

● এরপর ৬ পাতায়...

আজ তৃণমূলের মিছিল, শর্তসাপেক্ষে অনুমতি হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুলাইঃ ৮ জুলাই কলকাতায় কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেসের একটি মিছিলের শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। তবে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ এড়াতে এবং যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে বেশ কিছু কঠোর নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকা অনুযায়ী, মিছিলটি বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে শুরু হয়ে হাজরা মোড়ে গিয়ে শেষ করতে হবে। দুপুর আড়াইটে থেকে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত, অর্থাৎ দুই ঘণ্টার মধ্যে এই কর্মসূচি সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, মিছিলে হাজার জনের বেশি অংশগ্রহণকারী থাকতে পারবেন না এবং রাস্তার একটি লেন বা ফ্ল্যাঙ্ক অবশ্যই যান চলাচলের জন্য সম্পূর্ণ খোলা রাখতে হবে। তৃণমূলের পক্ষে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই রুটটিকে সমর্থন করেন। তাঁর বক্তব্য বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে ল্যান্সডাউন পর্যন্ত এই নির্দিষ্ট রাস্তার মধ্যে কোনও হাসপাতাল নেই। ফলে কোনও জরুরি পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা নেই এবং জনসাধারণের চলাচলেও তেমন কোনও বড় সমস্যা তৈরি হবে না। অন্যদিকে, রাজ্যের এএজি রাজদীপ মজুমদার কলকাতা পুলিশের নতুন নিয়মের কথা মনে করিয়ে দেন। তিনি সওয়াল করেন, এই ধরনের

● এরপর ৬ পাতায়...

ভারী বৃষ্টিতে ওয়েনাড়ে ভয়াবহ ধস

উদ্ধার অভিযানে এনডিআরএফ, বহু শ্রমিকের আটকে থাকার শঙ্কা

সংবাদ সংস্থা, ওয়েনাড়, ৭ জুলাইঃ কেরলের ওয়েনাড় জেলায় প্রবল বর্ষণের জেরে ভয়াবহ ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার সকালে জেলার কাল্লাডি এলাকার মীনাক্ষী সেতুর কাছে আচমকাই পাহাড় ধসে পড়ে। ধসের সময় ঘটনাস্থলে নির্মাণকর্মীরা কাজ করছিলেন। ফলে ধ্বংসস্তূপের নিচে একাধিক শ্রমিক আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। খবর পেয়ে দ্রুত উদ্ধার অভিযান শুরু করেছে প্রশাসন। স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি দমকল ও উদ্ধারকারী বাহিনীর সদস্যরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছেন। জানা গিয়েছে, মালাপ্পুরম ও ওয়েনাড় জেলার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য নির্মীয়মাণ আনাক্কমপোইল-মেপ্পাডি টানেল সড়ক প্রকল্পের কাছেই এই ধস নামে। প্রকল্পে কর্মরত শ্রমিকরা তখন কাজ করছিলেন। হঠাৎ পাহাড়ের একটি বড় অংশ ভেঙে পড়তেই চারদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় মানুষ প্রথমে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। পরে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান আরও জোরদার করে। প্রশাসনের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, ধ্বংসস্তূপ থেকে অন্তত দু’জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া আহত পাঁচজনকে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে আরও

● এরপর ৬ পাতায়...

তারাতলা বিপর্যয়

মৃতের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা, আহতদের ১ লক্ষ অনুদান মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুলাইঃ গত ২৪ জুন কলকাতার তারাতলায় নির্মাণাধীন গুদাম ভেঙে পড়ার মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়াল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার নবান্ন সভাঘরে একটি বিশেষ কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী উপস্থিত থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর হাতে আর্থিক অনুদান তুলে দেন। ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন যে, কেবল আর্থিক সাহায্যেই সরকারের দায়িত্ব শেষ হয়ে যাচ্ছে না বরং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির শিক্ষা, চিকিৎসা এবং কর্মসংস্থানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেবে এই ‘মানবিক’ সরকার। নবান্ন সভাঘর থেকে আজ মোট ১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকার আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো ১৬ জন শ্রমিকের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে (যার মধ্যে ৪ লক্ষ টাকা এসডিআরএফ এবং ৬ লক্ষ টাকা রাজ্য বাজেট থেকে বরাদ্দ) এককালীন সাহায্য দেওয়া হয়েছে। (মোট বরাদ্দ-১,৬০,০০,০০০ টাকা)। চিকিৎসাধীন ও আহত ১৭ জন ব্যক্তিকে রাজ্য বাজেট থেকে ১ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। (মোট বরাদ্দ-১৭,০০,০০০ টাকা)। নবান্নে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘বিগত সরকার বা পুরবোর্ডের গাফিলতি ও ভুলত্রুটির কারণে কলকাতা শহরে পোস্তা, মাঝেরহাট, গার্ডেনরিচ, বড়বাজার কিংবা তিলজলার মতো দুর্ঘটনা বারবার ঘটেছে। আমরা রাজ্যবাসীকে এই দুরবস্থা থেকে মুক্তি দিতে চাই।’’ তারাতলার ঘটনার পর উদ্ধারকার্যের দ্রুততার প্রশংসা করে তিনি জানান, মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যে স্থানীয় বাসিন্দা, কলকাতা পুলিশ, পুরসভা এবং দমকল যৌথভাবে উদ্ধারকাজ শুরু করে। এর দুই ঘণ্টার মধ্যে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং ভারতীয় সেনাকে নামানো হয়। গ্রিন করিডোর করে আহতদের এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরের ফলে ১৭টি প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হলেও, ১৬ জনকে বাঁচাতে না পারার বেদনা রয়েই গিয়েছে। সভায় উপস্থিত দুর্ঘটনার শিকার হওয়া শিউলি রজক নামের এক মহিলা কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, ‘‘আমার স্বামী পাপ্পু কুমার রজক চলে গেছেন। আমাদের মাথার ওপর আর ছাদটুকুও রইল না।’’ তাঁর মতো অসহায় পরিবারগুলির প্রতি সমবেদনা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বসার আসন থেকেই তাঁদের অভাব-অভিযোগ ও পরামর্শ শোনেন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন, এককালীন ১০ লক্ষ টাকা ছাড়াও এই পরিবারগুলিকে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক নিরাপত্তা দেওয়া হবে। শ্রম দফতরের অধীনে থাকা ১ শতাংশ ‘সেস ফান্ড’ থেকে এই পরিবারগুলিকে কীভাবে প্রতি মাসে স্থায়ী আর্থিক সাহায্য করা যায়, তার রূপরেখা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই পুরো বিষয়টি তদারকি করার জন্য যে বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে- (১) তত্ত্বাবধায়ক দলঃ ক্যাবিনেট মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এবং কলকাতা পুরসভার কমিশনার তথা প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে এই বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন। (২) সময়সীমাঃ শ্রম মন্ত্রী অর্জুন সিং এবং শ্রম সচিব রচনা ভগতের সঙ্গে আলোচনা করে আগামী ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত প্রস্তাবটি মুখ্য সচিবের

● এরপর ৬ পাতায়...

রাজ্যসভা নির্বাচনে জোড়া ফুল নিয়ে এবার দড়ি টানাটানি শুরু মমতা-ঋত তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ৭ জুলাইঃ তৃণমূলে ভাঙন। দলের প্রতীক নিয়ে দুই শিবিরের লড়াই। গত কিছুদিন ধরে রাজ্য রাজনীতিতে এই নিয়েই আলোচনা চলছে। এরই মধ্যে বাংলা থেকে রাজ্যসভার তিনটি আসনে উপনির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। রাজ্যসভার এই তিন আসনে বিজেপির জয় কার্যত নিশ্চিত। কিন্তু, তৃণমূলের দুই শিবির এই নির্বাচনে কী পদক্ষেপ করে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। দলের কর্তৃত্ব কার হাতে থাকবে, তা বোঝাতে কি প্রার্থী দেবে কালীঘাট তৃণমূল এবং ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল? রাজ্যে পালাবদলের পর তৃণমূলের একের পর এক রাজ্যসভার সাংসদ পদত্যাগ করেন। পদত্যাগ করেন সুখেন্দুশেখর রায়, প্রকাশচিক বরাইক এবং সুস্মিতা দেব। রাজ্যসভার এই তিন আসনেই উপনির্বাচন হবে। আজ (মঙ্গলবার) থেকে শুরু হয়েছে মনোনয়ন প্রক্রিয়া। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৪ জুলাই। ভোট হবে আগামী ২৪ জুলাই। মঙ্গলবার থেকে মনোনয়ন জমা শুরু হলেও এখনও কোনও দলই প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, তৃণমূলের কোন শিবির প্রার্থী দেবে? তৃণমূলের প্রতীক নিয়ে মমতাপন্থী তৃণমূল ও ঋতব্রতপন্থী তৃণমূলের লড়াই জাতীয় নির্বাচন কমিশন পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তৃণমূলের প্রতীক থাকবে আদৌ থাকবে কি না, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। এই আবহে কর্তৃত্ব দেখাতে প্রার্থী দেবে কি দুই শিবিরই? আদি তৃণমূলের অন্দরের খবর, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন মমতাই। এদিকে এবিষয়ে এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি ঋতব্রত শিবির। বিধানসভা নির্বাচনে ২০৮টি আসনে জয়ী হয়েছে বিজেপি। রাজ্যসভার তিন আসনে উপনির্বাচনে বিজেপির জয় কার্যত নিশ্চিত। গেরুয়া শিবিরের প্রার্থী হবেন কারা? চলতি সপ্তাহেই নিষ্পত্তি হবে এই প্রশ্নের। তবে রাজ্যসভার উপনির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতেই ফের নজরে পদত্যাগী সুখেন্দুশেখর রায় এবং প্রকাশচিক বরাইক। গতকাল কলকাতায় এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিজেপির নেতা-মন্ত্রীদের সঙ্গে শাহর বৈঠকে দেখা যায় সুখেন্দুশেখরকে। বিজেপির অন্দরে কানাঘুষো চলছে, বিজেপির টিকিটে প্রার্থী হতে পারেন সদ্য তৃণমূলত্যাগী দুই প্রাক্তন সাংসদই। যদিও এ নিয়ে মুখ খোলেননি কেউই। পদত্যাগের পর সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিজেদের পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে জল্পনা জিইয়ে রেখেছিলেন দু’জনই। অন্যদিকে, রাজ্যসভা থেকে পদত্যাগের পর অসমের রাজনীতিতেই মনোনিবেশ করতে চান সুস্মিতা। এখন দেখার, বিজেপি এই তিন আসনে কাদের প্রার্থী করে। তৃণমূলের দুই শিবির কী পদক্ষেপ করে, তা নিয়েও কৌতূহল বাড়ছে।

আগেই প্রেমিককে গোপনে বিয়ে! চক্ষু চড়কগাছ পুলিশের, কেতন আগরওয়াল হত্যাকাণ্ডে নয়া মোড়

সংবাদ সংস্থা, পুণে, ৭ জুলাইঃ পুণের ব্যবসায়ী কেতন আগরওয়াল হত্যাকাণ্ডের তদন্তে সামনে এল আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, বাগদানের পরও গোপনে প্রেমিক চেতন চৌধুরিকে বিয়ে করেছিলেন অভিযুক্ত সিয়া গোয়াল। সেই সম্ভাব্য গোপন বিয়ের নথি ও অন্যান্য প্রমাণ খতিয়ে দেখছে পুনে গ্রামীণ পুলিশ। তদন্তকারীদের ধারণা, এই তথ্যই গোটা ষড়যন্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হয়ে উঠতে পারে। ২০ বছরের সিয়া গোয়াল এবং ২৫ বছরের কেতন আগরওয়ালের বিয়ে চলতি বছরের নভেম্বরে হওয়ার কথা ছিল। পরিবারের উদ্যোগে ফেব্রুয়ারিতে তাঁদের বাগদান সম্পন্ন হয়। কিন্তু ১৮ জুন পুনের লোহগড় দুর্গে বেড়াতে গিয়ে পাহাড়ের খাদে পড়ে মৃত্যু হয় কেতনের। পুলিশের অভিযোগ, বিয়ে এড়াতেই প্রেমিক চেতন চৌধুরির সঙ্গে

পরিকল্পনা করে তাঁকে খুন করেন সিয়া। তদন্তে উঠে এসেছে, প্রায় চার মাস আগে স্থানীয় রেজিস্ট্রার অফিসে বিশেষ বিবাহ আইনের আওতায় গোপনে বিয়ে করেছিলেন সিয়া ও চেতন। সত্যিই এমন কোনও বিয়ের শংসাপত্র রয়েছে কি না, তা যাচাই করছে পুলিশ। যদি সেই নথি সত্য প্রমাণিত হয়, তবে ফেব্রুয়ারিতে কেতনের সঙ্গে হওয়া বাগদানের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। এক্ষেত্রে আরও বিপাকে পড়তে পারেন সিয়া। এই গোপন বিয়ের তদন্তে সিয়ার কলেজের দুই বন্ধুকেও জিজ্ঞাসাবাদের আওতায় আনা হয়েছে। অভিযোগ, বিয়ের সময় সাক্ষী হিসেবে তাঁদের স্বাক্ষর ছিল। পাশাপাশি, প্রযুক্তিগত দল সিয়ার একটি ব্যক্তিগত ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে মুছে ফেলা ছবি উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে। তদন্তকারীদের সন্দেহ, সেই ছবিগুলিতে সিয়া ও চেতনকে বিয়ের মালা পরে দেখা গিয়েছিল। তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, উদয়পুরে ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ের প্রস্তুতির জন্য কেতনের পরিবার সিয়ার প্রয়োজনীয় নথি চাওয়ার পরই অভিযুক্তরা দ্রুত পরিকল্পনা কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেয়। একই সঙ্গে চেতন চৌধুরির ব্যাঙ্ক লেনদেনও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বাধ্যতামূলক পাবলিক নোটিস এড়িয়ে গোপনে বিয়ে রেজিস্ট্রি করাতে কোনও দালালকে টাকা দেওয়া হয়েছিল কি না, তা এর সঙ্গেই যাচাই করছেন আধিকারিকরা। বর্তমানে সিয়া ও চেতন বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন। পুলিশ মনে করছে, উদ্ধার হওয়া ডিজিটাল প্রমাণ, সম্ভাব্য বিয়ের নথি এবং আর্থিক লেনদেনের তথ্য এই বহুচর্চিত হত্যাকাণ্ডের তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

জনগণের কল্যাণই ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার অগ্রাধিকারঃপ্রধানমন্ত্রী

জাকার্তা, ৭ জুলাই ঃ জনগণের কল্যাণই ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার অন্যতম অগ্রাধিকার, জাকার্তায় এই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় সে দেশের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করার পর যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দারিদ্র্য দূর করা ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির সুফল নাগরিকদের কাছে পৌঁছানো নিশ্চিত করা ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। আমরা ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে আমাদের মিড-ডে মিল প্রকল্প এবং গণবন্টন ব্যবস্থার সমাধান বিনিময় করেছি। এখন আমরা এই সহযোগিতাকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাচ্ছি। আমাদের স্বাস্থ্য সহযোগিতা উভয় দেশে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি প্রবোও সুবিয়ান্তোর উপস্থিতিতে মঙ্গলবার ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই চুক্তির ফলে ইন্দোনেশিন্দার নাগরিকদের জন্য উচ্চমানের ও সাশয়ী মূল্যের ভারতীয় ঔষধ আরও সহজলভ্য হবে। আমরা ইন্দোনেশিয়ার চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও অবদান রাখব। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার সম্পর্ক নতুন শক্তি, আস্থা ও গভীরতা লাভ করেছে। ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত আমাদের সমন্বিত কৌশলগত অংশীদারিত্ব এখন নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। আমরা উন্নয়ন, নিরাপত্তা, প্রযুক্তি, সংস্কৃতি এবং শিক্ষা-সকল ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করছি। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুকুটে আরও একটি নতুন পালকের সংযোজন। এবার ইন্দোনেশিয়ার সর্বোচ্চ সম্মান পেলেন তিনি। ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি প্রবোও সুবিয়ান্তো মঙ্গলবার ঘোষণা করেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ইন্দোনেশিয়ার সর্বোচ্চ সম্মান 'বিনতাং আদিপূর্ণা' পদক প্রদান করা হয়েছে। ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে ' বিনতাং আদিপূর্ণা' সম্মাননা পদক প্রদান করা হয়। 'বিনতাং আদিপূর্ণা' বা ' সম্মাননা পদক' হলো ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সম্মাননা। এই পুরস্কারটি এমন ব্যক্তিদের প্রদান করা হয়, যাঁরা ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের ঐক্য, ধারাবাহিকতা এবং সমৃদ্ধির জন্য অসাধারণ সেবা প্রদান করেছেন। এই সম্মান পাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, সকালেই, অত্যন্ত স্নেহ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাকে ইন্দোনেশিয়ার সর্বোচ্চ সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। এই সম্মান কোটি কোটি ভারতীয়ের প্রাপ্য এটি ইন্দোনেশিয়ার জনগণের অনুভূতি এবং আমাদের দুই দেশের মধ্যেকার ঐতিহাসিক, গভীর বন্ধনের প্রতিফলন। আমি রাষ্ট্রপতি প্রবোও, ইন্দোনেশিয়া সরকার এবং এখানকার জনগণকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

১১৬ বছর বয়সে পায়ে হেঁটে তিরুমলায়, বৃদ্ধার ভক্তিভাবের প্রশংসায় অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী

বিজয়ওয়াড়া(সংবাদ সস্থা), ৭ জুলাই ঃ কর্নাটকের ১১৬ বছর বয়সি এক বৃদ্ধার তিরুমলায় পায়ে হেঁটে পৌঁছে শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শন করার ঘটনা প্রশংসায় ভাসছে। তাঁর এই অসাধারণ ভক্তি ও মানসিক শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নাইডু।সমাজমাধ্যমে ওই বৃদ্ধার তিরুমলায় পদযাত্রার একটি ভিডিও শেয়ার করে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, বিশুদ্ধ ভক্তির কাছে বয়স সত্যিই শুধু একটি সংখ্যা। কর্নাটকের ১১৬ বছর বয়সি এই ঠাকুমা পায়ে হেঁটে তিরুমলায় উঠে ভগবান ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর দর্শন করেছেন। তাঁর সারাজীবনের বিশ্বাস ও ভক্তির পথে পরিবারের সদস্যদের পাশে থাকতে দেখে সত্যিই মুগ্ধ। এই ঘটনা সকলের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক।জানা গিয়েছে, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ওই বৃদ্ধা তিরুমলায় পৌঁছে মন্দিরে পুজো দেন। তাঁর অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও ধর্মবিশ্বাসের এই নজির সমাজমাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। বহু নেটিজেন তাঁর অধ্যবসায় ও ভক্তির প্রশংসা করেছেন জানি।

জাকার্তায় প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা, সুবিয়ান্তোর সঙ্গে বৈঠক

জাকার্তা, ৭ জুলাই ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার সকালে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তোর সঙ্গে বৈঠক করেন। ২০২৩ সালের পরে ইন্দোনেশিয়া সফরে গিয়েছেন মোদী। ইন্দোনেশিয়ায় ভারতের রাষ্ট্রদূত সন্দীপ চক্রবর্তী জানান, বৈঠকে স্বাস্থ্য, মহাকাশ গবেষণা, ওষুধশিল্প এবং খাদ্য-নিরাপত্তার মতো একাধিক বিষয়ে আলোচনা হবে। এর পরে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড যাবেন মোদী।জাকার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদীকে এদিন আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা ও গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি প্রবোও সুবিয়ান্তোর সঙ্গে সাক্ষাত করে গেস্টবুকে স্বাক্ষর করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এরপর প্রধানমন্ত্রী মোদী ও ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তোর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন।

বানেশ্বরপুরের আশ্রম পরিদর্শনে মন্ত্রী সুমনা সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি,হুগলি , ৭ জুলাইঃ খামারগাছি-বানেশ্বরপুরের শ্রীশ্রী বালানন্দ আশ্রম পরিদর্শন করলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী সুমনা সরকার। মঙ্গলবার তিনি আশ্রমের মহারাজ ও ভক্তবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁদের সান্নিধ্যে কিছু সময় অতিবাহিত করেন।আশ্রমে পৌঁছলে মন্ত্রীকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানানো হয়। আশ্রমের মহারাজ ও উপস্থিত ভক্তরা তাঁকে শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানান। এই আন্তরিক অভ্যর্থনায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সুমনা সরকার।মন্ত্রী বলেন, আশ্রমে এসে মহারাজ ও ভক্তদের ভালোবাসা এবং আশীর্বাদে তিনি অভিভূত। এই সম্মান তাঁর কাছে আরও বড় দায়িত্বের প্রতীক। তিনি জানান, মানুষের সেবায় নিজেকে সর্বদা নিবেদিত রাখার অঙ্গীকার নিয়েই তিনি কাজ করে চলেছেন।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

তারকেশ্বর পৌরসভায় নতুন প্রশাসক, মঙ্গলবার থেকেই দাযিত্বে আশীষ কুমার রায়

তারকেশ্বর , ৭জুলাই ঃ রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই কার্যত অচল হয়ে পড়েছিল তারকেশ্বর পৌরসভার প্রশাসনিক কাজ। অভিযোগ, পৌরসভার চেয়ারম্যান উত্তম কুণ্ডু-সহ একাধিক কাউন্সিলর দীর্ঘদিন ধরে পৌরসভায় না আসায় ব্যাহত হচ্ছিল বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবা। এর জেরে সাধারণ মানুষকে নানা সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছিল। পাশাপাশি পৌরসভার কর্মীদের বেতন নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়।বিশেষ করে আসন্ন শ্রাবণী মেলাকে সামনে রেখে পৌরসভার তরফে প্রয়োজনীয় পরিষেবা ও প্রস্তুতি নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনিক স্বার্থে মঙ্গলবার থেকে তারকেশ্বর পৌরসভার নতুন প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করছেন হুগলি জেলা সদর দফতরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর আশীষ কুমার রায়।এ প্রসঙ্গে মঙ্গলবার তারকেশ্বরের বিধায়ক সন্তু পান বলেন, পৌরসভার চেয়ারম্যানকে বারবার কাজে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হলেও তিনি পৌরসভায় আসছেন না। ফলে পৌরসভার স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে। এমনকি পৌরসভার কর্মীরাও নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন না। সেই কারণেই বিষয়টি মহকুমা শাসকের নজরে আনা হয় এবং প্রশাসনিক স্তরে নতুন প্রশাসক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।নতুন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণের ফলে পৌরসভার পরিষেবা স্বাভাবিক হবে এবং শ্রাবণী মেলাকে ঘিরে প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রস্তুতি দ্রুত সম্পন্ন হবে বলেই আশা করছে প্রশাসন ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা না পাওয়ার অভিযোগে আরামবাগ মহকুমা শাসকের দফতরের সামনে মহিলাদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি,আরামবাগ , ৭ জুলাই ঃ অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের আর্থিক সহাযতার টাকা না পাওয়ার অভিযোগে মঙ্গলবার আরামবাগ মহকুমা শাসকের দফতরের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন বহু মহিলা। বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা বিক্ষোভকারীরা প্রকল্পের বকেয়া অর্থ দ্রুত প্রদানের দাবিতে স্লোগান তোলেন এবং প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, প্রকল্পের উপভোক্তা হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অনুদানের টাকা জমা পড়েনি। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে যোগাযোগ করেও সমাধান না মেলায় তাঁরা আরামবাগ মহকুমা শাসকের দফতরের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন।বিক্ষোভ চলাকালীন কয়েকজন মহিলা বলেন, তাঁরা ভোট দিয়েছেন এবং নিজেদের ভারতীয় নাগরিক হিসেবে পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন তোলেন, আমরা তো ভোট দিয়েছি, আমরা তো বাংলাদেশি নই। তাহলে কেন আমরা এই প্রকল্পের টাকা পাব না? তাঁদের দাবি, প্রকৃত উপভোক্তাদের নাম যাচাই করে দ্রুত সকলের প্রাপ্য অর্থ প্রদান করা হোক।বিক্ষোভের খবর পেয়ে প্রশাসনের প্রতিনিধিরা বিক্ষোভ কারীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের অভিযোগ গ্রহণ করে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন। আশ্বাসের পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন বিক্ষোভকারীরা।

সিজিপি-র 'এক্স ' অ্যাকাউন্ট পুনরুদ্ধারের নির্দেশ দিল দিল্লি হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই ঃ ককরোচ জনতা পার্টি (সিজিপি)-র ' এক্স'(প্রাক্তন টুইটার) অ্যাকাউন্ট পুনরায় চালু করার নির্দেশ দিল দিল্লি হাইকোর্ট। মঙ্গলবার বিচারপতি স্বর্ণকান্তা শর্মার বেঞ্চে শুনানির সময় কেন্দ্রের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, সিজিপি-র ' এক্স' অ্যাকাউন্ট পুনর্বহাল করতে কেন্দ্রের কোনও আপত্তি নেই। এরপরই আদালত অ্যাকাউন্টটি পুনরুদ্ধারের নির্দেশ দেয়।জানা গিয়েছে, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে গোয়েন্টা সংস্থা ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (আইবি) ওই অ্যাকাউন্টটি ব্লক করার সুপারিশ করেছিল। সেই সুপারিশের ভিত্তিতে ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক 'এক্স'কে অ্যাকাউন্ট টি বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। পরে সিজিপি-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজি দীপকে এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। গত ২৯ মে আদালত কেন্দ্র সরকার ও ' এক্স' -কে নোটিস জারি করেছিল।এই ঘটনার সূত্রপাত গত ১৫ মে সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলার শুনানির সময় প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের একটি মৌখিক মন্তব্যকে ঘিরে। শুনানির সময় তিনি বলেন, অনেক বেকার যুবক ' ককরোচের মতো' হয়ে ওঠেন। পরে এই মন্তব্যকে ঘিরে বিতর্ক তৈরি হলে প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট করেন, তাঁর মন্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল ভুয়ো ডিগ্রির মাধ্যমে আইন পেশা ও অন্যান্য পেশায় প্রবেশকারীদের সমালোচনা করা। সংবাদমাধ্যম তাঁর বক্তব্যকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন।এই মন্তব্যের পরই সামাজিক মাধ্যমে ' ককরোচ জনতা পার্টি' নামে একটি অনলাইন আন্দোলনের সূচনা হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই সেটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরে দিল্লির যন্তর-মন্তরে এই দাবিকে সামনে রেখে অবস্থান-বিক্ষোভ শুরু হয়, যা এখনও চলছে।

বারুইপুরে নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ অগ্নিমিত্রা ও লকেটের

বারুইপুর, ৭ জুলাই ঃ বারুইপুরের নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে মঙ্গলবার সকালে পৌঁছলেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় ও ফাল্গুনী পাত্র। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে নির্যাতিতা নাবালিকার বাড়িতে যান রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। মঙ্গলবার সকাল ন'টা নাগাদ অগ্নিমিত্রা, লকেট চট্টোপাধ্যায়-সহ বিজেপির মহিলা মোর্চার একটি প্রতিনিধি দল ওই বাড়িতে গিয়ে নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন।সামাজিক মাধ্যমে অগ্নিমিত্রা জানিয়েছেন, এই অপূরণীয় ক্ষতি ও অসহনীয় বেদনা কোনও কিছু দিয়েই পূরণ করা সম্ভব নয়। তাঁদের আশ্বস্ত করেছি, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সরকার দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে বদ্ধপরিকর। এদিকে, বারুইপুরে নাবালিকা গণধর্ষণের ঘটনায় এ বার রিপোর্ট তলব করল জাতীয় মহিলা কমিশন। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে কমিশন। গণপিটুনিতে এক অভিযুক্তের মৃত্যুরও বিস্তারিত রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে বলে খবর সূত্র থেকে জানা গিয়েছে আজকে।

তারাতলা বিপর্যয়ে মৃতদের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৭ জুলাই ঃ তারাতলা বিপর্যয়ে মৃতদের পরিবারের সঙ্গে মঙ্গলবার সাক্ষাৎ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নবান্নে তারাতলা বিপর্যয়ে আহত ও নিহতদের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মুখ্যমন্ত্রী। আহতদের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেন তিনি। তারাতলা বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে আর্থিক সাহায্যও তুলে দেওয়া হয় এদিন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ' ভবিষ্যতে এ রকম ঘটনা যাতে না ঘটে তা খেয়াল রাখা হবে। রাজ্য সরকার আপনাদের পাশে আছে। কেউ যদি মনে করেন আপনার ক্ষতের চিকিৎসা সম্পূর্ণ হয়নি, এখনও চিকিৎসার দরকার তা হলেও সাহায্য পাবেন। দুর্ঘটনায় মৃতদের সন্তানদের পড়াশোনার দায়িত্ব নেবে সরকার।'

টিবি-মুক্ত ভারত বিষয়ক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পৌরহিত্য জে পি নাড্ডার

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৭ জুলাইঃ টিবি মুক্ত ভারত অভিযানকে আরও জোরদার করতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া এবং প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী সঞ্জয় শেঠের সঙ্গে একটি উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠকে পৌরহিত্য করেন।যক্ষ্মা নির্মূলের জন্য একটি সর্বাত্মক সরকারি উদ্যোগের আহ্বান জানিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সমস্ত মন্ত্রককে তাদের প্রচেষ্টা আরও জোরদার করার জন্য অনুরোধ করেন এবং টিবি-মুক্ত ভারতের লক্ষ্য অর্জনে যুবকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর জোর দেন। দেশব্যাপী এই অভিযানকে ত্বরান্বিত করতে তিনি ' মাই ভারত', ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম (এনএসএস) এবং ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (এনসিসি) থেকে স্বেচ্ছাসেবকদের সক্রিয়ভাবে একত্রিত করার আহ্বান জানান।

ড্রাগসের শিকড় উপড়ে ফেলতে ঐক্যবদ্ধ অসম বিধানসভা

গুয়াহাটি, ৭ জুলাইঃ রাজ্য থেকে ড্রাগস তথা মাদকের কারবার ও পাচার সম্পূর্ণ নির্মূল করতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বার্তা দিল অসম বিধানসভা। আজ মঙ্গলবার বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন ' মাদক অসম' বিষয়কে কেন্দ্র করে বিধানসভায় বিস্তৃত আলোচনা হয়। শাসক ও বিরোধী, উভয় পক্ষের বিধায়করাই মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর ও সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।কংগ্রেস বিধায়ক জাকির হুসেইন সিকদার বিধানসভার কার্যপ্রণালি ও কার্যপরিচালনা বিধির ৫৪ নম্বর নিয়মের অধীনে বিষয়টি আলোচনার জন্য উত্থাপন করেন। আলোচনার সূচনায় তিনি বলেন, মাদক এমন এক সামাজিক ব্যাধি যা অসমের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে এবং অসংখ্য পরিবারের জীবনে অন্ধকার নেমে এসেছে।তিনি জানান, এনডিপিএস আইনের অধীনে ২০২১ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত রাজ্যে ২৩ থেকে ২৪ হাজার জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই সময়ে প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকার মাদক বাজেয়াপ্ত এবং ২,২০০ কোটিরও বেশি মূল্যের মাদক ধ্বংস করা হয়েছে। চলতি বছরে এনডিপিএস আইনে ১,৯৪১ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।সিকদার বলেন, কেবল পাচারকারীদের গ্রেফতার করলেই হবে না, মাদকচক্রের মূল শিকড়ে পৌঁছে গোটা নেটওয়ার্ক ধ্বংস করতে হবে। মাদক কোথা থেকে আসে, কারা এর মূলচক্র পরিচালনা করে এবং কোন কোন আন্তঃরাজ্য পথে তা রাজ্যে প্রবেশ করে, এ সব উৎস বন্ধ করতে হবে। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে যেভাবে একযোগে বাল্যবিবাহ-বিরোধী অভিযান চালানো হয়েছিল, একইভাবে মাদকচক্রের বিরুদ্ধেও বিশেষ অভিযান পরিচালনার প্রয়োজন রয়েছে।আলোচনায় অংশ নিয়ে এআইইউডিএফ-প্রধান তথা বিধায়ক মৌলানা বদরউদ্দিন আজমল বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, শুধু গ্রেফতার বা মামলা নয়, মাদক ব্যবসায়ীদের সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে হবে। তাঁর দাবি, মাদকের জন্য বিশেষ করে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে ডাকাতি সহ বিভিন্ন অপরাধ বেড়েছে। মায়ানমার ও মণিপুর থেকে মাদক রাজ্যে প্রবেশ করছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।আবেগঘন কণ্ঠে বদরউদ্দিন বলেন, ' মাদকের অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হবে।' আজমলের বক্তব্য, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, ল্যাবরেটরি, সমাজের প্রায় প্রতিটি স্তরেই মাদকের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে শিক্ষা, পারিবারিক জীবন ও সামাজিক স্থিতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।বিপিএফ বিধায়ক রূপমচন্দ্র রায় বলেন, মাদক আজ যুবসমাজের স্বাভাবিক বিকাশের অন্যতম বড় বাধা। বহিঃরাজ্য থেকে মাদক প্রবেশের সমস্ত পথ অবিলম্বে বন্ধ করার আহ্বান জানান তিনি।অগপ বিধায়ক দীপককুমার দাস বলেন, গুয়াহাটি ও বরপেটা বর্তমানে মাদক পাচারের অন্যতম করিডরে পরিণত হয়েছে। মাদক মামলার দ্রুত নিস্পত্তির জন্য এনডিপিএস আইনের অধীনে বিচারপ্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি অ্যান্টি-ড্রাগ স্কোয়াড গঠন ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি বাড়ানোর ওপর জোর দেন তিনি। একইসঙ্গে মাদকাসক্তির কারণে যুবসমাজে এইচআইভি সংক্রমণ বৃদ্ধির বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দীপক দাস।বিজেপি বিধায়ক ভূপেনকুমার বরা বলেন, বর্তমানে অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমেও মাদক কেনাবেচা হচ্ছে। এই অনলাইন চক্রকে প্রাথমিক পর্যায়েই ভেঙে দিতে হবে। পাশাপাশি ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুবসমাজকে আরও বেশি সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে তাদের মাদকাসক্তি থেকে দূরে রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক শেরমান আলি আহমেদ অভিযোগ করেন, কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত থানাস্তরের পুলিশকর্মী ঘুষের বিনিময়ে মাদক ব্যবসায়ীদের রক্ষা করছেন। যদিও উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছেন, তবুও নিচুতলার একাংশের দুর্নীতির কারণে মাদকচক্র সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব হচ্ছে না বলে তিনি দাবি করেন।আলোচনার জবাবে গৃহ দফতরের পক্ষে সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই মাদকের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন ও কঠোর অভিযান চালানো হচ্ছে। প্রয়োজনে এনকাউন্টারের মতো পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে। তিনি দাবি করেন, কংগ্রেস আমলে মাদকবিরোধী অভিযান তেমন জোরালো ছিল না, ফলে সমস্যা বাড়তে থাকে। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে।মন্ত্রী জানান, ২০১১ সালে যেখানে মাদক সংক্রান্ত ১৯৫টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছিল, সেখানে ২০২৫ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪,৯০১-এ। এছাড়া গড়ে ১৮৩ কেজি হেরোইন উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।

ভারী বৃষ্টিতে মহারাষ্ট্রে জনজীবন বিপর্যস্ত, মুম্বইয়ে টানা বর্ষণে অরেঞ্জ অ্যালার্ট, মৃত বেড়ে ১৩

মুম্বই, ৭ জুলাইঃমহারাষ্ট্রজুড়ে অব্যাহত ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে মুম্বই এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় গত কয়েক দিনের টানা বর্ষণে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। মঙ্গলবারও ভোর থেকে শুরু হওয়া প্রবল বৃষ্টিতে শহরের একাধিক এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে, যার ফলে সড়ক যোগাযোগ, যান চলাচল এবং দৈনন্দিন পরিষেবায় ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) মুম্বই-সহ কোলাপুর, সাতারা, সিন্ধুদুর্গ এবং রত্নাগিরি জেলায় অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি করেছে। আবহাওয়াবিদদের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কয়েক ঘণ্টাও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকতে পারে।প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গত ৪৮ ঘণ্টায় মুম্বইয়ে প্রায় ৩৮০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। বর্ষণের এই তীব্রতার ফলে শহরের বহু নিচু এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সড়কে জল জমে যাওয়ায় যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে এবং বহু মানুষকে দীর্ঘ সময় যানজটে আটকে থাকতে হয়েছে। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে জল জমার কারণে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি অফিসযাত্রীদেরও চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়েছে।সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মুম্বই মেট্রোপলিটন অঞ্চলের নালা সোপারা এলাকা। সেখানে একাধিক আবাসিক এলাকা এবং প্রধান সড়ক জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। অনেক জায়গায় বাড়িঘরে জল ঢুকে পড়া বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু করেছে স্থানীয় প্রশাসন। উদ্ধারকারী দল এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছে এবং প্রয়োজনে দ্রুত সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।ভারী বৃষ্টির প্রভাব পড়েছে নাসিকেও। শহরের বিভিন্ন রাস্তা এবং নিচু এলাকা জলের তলায় চলে যাওয়ায় স্বাভাবিক জনজীবন কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। বহু এলাকায় জল জমে যাওয়ায় যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়েছে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের দুর্ভোগ বেড়েছে। প্রশাসন নাগরিকদের অপ্রয়োজনীয়ভাবে বাড়ির বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দিয়েছে।এদিকে, প্রবল বর্ষণের জেরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক দুর্ঘটনার খবর সামনে এসেছে। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃষ্টিজনিত বিভিন্ন দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩। কোথাও গাছ ভেঙে পড়া, কোথাও দেওয়াল ধসে পড়া, আবার কোথাও জলস্রোতে ভেসে যাওয়ার মতো ঘটনায় প্রাণহানির খবর মিলেছে। আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে বৃহন্মুম্বই পুরসভা (বিএমসি) মঙ্গলবার শহরের সমস্ত সরকারি, বেসরকারি এবং পৌর পরিচালিত স্কুল ও কলেজে সতর্কতামূলক ছুটি ঘোষণা করেছে। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পুর প্রশাসন। পাশাপাশি নাগরিকদের অতি প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে না বেরোনোর আবেদন জানানো হয়েছে।ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আরব সাগরের উপর সক্রিয় মৌসুমি পরিস্থিতির প্রভাবে মহারাষ্ট্রের উপকূলীয় জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সেই কারণে মুম্বই-সহ একাধিক জেলায় অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। প্রশাসন পরিস্থিতির উপর সার্বক্ষণিক নজর রাখছে এবং যে কোনও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল, পুলিশ এবং স্বাস্থ্য দফতরকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃষ্টির পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম জোরদার থাকবে। নিচু এলাকা, নদী সংলগ্ন অঞ্চল এবং ভূমিধসপ্রবণ এলাকায় বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস মাথায় রেখে নাগরিকদের সতর্ক থাকার, জলমগ্ন রাস্তা এড়িয়ে চলার এবং প্রশাসনের নির্দেশিকা মেনে চলার আবেদন জানানো হয়েছে।টানা বর্ষণে মুম্বই ও মহারাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা কার্যত থমকে গেলেও প্রশাসনের আশা, পরিস্থিতির উপর নিবিড় নজরদারি এবং দ্রুত উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি যতটা সম্ভব কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। তবে আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কয়েক দিনও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় রাজ্যবাসীকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

রাশিফল

মেষঃআজ আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনা ও সুযোগে ভরপুর একটি দিন। এটি নিজের উপর মনোযোগ দেওয়ার এবং নিজের ইচ্ছা ও লক্ষ্যকে চিহ্নিত করার উপযুক্ত সময়। কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারেন, তবে আপনার সাহস ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা সেগুলি সহজেই অতিক্রম করতে সাহায্য করবে। সংসারে শান্তি হতে পারে।

বৃষঃআজ আপনার সামনে নতুন সম্ভাবনা ও সুযোগের পথ খুলে যাবে। কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার মাধ্যমে অর্জিত সাফল্যের অভিজ্ঞতা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। বিবাহের যোগ হতে পারে

মিথুনঃ যারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ এবং উপভোগ। আপনি একটি উত্তেজনাপূর্ণ নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন-যা আপনাকে আর্থিকভাবে লাভবান করতে পারে। শুভ দিন।

কর্কট রাশি ঃঅত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সমর্থন আপনার সাহসকে এক বড় উসাহদান করবে। আজকে বিনিয়োগ এড়িয়ে চলা উচিত। ব্যক্তিগত বিষয় সমাধানের জন্য আপনার পদ্ধতিকে উদার করুন, কিন্তু যাঁরা আপনাকে ভালোবাসে এবং খেয়াল রাখে তাদেরকে আঘাত করা থেকে বাঁচাতে নিজের মুখকে সামলান। প্রেম আসতে পারে ।

সিংহঃ আজ আপনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। আপনার সংবেদনশীলতা ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব আজ আশেপাশের মানুষকে মুগ্ধ করবে। নিজের সৃজনশীলতাকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করার দারুণ সুযোগ পাবেন। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।

কন্যাঃআজ সহকর্মীদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করা আপনার জন্য উপকারী হবে। আপনার ভাবনা ও পরামর্শ যথাযথ স্বীকৃতি পাবে, তাই নিজের মত প্রকাশ করতে দ্বিধা করবেন না। প্রেম আসতে পারে।

তুলাঃ আপনার অন্য মানুষদের প্রশংসা করে সাফল্য ভোগ করতে পারেন। আজ আপনার বাড়ির বাইরে যাওয়ার আগে আপনার প্রবীণদের আশীর্বাদ লাভ করুন, এটি আপনার উপকারে আসবে।

বৃশ্চিকঃ সৃজনশীল শখ আপনাকে চাপমুক্ত রাখবে। আজ ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সহায়তায় কিছু ব্যবসায়ী আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। এই অর্থ আপনার অনেক ঝামেলা কাটিয়ে উঠতে পারে। সংসারে শান্তি হবেই।

ধনুঃ আজ আপনার দিন ইতিবাচক শক্তি ও নতুন সম্ভাবনায় ভরপুর থাকবে। আজ আপনি নিজের সৃজনশীলতা ও বিচক্ষণতা দিয়ে কোনও বিশেষ প্রকল্পে মনোযোগ দিতে পারবেন। সন্তান হতে পারে।

মকরঃ আজ বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে, যা আপনাকে আরও স্পষ্টভাবে লক্ষ্যপূরণের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। অর্থের ব্যয় হবে।

কুম্ভঃ আপনি অবসর যাপনের আনন্দ উপভোগ করবেন। বেশি খরচ করা এবং সন্দেহজনক আর্থিক পরিকল্পনা এড়িয়ে চলুন।

মীনঃ দাঁতে যন্ত্রণা এবং পেটের গোলমাল আপনার জন্য কিছু সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। অবিলম্বে আরাম পেতে একজন ডাক্তারের উপদেশ নিন। সংসারে শান্তি হবে।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আগামী দুই থেকে তিন দিন কমবে বৃষ্টির পরিমাণ। বৃষ্টি ফের বাড়বে ১০-১১ জুলাই নাগাদ। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে আগামী ৭২ ঘণ্টায় বৃষ্টির পরিমাণ কমে যাবে। ফের বা।বে ১০ তারিখ নাগাদ। যদিও, মঙ্গলবারও কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি হয়েছে, আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন।উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে ফের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ৮ থেকে ৯ জুলাইয়ের মধ্যে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কালিম্পঙ ও কোচবিহারেও ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ১০ ও ১১ জুলাইও ভারী বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে উত্তরবঙ্গে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, কলকাতায় ফের সামান্য বাড়তে পারে তাপমাত্রার পারদ। মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৪ ডিগ্রি বেশি।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৬ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৫০শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০৮ টা ৫৫মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৪টা ৪৪মিনিট এবং রাত ১০টা ৪৬ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৪ টা ৫৮মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২০মিনিটে হতে পারে।

জরুরি শুনানির আর্জিতে ধাক্কা মহুয়ার, অতীনের মামলা বৃহস্পতিবার

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,৭ জুলাই ঃ একই দিনে কলকাতা হাই কোর্টে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন করলেন তিন হেভিওয়েট রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী। কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র, রাজ্যের প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু এবং কলকাতার প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ নিজেদের পৃথক মামলায় দ্রুত শুনানির আবেদন জানান। তবে তিনটি মামলার ক্ষেত্রে আদালতের অবস্থান ছিল ভিন্ন। মহুয়া মৈত্রের জরুরি শুনানির আবেদন খারিজ করে দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। অন্যদিকে সুজিত বসুর মামলার শুনানি মঙ্গলবার দুপুরেই হবে বলে জানিয়েছে আদালত। অতীন ঘোষের মামলার শুনানি আগামী বৃহস্পতিবার হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। মহুয়া মৈত্রেকে লক্ষ্য করে ডিম, পোড়া বেগুন এবং ইট ছোড়ার অভিযোগ ঘিরে তিনি কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। নিজের নিরাপত্তা এবং আইনি সুরক্ষার আবেদন জানিয়ে আদালতের কাছে দ্রুত শুনানির আর্জি জানান কৃষ্ণনগরের সাংসদ। গত শুক্রবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে মহুয়ার পক্ষ থেকে মামলা দায়েরের অনুমতি চাওয়া হয়। সেই সময় তাঁর আইনজীবী আদালতে জানান, মহুয়ার বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর নিয়ে পুলিশ সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। তবে তাঁর করা অভিযোগগুলিকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে সাংসদের পক্ষ থেকে আদালতের হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়। আদালত সেই মামলা দায়েরের অনুমতি দেয়। মঙ্গলবার মহুয়ার আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য মামলাটির জরুরি শুনানির আবেদন করেন। তবে বিচারপতি এই আবেদন গ্রহণ করেননি। আদালতের তরফে মন্তব্য করা হয়, এই ধরনের মামলা গ্যালন গ্যালন দায়ের হচ্ছে। বিচারপতি আরও জানান, নিয়ম মেনে মামলা দায়ের হওয়ার পর নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুযায়ী শুনানি হবে। ফলে আপাতত মহুয়ার জরুরি শুনানির আবেদন কার্যকর হয়নি। উল্লেখ্য, গত ১ জুলাই নদিয়ার কালীগঞ্জে একটি দলীয় কার্যালয়ে ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন মহুয়া মৈত্র। অভিযোগ, সেই সময় স্থানীয় বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের একাংশ তাঁকে লক্ষ্য করে কাঁচা ডিম ছোড়েন। পাশাপাশি তাঁকে উদ্দেশ্য করে 'চোর স্লোগান দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ করেন তিনি। ঘটনার ভিডিও নিজেই সমাজমাধ্যমে প্রকাশ করেন তিনি। মহুয়ার অভিযোগ, ওই ঘটনায় পুলিশ যথাযথ পদক্ষেপ করেনি। বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়ে তিনি দাবি করেন, তাঁর উপর পরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপি কর্মীরা তাঁকে ঘিরে ফেলেছিলেন এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ কার্যকর ভূমিকা নেয়নি। যদিও এই অভিযোগের পাল্টা রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়েছে বিজেপি। অন্যদিকে, রাজ্যের প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর মামলায় দ্রুত শুনানির আবেদন মঞ্জুর করেছে আদালত। ইডির হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর জামিনের আবেদন জানিয়েছেন সুজিত। মঙ্গলবার তাঁর আইনজীবী তথা বিশিষ্ট আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি আদালতে মামলাটি উল্লেখ করেন। আদালত আবেদন গ্রহণ করেছে এবং মঙ্গলবার মামলার শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে। এদিকে জমি দুর্নীতির অভিযোগে আগাম জামিনের আবেদন করেছেন প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ। তাঁর আইনজীবীর পক্ষ থেকেও দ্রুত শুনানির আবেদন জানানো হয়। তবে বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত সেই আবেদনে তৎক্ষণাৎ সাড়া দেননি। তিনি মন্তব্য করেন, অনেক সাধারণ মানুষের মামলার শুনানি হচ্ছে না এমন মামলার জন্য।

বারুইপুর কাণ্ডে দুই অভিযুক্তদের নিয়ে নতুন রাজনৈতিক বিতর্ক

সৈকত দাস, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৭ জুলাই ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের বহুল আলোচিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বেড়েছে। ইতিমধ্যেই পুলিশ প্রভাস মণ্ডল ও আনন্দ সর্দার নামে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে এই গ্রেপ্তারের পরও বিতর্ক থামেনি। বরং নতুন করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। ঘটনার এক ব্যক্তিকে ঘিরে।তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রকাশিত একটি ভিডিও বার্তায় দাবি করা হয়েছে, 'রাজা' নামে এক ব্যক্তিকে বারুইপুর পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে আড়াল করছে। ওই ভিডিওতে আরও দাবি করা হয়, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে বিজেপির যোগাযোগ রয়েছে এবং তিনি বিজেপির একজন কর্মী। যদিও এই দাবির পক্ষে এখনও পর্যন্ত পুলিশের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া. বা স্বাধীনভাবে যাচাইযোগ্য প্রমাণ প্রকাশ করা হয়নি। অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সরাসরি বারুইপুর এসপি অফিসে পৌঁছে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, গত সরকারের আমলে যা হতো, তেমনটি আর হবে না। আমি পুলিশকে ৭২ ঘণ্টা সময় দিয়েছি। প্রকৃত দোষীদের গ্রেপ্তার করতেই হবে, কাউকে আড়াল করা চলবে না। কেউ রেযাত পাবে না। এবং যাকে গনপিটুনি দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে সেই নাবালক মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত যে বা যারাই জড়িত ছিলেন এবং সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করেছে যারা তাদেরকেও চিহ্নিতকরণ করে শাস্তি দেয়া হবে। শুভেন্দু অধিকারীর এই বক্তব্যের পর রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে জোরদার হযেছে তরজা। একদিকে তৃণমূলের অভিযোগ, অন্যদিকে বিরোধী দলের চাপ- দুইয়ের মাঝেই বারুইপুর পুলিশের তদন্ত এখন রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এদিকে তদন্তকারী সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তদন্ত চলমান রয়েছে এবং প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতেই পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তদন্তের স্বার্থে সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই রাজ্যের শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে তীব্র বাকযুদ্ধ শুরু হয়েছে। এখন নজর পুলিশের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে। 'রাজা' নামে যাঁকে ঘিরে অভিযোগ উঠেছে, তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে তদন্তে কী তথ্য সামনে আসে এবং আগামী ৭২ ঘণ্টায় তদন্ত কোন দিকে এগোয়, সেদিকেই নজর রাজ্যবাসীর।

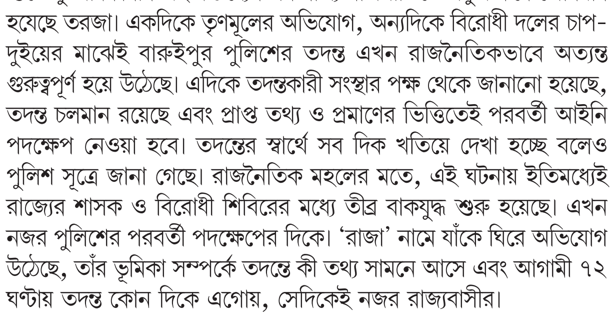

হাওড়া পুরসভার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মহিলা কর্মীদের শ্লীলতাহানির অভিযোগ, মারধর করে অভিযুক্ত গ্রুপ-সি কর্মীকে তুলে দেওয়া হল পুলিশের হাতে।

মেট্রোয় কড়া হচ্ছে জরিমানার বিধি, বিনা টিকিটে ৫০০ টাকা ফাইন, ধূমপানে ২ হাজার জরিমানা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,৭ জুলাই ঃ দূরপাল্লার ট্রেন এবং লোকাল ট্রেনের পর এবার কলকাতা মেট্রোতেও আরও কঠোর হচ্ছে শৃঙ্খলাবিধি। যাত্রী নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং নিয়ম ভঙ্গের প্রবণতা রুখতেই জন বিশ্বাস আইন, ২০২৬ কার্যকর করতে চলেছে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। নতুন আইনের আওতায় বিনা টিকিটে যাতায়াত, কম ভা।ার টিকিট কেটে বেশি দূরত্বে ভ্রমণ, মেট্রো চত্বরে ধূমপান, অশালীন আচরণ, যাত্রীদের অসুবিধা সৃষ্টি কিংবা নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশের মতো একাধিক অপরাধের ক্ষেত্রে জরিমানার পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রতিটি মেট্রো স্টেশনে নতুন নিয়ম সম্পর্কে যাত্রীদের সচেতন করতে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, এতদিন বিনা টিকিটে মেট্রোয় ধরা প।লে ২৫০ টাকা জরিমানা দিতে হলেও এবার সেই অঙ্ক বেড়ে দাঁ।াবে ৫০০ টাকা। মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শুধু টিকিট না কেটে যাতায়াত করলেই নয়, কম ভা।ার টিকিট কেটে নির্ধারিত গন্তব্যের চেয়ে বেশি দূরত্বে ভ্রমণ করলেও একইভাবে নিয়মভঙ্গ হিসেবে গণ্য করা হবে। বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কম ভা।ার টিকিট কেটে যাত্রীরা দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করেন। নতুন আইনে এই ধরনের অনিয়মের বিরুদ্ধেও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়াও স্মার্ট গেট ব্যবহার করে বেআইনিভাবে স্টেশন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার প্রবণতার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। অনেক সময় দেখা যায়, একজন বৈধ টিকিটধারী যাত্রীর সঙ্গে আরেকজন একই গেট দিয়ে বেরিয়ে যান। এই ধরনের ঘটনাকেও বিনা টিকিটে যাত্রা হিসেবে ধরা হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ৫০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে। মেট্রো কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছে, মেট্রোর কোচ,

কামরা এবং সমস্ত ভূগর্ভস্থ স্টেশনে ধূমপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই নিয়ম ভঙ্গ করলে ২,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হবে। শুধু তাই নয়, প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট যাত্রীর টিকিট বা পাস বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে। যদি কোনও ব্যক্তি জরিমানা দিতে অস্বীকার করেন, তাহলে তাঁকে আদালতে হাজির করা হবে এবং সেখানে সর্বোচ্চ ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা ধার্য হতে পারে। মদ্যপ অবস্থায় মেট্রোয় উঠে অন্য যাত্রীদের বিরক্ত করা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলেও কড়া শাস্তির মুখে প।তে হবে। এমন পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মেট্রো থেকে নামিয়ে দেওয়া হবে। পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে ১,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা, ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা উভয় শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। একইভাবে মেট্রো চত্বরে অশালীন ভাষা ব্যবহার, অশোভন আচরণ বা অন্য যাত্রীদের অসুবিধা সৃষ্টি করলে ২৫০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হবে এবং প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট যাত্রীর টিকিট বাতিলও করা হতে পারে। শুধু যাত্রীদের জন্যই নয়, মেট্রো কর্মীদের ক্ষেত্রেও কঠোর নিয়ম কার্যকর করা হচ্ছে। দায়িত্ব পালনকালে কোনও কর্মী যদি মদ্যপ অবস্থায় ধরা প।নে, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, জরিমানা অথবা উভয় শাস্তির বিধান রয়েছে। পাশাপাশি অনুমতি ছা।া মেট্রো ট্র্যাক বা অন্য কোনও নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করলেও ৫০০ টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়েছে। যদি কেউ এই জরিমানা দিতে অস্বীকার করেন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড, ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষের দাবি, এই নতুন বিধির মূল উদ্দেশ্য যাত্রীদের শাস্তি দেওয়া নয়, বরং মেট্রো পরিষেবাকে আরও নিরাপদ, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং যাত্রীবান্ধব করে তোলা। প্রতিদিন লক্ষাধিক মানুষ কলকাতা মেট্রোর উপর নির্ভরশীল। তাই প্রত্যেক যাত্রীর দায়িত্ব নিয়ম মেনে চলা এবং প্রশাসনকে সহযোগিতা করা। মেট্রো আধিকারিকরা জানিয়েছেন, নতুন নিয়ম কার্যকর হওয়ার আগে থেকেই সচেতনতামূলক প্রচার শুরু হয়েছে। প্রতিটি স্টেশনে বিজ্ঞপ্তি টাঙানো, ঘোষণা এবং অন্যান্য প্রচারের মাধ্যমে যাত্রীদের নিয়মগুলি জানানো হচ্ছে, যাতে ভবিষ্যতে কোনও যাত্রী অজ্ঞতার কারণে সমস্যায় না পড়েন এবং সকলের জন্য নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন মেট্রো যাত্রা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

মেসিকাণ্ডে ফের তলব অরূপ বিশ্বাসকে, হাই কোর্টে রিপোর্ট জমার আগে জোরদার পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,৭ জুলাই ঃ মেসিকাণ্ডের তদন্তে ফের জিজ্ঞাসাবাদের মুখে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ মঙ্গলবার তাঁকে আবারও তলব করেছে। গত কয়েক মাস ধরে চলা এই তদন্তে এর আগেও একাধিকবার তাঁকে হাজিরার নোটিস পাঠানো হয়েছিল। যদিও প্রথমদিকে তিনি হাজিরা এড়িয়ে গেলেও পরে তিনবার তদন্তকারীদের সামনে উপস্থিত হয়ে নিজের বক্তব্য জানান। এবার কলকাতা হাই কোর্টে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্ধারিত সময়ের ঠিক আগে ফের তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে, ফলে মেসিকাণ্ডের তদন্ত নতুন করে গুরুত্ব পাচ্ছে। মেসিকাণ্ড ঘিরে অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ সামনে এসেছে। অভিযোগ, নির্ধারিত অনুমতি ছাড়াই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের মাঠে প্রবেশ করে ফুটবল তারকা লিওনেল মেসির কাছে পৌঁছে যান তিনি। পাশাপাশি প্রভাব খাটিয়ে অনুষ্ঠানের অন্তত ২২ হাজার টিকিট সংগ্রহ করা, টিকিট বণ্টনে অনিয়ম, আর্থিক প্রতারণা এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগও উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। এই সমস্ত অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত এগিয়ে নিয়ে চলেছে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ। ঘটনার সূত্রপাত গত বছরের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত লিওনেল মেসির যুবভারতী সফরকে ঘিরে। সেই অনুষ্ঠানে ব্যাপক বিশৃঙ্খলার অভিযোগ ওঠার পর গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আয়োজক শতদ্রু দত্তকে। পরে তিনি জামিনে মুক্তি পান। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর শতদ্রু দত্তই অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতেই প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তকারীরা একাধিকবার হাজিরার নোটিস পাঠালেও প্রথমদিকে অরূপ বিশ্বাস উপস্থিত হননি। পরে অবশ্য তিনি তদন্তে সহযোগিতা করছেন বলেই দাবি করে টানা তিনবার পুলিশের সামনে হাজিরা দেন। এরই মধ্যে কলকাতা হাই কোর্ট অরূপ বিশ্বাসকে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দিয়েছে। আদালতের নির্দেশ অনুযাযী, আগামী ১৭ আগস্ট পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ করা যাবে না। তবে তদন্তে কোনও বাধা নেই বলেই পুলিশ নিজেদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। জানা গিয়েছে, আগামী ১০ জুলাই কলকাতা হাই কোর্টে মেসিকাণ্ডের তদন্ত সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দেওযার কথা রয়েছে। সেই রিপোর্ট জমা দেওয়ার কয়েক দিন আগেই অরূপ বিশ্বাসকে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছেন তদন্তকারীরা। গত ছয় মাস ধরে এই মামলার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখছে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ। এই মামলায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল লিওনেল মেসির নিজস্ব ম্যানেজমেন্ট টিমের অভিযোগ। তারা কলকাতার পুলিশ কমিশনারের কাছে লিখিতভাবে জানিয়েছিল, অনুষ্ঠানের নির্ধারিত নিরাপত্তা ও প্রোটোকল ভেঙে তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী মাঠে প্রবেশ করেছিলেন। অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়, নির্ধারিত কর্মসূচির বাইরে গিয়ে তিনি বারবার মেসির খুব কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করেন এবং ছবি তোলার সময় অপ্রয়োজনীয় শারীরিক যোগাযোগেরও চেষ্টা করেন। এমনকি মেসির কাঁধ ও কোমরে হাত রাখার ঘটনাও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়। পাশাপাশি অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিভিন্ন ত্রুটি নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করে মেসির ম্যানেজমেন্ট টিম। সব মিলিয়ে মেসিকাণ্ডে অরূপ বিশ্বাসের ভূমিকা নিয়ে তদন্ত এখন গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছেছে। আদালতে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার আগে পুলিশের এই নতুন জিজ্ঞাসাবাদকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। তদন্তকারীরা আশা করছেন, প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করা নথিপত্রের ভিত্তিতে মামলার তদন্ত আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। এখন নজর আগামী ১০ জুলাই হাই কোর্টে জমা পড়তে চলা তদন্ত রিপোর্ট এবং তার পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ার দিকে।

বারুইপুরে খুন ১৭ বছরের এক নাবালক,আটক ৫

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,বারুইপুর, ৭ জুলাই ঃ আবার বারুইপুর। খুন ও ধর্ষণ পিছু ছাড়ছে না বারুইপুরের। এক নাবালিকাকে গণধর্ষণ ও খুনের অভিযোগের ঘটনার আবহের মধ্যে ফের বারুইপুরে খুন হলো ১৭ বছরের এক কিশোর। যা ঘিরে তপ্ত হয়ে রয়েছে বারুইপুর হাসপাতাল চত্বর। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম প্রসেনজিৎ বিশ্বাস (১৭)। ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর পালপাড়া ব্যাংক সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত তিনজন ছেলে এই কাজ করেছে। ৫ জনকে আটক করেছে পুলিশ। তিনদিন আগে জিতে যায় প্রসেনজিৎ। এই নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল। তারই জেরে রবিবার প্রসেনজিৎকে ডেকে পাঠানো হয়। সেখানে গেলে প্রসেনজিৎকে খুন করা হয় বলে অভিযোগ পরিবারের। এরপর বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালের সামনে রাস্তা অবরোধ করে এলাকার বাসিন্দারা। অভিযুক্ত তিন জনকে আটক করে বারুইপুর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আনা হয়েছে। উত্তেজিত জনতার হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্প ভাঙচুর করেছে বলে অভিযোগ। মৃতের দাদা বলেন, এই পুলিশ এখানে আমাদের ভাই মরে গেছে তাঁকে দেখতে দিচ্ছে না। যাঁরা মার্ডার করল তাঁদেরও পুলিশ আটকে রেখেছে। বাচ্চা ছেলেকে কুপিয়ে খুন করেছে।

বারুইপুর কাণ্ডে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি নওশাদ সিদ্দিকির

নিজস্ব সংবাদদাতা,বারুইপুর, ৭ জুলাই ঃ বারুইপুরের সূর্যপুরে এক নাবালিকাকে গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় রাজ্য উওাল।আর মঙ্গলবার মৃত নাবালিকার বা।তি গিয়ে মৃতার বাবা,মা ও পরিবারের সাথে দেখা করলেন ভাঙ।রে বিধায়ক তথা আই এস এফের চেয়ারম্যান নওশাদ সিদ্দিকি।তিনি এদিন নির্যাতিতার পরিবারের সাথে দেখা করে পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন।তিনি এদিন বলেন,এই ধরনের নৃশংস, অমানবিক নিষ্ঠুর কাজ যারা করেছে তাদের কোনো ভাবেই যেন রেহাত না করা হয় সরকারের কাছে আবেদন আমার।কঠিনতম শাস্তি এদের প্রাপ্য।উল্লেখ্য,রবিবার সকালে রেললাইনের পাশের একটি পুকুর থেকে ১১ বছরের এক নাবালিকার বস্তাবঃদী দেহ উদ্ধার করে সাধারণ মানুষ। তাকে গণ ধর্ষণ করে নৃশংস ভাবে খুন করা হয়।আর তার পর থেকে বারুইপুরের সূর্যপুর এখনো উওাল।ইতিমধ্যে এই ঘটনার মূল অভিযুক্ত আনঃদ সরদার সহ তিনজন গ্রেফতার হয়েছে।গঠন করা হয়েছে ৬ সদস্যের সিট।চলছে তদন্ত।আর এরই মাঝে শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছে সমাজের সকল স্তরের মানুষ।আর ঐ পরিবারের পাশে এসে দাড়াতে এগিয়ে আসছে সমস্ত রাজনৈতিক দল।আর সেই মতো এদিন ঘুরে গেলেন নওশাদ সিদ্দিকি।

ডিম উৎপাদনে স্বনির্ভরতার পথে বাংলা,লক্ষ্য ঘাটতি পূরণ ও রপ্তানি

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,৭ জুলাই ঃ উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ-ডিম শিল্পকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে বড় পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের। লক্ষ্য, রাজ্যের চাহিদা মিটিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের বাজারেও বাংলার ডিম পৌঁছে দেওয়া। ডিম উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে বড়সড় উদ্যোগ নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বর্তমানে রাজ্যে দৈনিক ডিমের উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে যে ঘাটতি রয়েছে, তা আগামী দেড় বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ দূর করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা সফল হলে শুধু রাজ্যের নিজস্ব চাহিদাই পূরণ হবে না, উত্তর-পূর্ব ভারতের একাধিক রাজ্যেও পশ্চিমবঙ্গ থেকে ডিম সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এর পাশাপাশি ডিম শিল্পে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রও উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিদিন প্রায় ৩ কোটি ২০ লক্ষ ডিম উৎপাদিত হয়। তবে রাজ্যের মোট চাহিদা মেটাতে এখনও প্রায় ৮০ লক্ষ ডিমের ঘাটতি রয়েছে। এই ঘাটতি পূরণে অন্ধ্রপ্রদেশ-সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে ডিম আমদানি করতে হয়। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য, আগামী দেড় বছরের মধ্যে উৎপাদন এতটাই বৃদ্ধি করা যাতে বাইরের রাজ্যের ওপর নির্ভরতা সম্পূর্ণভাবে শেষ করা যায়। প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৪০০টি বাণিজ্যিক ডিম উৎপাদনকারী ফার্ম রয়েছে। এই শিল্পে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৮ লক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ১২ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। অর্থাৎ মোট প্রায় ২০ লক্ষ মানুষের জীবিকা এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে কর্মসংস্থানের এই সংখ্যা আরও উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য হাঁস ও মুরগি পালনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য সরকার। বিশেষ করে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি মহিলাদের আয় বৃদ্ধির নতুন সুযোগ তৈরি হবে বলে প্রশাসনের আশা। বর্তমানে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ডিমের বড় অংশের চাহিদা মেটায় অন্ধ্রপ্রদেশ। সেই ডিম পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়েই ওই রাজ্যগুলিতে পৌঁছে যায়। প্রশাসনের পরিকল্পনা অনুযায়ী, রাজ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গ থেকেই ঝাড়খণ্ড, অসম, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের একাধিক রাজ্যে ডিম সরবরাহ করা হবে। এর ফলে পরিবহণ ব্যয় কমার পাশাপাশি নতুন বাজারও তৈরি হবে বাংলার উপাদকদের জন্য।

পুরস্কারপ্রাপ্ত উদ্ধারকারী দলের প্রশংসা করলেন পূর্ব রেলের জিএম

কলকাতা, ৭ জুলাইঃ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী মিলিন্দ দেওস্কর আজ অনুষ্ঠিত এক পর্যালোচনা বৈঠকে হাওড়া, শিয়ালদহ এবং লিলুয়া ওয়ার্কশপের নিবেদিতপ্রাণ উদ্ধার ও ত্রাণকারী দলের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ২০২৬ সালের ২৪ জুন তারিখে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক তারাতলা দুর্ঘটনার পর তাঁদের অসাধারণ, নিরবচ্ছিন্ন উদ্ধার ও পরিষেবা পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে এই দল সম্মাননা লাভ করে। বৈঠকে মহাব্যবস্থাপক সম্মানিত ৯০ জন রেল আধিকারিক এবং প্রধান মুখ্য যান্ত্রিক প্রকৌশলী-এর সাহস, শৃঙ্খলা, পেশাদারিত্ব এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, ভারতীয় সেনাবাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে তাঁদের অসাধারণ সমন্বয়ের উচ্চ প্রশংসা করেন। সম্মাননা প্রদানের বিষয় ছাড়াও বৈঠকে পরিকাঠামো উন্নয়ন ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বৈঠকে উপস্থিত সমস্ত বিভাগীয় প্রধান, বিভাগীয় রেল ব্যবস্থাপক এবং চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজারদের উদ্দেশে শ্রী দেওস্কর নির্দেশ দেন, যাতে সমস্ত অসমাপ্ত প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করা হয়। এর মাধ্যমে যাত্রী পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং রেলের পরিচালনাগত দক্ষতা আরও বৃদ্ধি পাবে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাঝি বলেন, আমাদের জেনারেল ম্যানেজারের এই উচ্চস্তরের স্বীকৃতি ও প্রশংসা রেলের কর্মীবাহিনীকে দেশের সেবায় সর্বোচ্চ মাত্রার প্রস্তুতি, নিষ্ঠা এবং দায়িত্ববোধ বজায় রাখতে আরও অনুপ্রাণিত করবে।

বারুইপুরের সূর্যপুরে মৃত নাবালিকার বাড়িতে গেলেন অগ্নিমিত্রা লকেট

নিজস্ব সংবাদদাতা,বারুইপুর, ৭ জুলাই ঃ বারুইপুর কাণ্ডে মঙ্গলবার নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন অগ্নিমিত্রা পাল।কাউকে ছা।া হবে না।দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দেওয়া হবে। বারুইপুর কাণ্ডে নির্যাতিতা পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এমনটাই আশ্বাস দিলেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। এদিন সকালে অগ্নিমিত্রা পাল, লকেট চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল বারুইপুরের সূর্যপুরে যায়। কথা বলেন নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে। আশ্বাস দেন পাশে থাকার। অন্যদিকে বারুইপুরের ঘটনায় নড়েচড়ে বসল জাতীয় মহিলা কমিশনও। জানা যাচ্ছে, ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কমিশনের তরফে। ঘটনার পর কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তদন্তের অগ্রগতি কি রয়েছে, সেই সংক্রান্ত বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করা হয়েছে কমিশনের তরফে। রাজ্যের ডিজির কাছে আগামী সাতদিনের মধ্যে এই সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, গণপিটুনিতে যে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে, সেই সংক্রান্ত তথ্যও জাতীয় মহিলা কমিশনের তরফে। মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রীর নির্দেশে রবিবার বিকেলের মধ্যেই ৬ সদস্যের সিট গঠন করে তদন্ত শুরু হয়। ঘটনার কয়েকঘণ্টার মধ্যেই মূল অভিযুক্ত আনন্দ সর্দার-সহ তিন জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বারুইপুরে অশান্তির সূত্রপাত রবিবার সকাল থেকে। পুকুর থেকে নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে ধপধপি এলাকা। নাবালিকাকে ধর্ষণের পর খুনের অভিযোগে সরব স্থানীয় বাসিন্দারা মৃতদেহ রাস্তায় রেখে অবরোধ করেন, চলে রেল অবরোধও। ঘটনার খবর কানে পৌঁছতেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কথা বলেন নির্যাতিতার বাবার সঙ্গে। দ্রুত বিচারের আশ্বাস দেন। মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রীর নির্দেশে বিকেলের মধ্যেই ৬ সদস্যের সিট গঠন করে তদন্ত শুরু হয়। ঘটনার কয়েকঘণ্টার মধ্যেই মূল অভিযুক্ত আনন্দ সর্দার-সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সোমবারও মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, ঘটনায় অভিযুক্তদের সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, মৃত্যুদণ্ডের পক্ষেও কথা বলেন শুভেন্দু অধিকারী। এদিন একইকথা শোনা যায় মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের বক্তব্যেও। নির্যাতিতা পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি জানান, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আশ্বস্ত করেছেন। অভিযুক্তদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ধরা হয়েছে। পুরমন্ত্রী আরও বলেন,নির্যাতিতার পরিবার তাঁদের জানিয়েছে, সরকারের ভূমিকায় সন্তুষ্ট। এমনকী মুখ্যমন্ত্রীর উপরেও আস্থা রয়েছে। তবে ঘটনায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হবে বলে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি অগ্নিমিত্রা পালের। বলেন,এই ঘটনা-সহ মহিলাদের উপর অত্যাচার ঘটলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হবে। এমনকী যদিও দেখা যায়, পুলিশ প্রশাসনের গাফিলতি রয়েছে সেক্ষেত্রে কাউকে রেহাই নয়। মুখ্যমন্ত্রী তা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন।

জমি দুর্নীতির অভিযোগে হাই কোর্টে অতীন ঘোষ, দ্রুত শুনানির আর্জি খারিজ বিচারপতির

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,৭ জুলাই ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতি, জমি দখল এবং বেআইনি লেনদেনের অভিযোগ সামনে এসেছে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী নেতা বিভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন। সেই তালিকায় এবার চর্চায় উঠে এসেছে কলকাতার প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র তথা তৃণমূল নেতা অতীন ঘোষের নাম। তাঁর বিরুদ্ধে জমি সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগে এফআইআর দায়ের হয়েছে। যে কোনও সময় গ্রেপ্তারির আশঙ্কায় কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন অতীন। তবে দ্রুত শুনানির আবেদন জানালেও আদালত সেই আর্জিতে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। মঙ্গলবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের বেঞ্চে মামলাটির দ্রুত শুনানির আবেদন করেন অতীন ঘোষের আইনজীবী। আদালতে আবেদন জানিয়ে বলা হয়, মামলাকারীর পরিবারের এক ঘনিষ্ঠ সদস্য গুরুতর অসুস্থ এবং ক্যানসারে আক্রান্ত। সেই বিষয়টি উল্লেখ করে দ্রুত শুনানির আর্জি জানানো হলেও বিচারপতি বিষয়টি নিয়ে ভিন্ন অবস্থান নেন। বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত মন্তব্য করেন, এই ধরণের মামলার জন্য সাধারণ মানুষের মামলা শুনতে পারছি না। তাঁদের সমস্যা বাড়ছে। জানা গিয়েছে, আগামী বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানি হতে পারে। অভিযোগ, ২০১৭ সালে এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে জোর করে কম দামে জমি ও বাড়ি হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। বিধাননগরের বাসিঃদা ওই ব্যবসায়ী অতীন ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগকারীর দাবি, প্রভাব খাটিয়ে তাঁর সম্পত্তি কম মূল্যে নেওয়া হয়েছিল। শুধু অতীন ঘোষই নন, তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধেও থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর থেকেই বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে জমি ও বাড়ি সংক্রান্ত অভিযোগ সামনে আসছে। বিরোধীদের দাবি, দীর্ঘদিনের ক্ষমতার প্রভাব ব্যবহার করে বহু জায়গায় সাধারণ মানুষের সম্পত্তি দখলের চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও অভিযুক্ত নেতাদের পক্ষ থেকে একাধিকবার অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তোলা হয়েছে। এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জমি সংক্রান্ত মামলায় কয়েকজন তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কোথাও কোথাও রাজনৈতিক কর্মসূচির সময় অভিযুক্ত নেতাদের ঘিরে বিক্ষোভও দেখা গিয়েছে। এমনকি কয়েকটি ঘটনায় নেতাদের লক্ষ্য করে ডিম ছো।ার ঘটনাও সামনে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে অতীন ঘোষের হাই কোর্টে রক্ষাকবচের আবেদন ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। এখন নজর আগামী বৃহস্পতিবারের শুনানির দিকে। আদালতের পরবর্তী নির্দেশের উপরই নির্ভর করবে এই মামলার ভবিষ্য গতিপথ।

মেয়রহীন কলকাতা পুরসভায় নাগরিক পরিষেবায় নতুন উদ্যোগ, চালু হচ্ছে টোল-ফ্রি হেল্পলাইন

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,৭ জুলাই ঃ তৃণমূল পরিচালিত কলকাতা পুরসভার নির্বাচিত মেয়র ফিরহাদ হাকিমের পদত্যাগের পর পুরবোর্ড ভেঙে যাওয়ায় বর্তমানে প্রশাসকের অধীনেই চলছে কলকাতা পুরসভার কাজকর্ম। এই পরিস্থিতিতে নাগরিক পরিষেবাকে আরও সহজলভ্য ও কার্যকর করে তুলতে নতুন উদ্যোগ নিল রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর। সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রশাসনের সরাসরি যোগাযোগ বজায় রাখতে মঙ্গলবার থেকে চালু হচ্ছে ‘ নামে একটি বিশেষ টোল-ফ্রি হেল্পলাইন। এই পরিষেবার মাধ্যমে কলকাতা পুরসভা এলাকার বাসিন্দারা তাঁদের দৈনন্দিন নাগরিক সমস্যা, অভিযোগ, মতামত এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত পরামর্শ সরাসরি জানাতে পারবেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের কাছে। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, প্রতি মঙ্গলবার বিকেল ৩টা থেকে ৪টে পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ে এই পরিষেবা চালু থাকবে। শুধুমাত্র কলকাতা পুরসভা এলাকার বাসিঃদারাই এই সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। সেই উদ্দেশ্যে চালু করা হয়েছে টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০২০৩৫১২৩। নির্ধারিত সময়ে ফোন করে নাগরিকেরা রাস্তা, নিকাশি, পানীয় জল, বর্জ্য অপসারণ, আলোকসজ্জা, স্বাস্থ্য পরিষেবা-সহ বিভিন্ন পুর পরিষেবা সংক্রান্ত অভিযোগ জানাতে পারবেন। পাশাপাশি শহরের উন্নয়ন নিয়ে নিজেদের মতামত ও প্রস্তাবও তুলে ধরার সুযোগ পাবেন সাধারণ মানুষ। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই হেল্পলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রতিটি অভিযোগ ও পরামর্শ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি দ্রুত প্রশাসনের নজরে এনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে। সরকারের লক্ষ্য, নির্বাচিত পুরবোর্ড না থাকলেও যাতে নাগরিক পরিষেবায় কোনও ধরনের বিঘ্ন না ঘটে এবং সাধারণ মানুষের সমস্যা দ্রুত সমাধানের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। রাজ্যের এক শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিকের বক্তব্য, বর্তমানে কলকাতা পুরসভায় প্রশাসকের মাধ্যমে সমস্ত পরিষেবা পরিচালিত হলেও নাগরিকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণেই এই নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশাসনের মতে, মানুষের কাছ থেকে সরাসরি অভিযোগ ও পরামর্শ পেলে পরিষেবার মান আরও উন্নত করা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে বিভিন্ন ওয়ার্ডের প্রকৃত সমস্যা দ্রুত চিহ্নিত করে তার সমাধানেও সুবিধা হবে। প্রসঙ্গত, ফিরহাদ হাকিম কলকাতা পুরসভার মেয়র থাকাকালীন ‘ টু মেয়র’ নামে একটি জনপ্রিয় কর্মসূচি চালু করেছিলেন। সেই কর্মসূচির মাধ্যমে সপ্তাহে একদিন নির্দিষ্ট সময়ে শহরবাসী সরাসরি মেয়রের সঙ্গে কথা বলে নিজেদের সমস্যা, অভিযোগ ও প্রস্তাব জানাতে পারতেন। নাগরিকদের সঙ্গে প্রশাসনের এই সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা বেশ জনপ্রিয়তাও লাভ করেছিল। তবে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর সেই কর্মসূচি স্থগিত রাখা হয়। পরে ফিরহাদ হাকিম মেয়রের পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর কার্যত বন্ধ হয়ে যায় 'টক টু মেয়র' কর্মসূচি। বর্তমানে রাজ্য সরকারের নতুন ‘ উদ্যোগকে অনেকেই সেই পুরনো কর্মসূচির নতুন সংস্করণ হিসেবেই দেখছেন। যদিও এবার সরাসরি মেয়রের পরিবর্তে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী নাগরিকদের অভিযোগ ও মতামত শুনবেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ২১৭ সংখ্যা, বুধবার, ২৩ আষাঢ়, ১৪৩৩

বিপ্লবী দীনেশ গুপ্ত

স্বাধীনতা সংগ্রামের আরো এক মহান বিপ্লবী শহীদ দীনেশচন্দ্র গুপ্ত। মেদিনীপুরে তার সংগঠন পরপর তিন জন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করেছিল। ১৯৩০ সালের ৮ ডিসেম্বর বিপ্লবী বিনয় বসুর নেতৃত্বে দীনেশচন্দ্র গুপ্ত ও বাদল গুপ্ত রাইটার্স বিল্ডিংভবনে অভিযান চালায়। এরপর তারা আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন। বিনয় বসু ও বাদল গুপ্ত গুরুতর আহত হয়ে মারা যান, মৃতপ্রায় দীনেশকে পুলিশ বাঁচিয়ে তুলতে সক্ষম হয়। বিচারে তার ফাঁসির আদেশ হয়। স্বাধীনতার পর তার ও তার অপর দুই সহবিপ্লবীর সম্মানার্থে কলকাতার প্রসিদ্ধ ডালহৌসি স্কোয়ারের নাম বিনয়-বাদল-দীনেশ রাখা হয়। ৬ই ডিসেম্বর ১৯১১ সালে দীনেশ গুপ্তের জন্ম হয়, ঢাকা জেলার যশোলঙ গ্রামে। তার পিতার নাম ছিল সতীশচন্দ্র গুপ্ত ও মায়ের নাম বিনোদিনী দেবী। দীনেশ গুপ্তের ডাকনাম ছিল নসু।। কৈশোরেই গুপ্ত সমিতিতে যোগ দেন দীনেশ গুপ্ত। প্রথমে তিনি ঢাকা অঞ্চলের কাজ করতেন। পরে তাকে মেদিনীপুরে সংগঠনের কাজে যেতে হয়। মেদিনীপুর গিয়ে সম্পূর্ণ অচেনা অজানা জায়গার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেন। সেখানে সংগঠনটিকে অত্যন্ত সফল করে তোলেন। মেদিনীপুরের সংগঠন এমন দৃঢ় হয়ে উঠেছিল যে, বিপ্লবীরা পরপর তিনবার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করতে সমর্থ হয়েছিল। দীনেশ গুপ্তের মধ্যে এক ধরনের দর্শন চিন্তা কাজ করত। লেখার দিকে বিশেষ নজর ছিল তার। একাধিক চিঠির মাধ্যমে তিনি তার মানসিকতার কথা বলে গেছেন। মাত্র বিশ বছর বয়সে তিনি যে সাংগঠনিক সততার পরিচয় দিয়েছেন, তা আমাদের অবাক করে দেয়। মৃত্যু ছিল তার পায়ের ভৃত্য। মৃত্যু সম্পর্কে যেসব উক্তি করেছেন, তার মধ্যে নির্লিপ্ত মনের ছায়া আছে। দীনেশ ছোটবেলা থেকেই খেতে খুব ভালোবাসতেন। সেই সময়কার দুটি গল্পঃ শুনলে আমরা তার এই মনোভাবের পরিচয় পাব। তখনকার দিনে বিপ্লবীদের বাধ্যতামূকভাবে একটা কাজ করতে হত। নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য সকালে ও বিকালে মার্চ করতে হত। পাড়ি দিতে হত গ্রাম থেকে গ্রামান্তর। দলনেতা জ্যোতিষ জোয়ারদারের নেতৃত্বে দীনেশ মার্চ করে এগিয়ে চললেন বিক্রমপুর গ্রামের পথ ধরে। একটানা হেঁটে সন্ধ্যা নাগাদ একটা বাজারে যাত্রার বিরতি হল। এবার ফিরতে হবে সকলের খিদে পেয়েছে। দল বেঁধে একটা মিষ্টির দোকানে হাজির হলেন সকলে। গ্রামের বাজারের দোকান, সবসময় মিষ্টি মজুত থাকে। সব মিষ্টি শেষ হয়ে গেল। এবার একটু বিশ্রাম নিতে হবে। দীনেশ তখনও ভাবছেন আর কিছু খেলে ভালো হয়। উকিঝুকি মেরে দেখলেন, দোকানের কোন এক কড়াইয়ে চিনির সিরা আছে। হাসি মুখে দোকানির দিকে তাকিয়ে বললেন, ওটাই দিন চালান করে দিই। দোকানী অবাক, সর্বনাশ ওটা কয়েক দিনের বাসি, খেলে বমি হবে, ডাক্তার ডাকতে হবে। কিন্তু কে শুনে কার কথা, দোকানি বাঁধা দেওয়ার আগে দীনেশ কড়াইটা দুহাতে তুলে নিলেন মুখের কাছে। এক চুমুকেই কড়াই ফাকা করে দিল। দীনেশ এটা খেয়ে মোটেই অসুস্থ্য হয়ে পরেনি। ভীষণ শারীরিক ক্ষমতা ছিল তার। তেমনই হজম করার ক্ষমতা ছিল। এরকম ঘটনা তার জীবনে অনেক ঘটেছে। কৈশোরে দীনেশ বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স (বিভি) নামে একটি গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনের সদস্য হন। ১৯২৬ সালে ঢাকা বোর্ড থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি মেদিনীপুরে কর্মরত তার বড়োদাদা যতীশচন্দ্র গুপ্তের কাছে বেড়াতে আসেন। এই সময় থেকেই তিনি মেদিনীপুর শহরে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন।

বিজ্ঞানী কেদারেশ্বর

নক্ষত্র আড়াল হতে পারে কিন্তু তাঁর আলোকচ্ছটা ভাবী প্রজন্মকে প্রদীপ্ত করবে নিশ্চিত। আমাদের কাজ সেই নক্ষত্রের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এসসি ও এমএসসি দুটো পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় হয়েছেন। ১৯২০ সালে ঢাকা কলেজ নভেম্বর মাসে পদক বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। তিনি পদকজয়ী কিন্তু তিনি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলেন না কারণ ব্রিটিশ গভর্ণর অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। ১৯২৫ সালে নীলা ও পান্নার আলোকধর্ম নিয়ে সি ভি রমনের সঙ্গে যৌথভাবে তাঁর প্রথম গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। ওই গবেষণাপত্রটি লণ্ডনের অপটিক্যাল সোসাইটির জার্নালে বের হয়। এরপর ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ ফিজিক্স এ প্রতিবছর একটি করে তিনটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। এবার সবকয়টি নিজের মৌলিক গবেষণা। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় ১৯৩০ সালে পৃথিবীর সেরা জার্নাল 'নেচার' এ কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয় খুব সহজ শিরোনাম 'ন্যাপথালিন ও অ্যানথ্রাসিনের গঠন'। ওই বছরেই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি এস সি ডিগ্রি পান এবং গবেষণায় উৎকর্ষের জন্য গ্রিফিথ পুরস্কারে সম্মানিত হন তিনি বিজ্ঞানের উজ্জ্বল নক্ষত্র কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। কেদারেশ্বর 'ঘোষ ভ্রমণবৃত্তি' নিয়ে লণ্ডনের রয়াল ইনস্টিটিউশনে কেলাসবর্ণালী বীক্ষণ বিদ্যার অন্যতম জনক নোবেলজয়ী উইলিয়াম ব্র্যাগের গবেষণাগারে ১৯৩১ সালে যোগদান করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি ফিরে এলেন। ১৯৩১ সালে 'নেচার'-এ 'তরলের কেলাস গঠন' বিষয়ে কেদারেশ্বরের আরও একটি একক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। দুর্বল গবেষণার পরিকাঠামো নিয়ে ভারতের মাটিতে বসে পরপর দুটো 'নেচার'-এ গবেষণাপত্র প্রকাশ করা খুব সহজ বিষয় ছিল না। এরপর ১৯৩৩ সালে রয়াল সোসাইটির প্রসিডিংস-এ তিনি ছয় পৃষ্ঠার যে গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন তা সত্যিই পৃথিবীতে সাড়া ফেলেছিল। এক ধাপে কেমন করে নিখুঁতভাবে কেলাসের গঠন বের করা যায়, সেই বিষয়ক গবেষণাপত্র। স্যার উইলিয়াম ব্র্যাগ এই গবেষণাপত্রটি জার্নালে সুপারিশ করেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

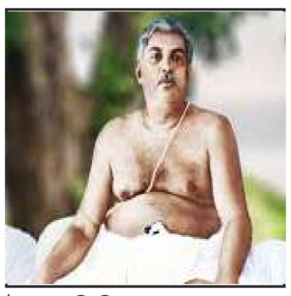

ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূল বলতেন, শ্রীকৃষ্ণ বহু স্থানে কূটকৌশল অবলম্বন করে পরাস্ত করেন বিরোধী শক্তিকে যে শক্তি সেই সময়ে মানবতা বিরোধী ছিল। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন মানবতার প্রতীক। তিনি মানুষের স্বাধীন চিন্তার করার অধিকারকে স্থান দিয়েছিলেন। স্বাধীনভাবে জীবন যাপন কর। মাতৃধর্ম পালন করাই হচ্ছে সন্তানদের মুখ্য কর্তব্য। মাতৃধর্মটা কি? আসলে সেটাকে আগে জানতে হবে। মাতৃধর্ম হচ্ছে সত্য পথে চলা। সত্য কথা বলা। এটা হচেছ প্রাথমিক শর্ত। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে কৌশল অবলম্বন করে অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করেন।

মা সারদা দেবী

মা সারদা দেবী বলতেন, মানব ধর্মের প্রতিষ্ঠা চাই। মানবধর্মের জয় চাই। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। নিজের শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। নিজেকে মানসিক শক্তি দিয়ে অপরকে পরাজিত করতে হবে। পরাস্ত করতে হবে অপশক্তিকে। শারীরিক এবং মানসিক শক্তির উত্থান করতে হবে। যে শক্তি হতে উৎপত্তি সেই শক্তিকে নিজের চলার পাথেয় করতে হবে। জাগতিক শক্তি লাভ কর। বিশ্বমাতার আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাকে ভালো বাসতে হবে। মায়ের আর্শিবাদ লাভ করতে হবে। যিনি মায়ের আর্শিবাদ লাভ করেন তিনি জগতে আর কাউকে ভয় পান না। তিনি সবার কাছে প্রিয় হন। মা আছেন বলেই সবাই মাতৃভাবে ভাবিত। ভগবানকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তিনি তবেই ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। ঈশ্বর আছেন বলেই মানুষ শারীরিক এবং মানসিক শক্তি লাভ করে। ঈশ্বর আছেন বলেই মানব জগতটা একটি নিয়মে চলাফেরা করে।

মনোবিজ্ঞানের প্রচারক সিগমুন্ড ফ্রয়েড

কৌশিক দাস

ফ্রয়েডের মানব মনস্তত্ত্ব। মনো জগতের রহস্যময়তা বলে বোঝানোর মতো নয়। সেইসব রহস্যময়তা যৌক্তিকভাবে, বিজ্ঞান সম্মতভাবে ব্যাখ্যা করার জন্যই মনোবিজ্ঞান। আজকের মনো বিজ্ঞান যে এই পর্যায়ে এসেছে, তার পিছনে রয়েছে বেশ কিছু মানুষের অবদান। সিগমুন্ড ফ্রয়েড সেরকমই একজন, মনোবিজ্ঞান নিয়ে কথা বলতে গেলে যার নাম চলে আসে অবধারিতভাবে। তার বেশ কিছু মতবাদ রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করার জন্য। সেই তত্ত্বগুলো নিয়ে বিতর্ক যতই থাকুক না কেন, ফ্রয়েড সব সময় প্রাসঙ্গিকই থাকবেন। আমি আগের পর্বে বেশ কিছু মনোবৈজ্ঞানিক এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে লিখেছিলাম। এ পর্বেও থাকছে সেরকমই আরও কিছু এক্সপেরিমেন্ট। মনোবিদ্যায় পথ প্রদর্শক হিসাবে সিগমুণ্ড ফ্রয়েড জগদ্বিখ্যাত। মন ও মন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ফ্রয়েডের চিন্তা, গবেষণাই যে একমাত্র তা বলা যায় না। তবে সবচেয়ে বেশি আলোচিত। মনস্তত্ত্ব প্রসঙ্গে তাঁর গবেষণা-তত্ত্ব সবচেয়ে বেশি ও উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি লাভ করেছে। মনের জটিলতা, রহস্য ও সেই রহস্যের উন্মোচনে আজও তাঁর পথই অধিক অনুসৃত। মনের সমস্ত বিষয় আমাদের জানা নেই এবং মনের যে এক নির্জ্ঞান প্রদেশ আছে এই তথ্যকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে তিনিই সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত করেন। যৌনতা, সুখ উপভোগ, নির্জ্ঞান-মন ইত্যাদির রহস্য যেমন আমরা জানতে পারি তেমনি অপরাধ প্রবণতার ব্যাখ্যাতেও ফ্রয়েড-তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ। অসৎ ব্যক্তি ও মানসিক রোগীর মধ্যে পার্থক্য এই, অসৎ ব্যক্তির মন নানান দূষণীয় ইচ্ছার দ্বারা প্রভাবিত; কিন্তু রোগীর ক্ষেত্রে এই সমস্ত অসৎ ইচ্ছা অবদমিত থেকে ভিন্ন রূপ লাভ করে ও রোগের সৃষ্টি করে।

এক সময়, বিখ্যাত চিকিৎসক তথা হিস্টিরিয়া রোগের বিশেষজ্ঞ শারকোর শিষ্যত্ব নেন ফ্রয়েড। সেই সূত্রে তিনি শিশুরোগ চিকিৎসা শিক্ষা করেন। কোকেন প্রয়োগে স্পর্শানুভূতি দূর করে চোখের অস্ত্রোপচার সম্ভব একথা তিনিই প্রথম জানান। ১৮৮৯ সালে তিনি Free Association Me thod বা 'অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি' আবিষ্কার করে মনঃ সমীক্ষণের মূল ভিত্তি স্থাপন করেন। এছাড়া, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, স্বপ্নতত্ত্ব, সম্মোহন প্রভৃতি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা। আর এসব কিছুই বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব সাহিত্য ও শিল্পকে প্রভাবিত করেছে। সাহিত্যে বিশেষ করে গল্প উপন্যাসে এল চেতনাপ্রবাহ রীতি। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কিছু মানুষ আসেন, যাঁরা আমাদের পৃথিবীকে দেখার চোখটাই চিরদিনের জন্য বদলে দেন। কোপারনিকাস যেমন আমাদের শিখিয়েছেন, পৃথিবী নয়, সূর্যই সৌরজগতের কেন্দ্রে। ডারউইন যেমন দেখিয়েছেন, মানুষ কোনো বিশেষ সৃষ্টি নয়, বরং বিবর্তনের দীর্ঘ পথের এক যাত্রী। ঠিক তেমনই, সিগমুন্ড ফ্রয়েড নামের এক ভদ্রলোক এসে আমাদের বললেন, আমরা আমাদের নিজেদের মনের রাজা নই। আমাদের ভেতরেই বাস করে এক অচেনা, অজানা জগৎ, যা পর্দার আড়াল থেকে আমাদের জীবনের কলকাঠি নাড়ে।

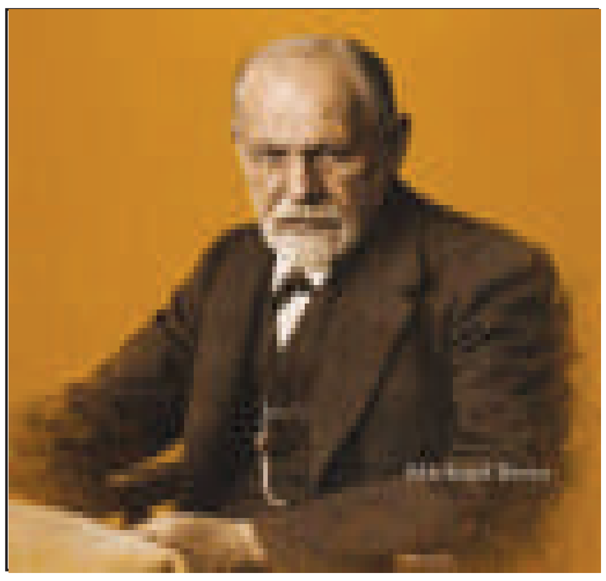

সিগমুন্ড ফ্রয়েডের জন্ম ১৮৫৬ সালের ৬ই মে, তৎকালীন অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের এক ছোট শহর ফ্রেইবার্গে (যা এখন চেক প্রজাতন্ত্রের অংশ)। তাঁর বাবা জেকব ফ্রয়েড ছিলেন একজন পশম ব্যবসায়ী। ফ্রয়েডের যখন চার বছর বয়স, তখন ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিলে তাঁর পরিবার ভিয়েনায় চলে আসে। জীবনের প্রায় পুরোটা সময়, প্রায় আশি বছর, তিনি এই শহরেই কাটান, নাৎসিদের অত্যাচারে বাধ্য হয়ে দেশ ছাড়ার আগ পর্যন্ত। তাই ফ্রয়েডকে বুঝতে হলে, সেই সময়ের ভিয়েনাকে বোঝাটা খুব জরুরি।

উনিশ শতকের শেষভাগের ভিয়েনা ছিল এক অদ্ভুত, দ্বৈত সত্তার শহর। একদিকে এটি ছিল অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের জমকালো রাজধানী, শিল্প, সঙ্গীত আর দর্শনের এক ঝলমলে কেন্দ্র। মোৎজার্ট, বিথোভেন, স্ট্রসের সুর বাতাসে ভাসে, কফি হাউসে চলে বুদ্ধিজীবীদের তুমুল আড্ডা। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে, এ যেন সংস্কৃতির স্বর্গ। কিন্তু এই চাকচিক্যের আড়ালেই লুকিয়ে ছিল এক গভীর অসুখ। বিশাল এই সাম্রাজ্য তখন ভেতর থেকে ক্ষয় হয়ে আসছিল। জাতিগত সংঘাত, রাজনৈতিক অস্থিরতা আর এক ধরনের 'শতাব্দীর শেষ' বিষণ্ণতা আর নৈরাশ্য যেন গোটা সমাজকে গ্রাস করেছিল।

এই সময়ের ভিক্টোরিয়ান নৈতিকতা ছিল ফ্রয়েডের তত্ত্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রসদ। সমাজ ছিল তীব্রভাবে যৌন অবদমনকারী। প্রকাশ্যে যৌনতা নিয়ে কথা বলা ছিল একপ্রকার ট্যাবু। কিন্তু এই কঠোর অনুশাসনের আড়ালে মানুষের অবদমিত আকাঙ্ক্ষাগুলো আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। মানসিক রোগকে তখন দেখা হতো চরম অবজ্ঞার চোখে। হিস্টিরিয়া বা বিভিন্ন মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত রোগীদের, বিশেষ করে নারীদের, তখন ঠিকমতো চিকিৎসা ছিল না। সমাজ তাদের দেখত হয় শয়তানের প্রভাবে আচ্ছন্ন, নয়তো তারা মনোযোগ আকর্ষণের জন্য স্রেফ ঢং করছে বলে। তাদের চিকিৎসা করা হতো বরফ-ঠান্ডা জলে ডুবিয়ে বা বৈদ্যুতিক শক দিয়ে। ফ্রয়েড ছিলেন একজন মেধাবী ছাত্র। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন ইহুদি, যা সেই সময়ের ভিয়েনায় তাকে কিছুটা হলেও বহিরাগত করেরেখেছিল। উনিশ শতকের শেষ ভাগে ভিয়েনায় ইহুদি বিদ্বেষ বাড়ছিল। একজন ইহুদি হওয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার জগতে তাঁর অগ্রগতির পথ ছিল সীমিত। এই 'বহিরাগত' বা 'আউটসাইডার' পরিচয় হয়তো তাঁকে সমাজের প্রচলিত বিশ্বাসগুলোকে প্রশ্ন করার সাহস জুগিয়েছিল। তিনি এমন এক নতুন বিজ্ঞান তৈরি করতে চেয়েছিলেন, যা তাঁকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি এনে দেবে এবং সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দেবে। মনোবিশ্লেষণ ছিল সেই সংগ্রামেরই ফসল। ফ্রয়েড চিকিৎসক হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর আসল ভালোবাসা ছিল গবেষণার প্রতি। তিনি ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞান পড়ার সময় বিখ্যাত শরীরতত্ত্ববিদ আর্নস্ট ব্রুকের (Ernst Brücke) গবেষণাগারে কাজ করতেন। সেখানে তিনি ইল মাছের স্নায়ুতন্ত্র নিয়ে গবেষণা করে সুনামও অর্জন করেন। কিন্তু গবেষণার জগতে আয় ছিল সামান্য, আর ইহুদি হিসেবে অধ্যাপক হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল ক্ষীণ। তাই প্রেমিকা মার্থা বার্নেসকে বিয়ে করার জন্য এবং একটি স্থিতিশীল জীবন পাওয়ার জন্য তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও ডাক্তারি পেশায় পুরোপুরি মনোনিবেশ করেন।

তিনি ভিয়েনা জেনারেল হাসপাতালে নিউরোলজিস্ট বা স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ শুরু করেন। সেই সময় তাঁর চেম্বারে এমন সব রোগী আসতেন, যাদের উপসর্গগুলো ছিল অদ্ভুত। তাদের শরীরের কোনো অংশ অবশ হয়ে যেত, কেউ হয়তো হঠাৎ অন্ধ বা বধির হয়ে যেত, কারও বা কথা বলার ক্ষমতা চলে যেত। কিন্তু শারীরিক পরীক্ষায় তাদের শরীরে কোনো রোগ বা ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যেত না। এই রহস্যময় রোগটির নামই ছিল হিস্টিরিয়া। ফ্রয়েড এই রোগীদের নিয়ে খুব বিপদে পড়লেন। প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতিতে এদের কোনো সমাধান ছিল না।

ফ্রয়েডের মানব মনস্তত্ত্ব, বিশেষ করে অবচেতন মনের চালিকাশক্তি, যৌনতা, এবং প্রতিরক্ষা কৌশল নিয়ে করা কাজগুলো আজও মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। ১৮৮৫ সালের অক্টোবরে, ফ্রয়েড তিন মাসের ফেলোশিপ নিয়ে প্যারিসে যান জঁ-মার্টিন শার্কোর সাথে অধ্যয়ন করার জন্য, যিনি একজন প্রখ্যাত স্নায়ুবিজ্ঞানী ছিলেন এবং সম্মোহন নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করছিলেন । তিনি পরে এই অবস্থানের অভিজ্ঞতাকে চিকিৎসা মনো ব্যাধিবিদ্যার অনুশীলনের দিকে তাকে চালিত করার ক্ষেত্রে অনুঘটক হিসেবে স্মরণ করেন এবং স্নায়ু বিজ্ঞান গবেষণার কম আর্থিকভাবে সম্ভাবনাময় পেশা থেকে দূরে সরিয়ে দেন। শার্কো হিস্টিরিয়া এবং সম্মোহনের প্রতি সংবেদনশীলতার গবেষণায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন, যা তিনি প্রায়শই মঞ্চে দর্শকদের সামনে রোগীদের উপর প্রদর্শন করতেন। ১৮৮৬ সালে ভিয়েনায় ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় স্থাপন করার পর ফ্রয়েড তাঁর চিকিৎসাগত কাজে সম্মোহন ব্যবহার শুরু করেন। তিনি তাঁর বন্ধু ও সহযোগী জোসেফ ব্রুয়ারের পদ্ধতি গ্রহণ করেন । এই সম্মোহনটি তাঁর অধ্যয়ন করা ফরাসি পদ্ধতিগুলো থেকে ভিন্ন ছিল, পরামর্শ ব্যবহার করা হত না।

মিত্র স্কুলে শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

রবীন্দ্রকুমার শীল

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মিত্র ইনস্টিটিউশন সেজে উঠেছিল। শ্যামা প্রসাদ ১৯০১ সালে ভবানী পুরের মিত্র ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন এবং ১৯১৭ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর বাবা আশুতোষ মুখার্জী বিদ্যালয়টির শুরুর বছরগুলিতে এর ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁরা দুজনেই এর পরিচালনা কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রাক্তন ছাত্র শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীর গত সোমবারের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শুক্রবার ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশনে রং করছেন কর্মীরা।

স্কুলটিকে নতুন করে রং করা হচ্ছিল এবং কলকাতা পৌরসভা বাইরের ফুটপাথের রেলিং পরিষ্কার করার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পেভার ব্লকগুলো প্রতিস্থাপন করছিল।

শিক্ষকরা বলেছেন, তাঁরা আশা প্রকাশ করেছেন যে এই মনোযোগের ফলে মেরামত, সংস্কার এবং শিক্ষামূলক কার্যক্রমের সম্প্রসারণের জন্য রাজ্য থেকে তহবিল পাওয়া যাবে। একজন শিক্ষক জানিয়েছেন, ভবনটির কিছু অংশের ছাদ দিয়ে জল পড়ছে। শ্যামাপ্রসাদের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ৬ই জুলাই বাংলার মাদ্রাসাগুলোতে ছুটি ছিল।

শুক্রবার স্কুলটি পরিদর্শনে যাওয়া রাজ্যের পৌর বিষয়ক মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের পোস্ট করা একটি দৈনিক কার্যসূচিতে বলা হয়েছিল যে, তিনি কলকাতায় মাননীয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহের আসন্ন সফর উপলক্ষ্যে ক্যাম্পাসটি পরিদর্শন করছেন। পরে তিনি পোস্টটি মুছে ফেলেন এবং একটি সংশোধিত সংস্করণ আপলোড করেন, যেখান থেকে শাহের সফরের কোনো উল্লেখ বাদ দেওয়া হয়।

এক শিক্ষক জানান, ঐতিহ্যগতভাবে প্রতি বছর ৬ই জুলাই স্কুলে প্রাক্তন ছাত্রের ছবিতে মালা পরানো হয়। আমরা বরাবরই শ্যামা প্রসাদের জন্মবার্ষিকী উদযাপন করে এসেছি, তবে এ বছর উদযাপনটি আরও বড় পরিসরে হয়। আমাদের আগেই জানানো হযেছিল যে মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বিদ্যালয়ে আসবেন। আমাদের কয়েকটি সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল এবং বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্যামা প্রসাদের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন প্রধান শিক্ষক রাজা দে জানান।

হরিশ পার্কের পাশে হরিশ মুখার্জি রোডে অবস্থিত মূল ভবনটিতেই শ্যামা প্রসাদ পড়াশোনা করতেন। স্কুলটির একটি পরিশিষ্ট ভবনও রয়েছে, যেখানে ১৯৬০ সালে ক্লাস শুরু হয়েছিল।

বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ এবং নেতার জীবনীকার বলরাজ মাধোক 'পোর্ট্রেট অফ এ মার্টার' গ্রন্থে লিখেছেন যে, শ্যামা প্রসাদ ষোল বছর বয়সে বৃত্তি নিয়ে মিটার ইনস্টিটিউট থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করেন। এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। প্রধান শিক্ষক দে বলেছেন, প্রাক্তন ছাত্রটি ১০ টাকার বৃত্তি পেয়েছে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জন্মদিন উপলক্ষে গত সোমবার মিত্র ইনস্টিটিউশন ভবানীপুর শাখায় এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি এই স্কুলের প্রশংসা করেন এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জীবনকে গড়ে তোলায় এই স্কুলের ভূমিকা উজ্জ্বল। **ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র**

হিমালয় সৌন্দর্যে মুগ্ধ প্রবোধ কুমার

রবীন্দ্রকুমার শীল

সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং পরিব্রাজক প্রবোধ কুমার সান্যাল জন্মঃ- ৭ জুলাই, ১৯০৫ সালে। দীর্ঘ পাঁচ বছর হিমালয় সন্নিহিত নানা স্থান ভ্রমণ করেন, সেই ভ্রমণ অভিজ্ঞতা, হিমালয়ের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষের জীবনপ্রণালী আর নানান মানুষের সংস্পর্শে আসার অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখলেন তাঁর অনন্য সৃষ্টি 'দেবতাত্মা হিমালয়'। এই শীর্ষকটি তিনি গ্রহণ করেছিলেন কালিদাসের কুমার সম্ভবের বিখ্যাত শ্লোক থেকে, তঅস্তুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ উ পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বিগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ ঊদ হিমালয় আমাদের কাছে চির দুর্জ্ঞেয় রহস্য, দুর্নিবার তার আকর্ষণ। বুঝি বা সেই রহস্যের টানেই পর্যটকরা বারবার ছুটে যান। এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 'দেবতাত্মা হিমালয়' গ্রন্থের মুখবন্ধে জওহরলাল মন্তব্য করেন -'হিমালয় যে শুধু ভারতের বিস্তীর্ণ ভূভাগের শীর্ষে নগাধিরাজ রূপেই বিরাজমান তাই নয়, প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তরে তার একটি গভীর বাণীও মন্দ্রিত। ইতিহাসের উষাকাল থেকে হিমালয় আমাদের জাতির জীবনের সঙ্গে গ্রথিত; এবং শুধু যে আমাদের রাষ্ট্রনীতিকেই হিমালয় প্রভাবিত করে এসেছে তাই নয়, আমাদের শিল্পকলা, আমাদের পুরাণ এবং ধর্মের সঙ্গেও এই পর্বতমালা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে আছে। সুদূর অতীতকাল থেকে হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের জাতীয় জীবনের বিকাশে হিমালয় যে অংশগ্রহণ করেছে, আমার মনে হয় পৃথিবীর অন্য কোথাও অপর কোন পাহাড়-পর্বত বা গিরিশ্রেণী তা করতে সক্ষম হয়নিদ। কালিদাসের 'নগাধিরাজ' বিশেষণের যাথার্থ্য আমরা বুঝতেই পারি।'

হিমালয় কেন বারবার তাঁকে টেনে এনেছিল, সেই প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন 'উত্তর হিমালয় চরিত' গ্রন্থের মুখবন্ধে। লিখেছেন, এই ভ্রমণের পিছনে ছিল জানা ও অজানা পার্বত্যলোকের প্রতি আমার

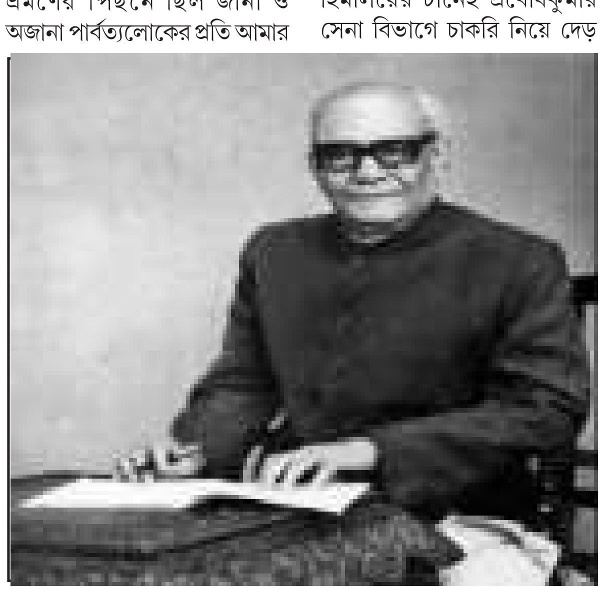

অন্ধ আসক্তির টান। আমার প্রকৃতিগত অস্থিরতা একমাত্র নিভৃত হিমালয়ের মধ্যেই স্থৈর্য লাভ করে। আমার পঞ্জরাস্থিমালা হিমালয়ের সঙ্গে মেলানো।

নিতান্ত শৈশবে মাত্র চার বছর বয়সে পিতৃহীন প্রবোধকুমার জননী বিশ্বেশ্বরী দেবীর হরিদ্বার-হৃষিকেশ তীর্থভ্রমণে সঙ্গী হয়েছিলেন ১৯২৩ এর অক্টবরে, প্রবোধকুমার তখন ১৮ বছরের কিশোর। জননীই তাঁকে প্রথম হিমালয় চিনিয়েছিলেন। 'দেবতাত্মা হিমালয়' গ্রন্থের ভূমিকায় প্রবোধকুমার লিখেছেন, সাধারণত যে জগতে ও যে সমাজে আমার চলাফেরা ছিল, হিমালয় তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক সুতরাং, সেদিনকার সেই তরুণ বয়সের একটি বিশেষ সন্ধিক্ষণে সমগ্র হিমালয় আমার চোখে এক বিচিত্র অভিনব আবিষ্কার মনে হয়েছিল। নূতনের আকস্মিক আবির্ভাবে চমক লেগেছিল আমার জীবনে। যিনি আমাকে প্রথম হিমালয় চিনিয়ে ছিলেন, সেই জননীর অজ্ঞাতসারেও আমাকে বারকয়েক হিমালয়ের কয়েকটি অঞ্চলে যেতে হয়েছিল। কারণ তিনি জেনে ছিলেন এ নেশা আমাকে পেয়ে বসেছে।'

হিমালয়ের টানেই প্রবোধকুমার সেনা বিভাগে চাকরি নিয়ে দেড় বৎসরকাল পীরপাঞ্জাল পর্বত শ্রেণির 'কো-মারি' অঞ্চলে বসবাস করেছিলেন। এখন এই অঞ্চলটি পাকিস্তানের অন্তর্গত।

জননীর তীর্থভ্রমণের সঙ্গী হয়ে প্রথম হিমালয় চেনা ও তার দূর্বার আকর্ষণ বোধ করলেও তার বারংবার হিমালয় ভ্রমণ তীর্থ-ভ্রমণের টানে ছিল না। 'দেবতাত্মা হিমালয়' ও 'উত্তর হিমালয় চরিত'এ অসংখ্য দেবালয় ও তীর্থস্থানের বিবরণ দিয়েছেন, সেগুলির প্রতিষ্ঠার পেছনে ইতিহাস ও পৌরাণিক পৃষ্ঠভূমির বিশ্বাসযোগ্য বৃত্তান্ত শুনিয়েছেন। তবু প্রবোধকুমারের 'হিমালয় ভ্রমণ-কথা' কখনোই 'তীর্থ-ভ্রমণ-কথা' হয়ে ওঠেনি। তাঁর নিজের কথায়, হিমালয় পর্যটক বলেই যে আমি তীর্থযাত্রী, একথা সত্য নয়। লক্ষ্যটা আনন্দের উপলক্ষ্যটা তীর্থের। হিমালয়ের রঙ মেখেছি আমি সর্ব দেহে মনে, রস পেয়েছি সর্বত্র। কেবলমাত্র তীর্থযাত্রা করাই যদি মূল উদ্দেশ্যই হত তাহলে যেদিন বদ্রীনাথ মন্দিরে ঢুকে বিষ্ণুমূর্তি দর্শন করলুম, সেদিনই আমার গাড়োয়াল দেখা শেষ হয়ে যেত। ... হিমালয়ের সকল তীর্থদেবতা দর্শন মোটামুটি দশ বছরেই শেষ হয়, কিন্তু বত্রিশ বছরেও আমার কাছে হিমালয় শেষ হয়নি।'

প্রবোধ কুমার কলকাতার চোরবাগানে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। আদিনিবাস ফরিদপুরে। তার সাহিত্যিক ছদ্মনাম 'কীর্তনীয়া'। নিতান্ত শৈশবে পিতৃহারা প্রবোধকুমার প্রতিপালিত হন কলকাতায় মাতুলালয়ে। স্কটশচার্চ কলেজিয়েট স্কুল ও সিটি কলেজে অধ্যয়ন করেন। ডাক বিভাগ ও পরে হিমালয়ের টানে সামরিক বিভাগেও কয়েক বছর কর্মরত ছিলেন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪১ অধুনা লুপ্ত 'যুগান্তর' পত্রিকায় রবিবাসরীয় সাহিত্য বিভাগের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩০ পরবর্তী বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন যারা তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বহু পাঠকবন্দিত উপন্যাস ও গল্পের স্রষ্টা প্রবোধকুমার। তাঁর কাহিনী অবলম্বনে বহু সফল চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছে, কাঁচ কাটা হীরে, পুষ্পধনু, প্রিয় বান্ধবী ইত্যাদি। মূলত কল্লোল যুগের সাহিত্যিক হিসেবেই পরিচিত প্রবোধ কুমার। তিনি একাধিক পুরস্কার লাভ করেন সাহিত্য প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ। বন্ধু রূপে পেয়েছিলেন সেকালের বহু নামী দামী সাহিত্যিককেও।

প্রবোধ কুমার সান্যালের 'দেবতাত্মা হিমালয়'এর রচনাকাল ১৯৫৪। তারও অনেক আগে ১৯৩৭এ প্রবোধ কুমারে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'মহাপ্রস্থানের পথে' প্রকাশিত হয়। কৈলাশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা অসাধারণ ভ্রমণোপন্যাস। 'মহাপ্রস্থানের পথে' পাঠ করার পর রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'তোমার ভাষা পাঠকের মনকে রাস্তায় বের করে আনে'।১৯৩২ এ কেদারবদ্রী ভ্রমণ ও তারপর হৃষিকেশ থেকে পার্বত্য শহর রাণীক্ষেত পর্যন্ত প্রায় ৪০০ মাইল পথ পায়ে হেঁটে পরিক্রমণ করেছিলেন ৩৮ দিনে।

রাইটার্সের অলিন্দ যুদ্ধ

শঙ্করলাল কর্মকার

রিভলভার থেকে একের পর এক গুলি বেরিয়ে আসছে। চারদিকে হুলস্থুল পড়ে গেছে। ব্রিটিশ পুলিশের চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে এক তরুণ। মৃত্যু যে সামনে দাঁড়িয়ে আছে, সে কথা যেন তার মনে একবারও আসেনি। বুকের ভিতরে একটাই সংকল্প। ভারতকে স্বাধীন করতেই হবে। সেই তরুণ আজকের শহীদ বিপ্লবী দীনেশ গুপ্ত।

মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন ব্রিটিশ শাসনের

কাছে এক আতঙ্কের নাম। যে সময় অধিকাংশ মানুষ ব্রিটিশ সরকারের ভয়ে মুখ খুলতে সাহস পেত না, সেই সময় তিনি নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে বিপ্লবের পথ বেছে নিয়েছিলেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দেওয়াই ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় গৌরব।

তিনি বিপ্লবী সংগঠন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সে যোগ দেন, একসময় নেতাজী তৈরি করেছিলেন এই দল, তাঁর মতে স্বাধীনতা ভিক্ষা করে আসে না, সংগ্রাম করে অর্জন করতে হয়।

তারপর আসে সেই ইতিহাস সৃষ্টির দিন, ১৯৩০ সালের ৮ ডিসেম্বর কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংয়ে আক্রমণ করেন দীনেশ গুপ্ত, বিনয় বসু ও বাদল গুপ্ত। ব্রিটিশ কারা বিভাগের নির্মম কর্মকর্তা সিম্পসনকে লক্ষ্য করে তাঁরা অভিযান চালান। মুহূর্তের মধ্যে ব্রিটিশ প্রশাসনের ভিত কেঁপে ওঠে। যে ভবনকে ইংরেজরা নিজেদের ক্ষমতার দুর্গ বলে মনে করত, সেই দুর্গেই পৌঁছে গিয়েছিল ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহসী পদচারণা।

অভিযানের শেষে চারদিক থেকে পুলিশ ঘিরে ফেলছে। আত্মসমর্পণ করলে হয়তো প্রাণ বাঁচতে পারত। কিন্তু দীনেশ গুপ্তদের কাছে বন্দি জীবন, মৃত্যুর থেকেও অপমান জনক ছিল। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যান তাঁরা। সেই লড়াই আজও বাঙালির আত্মমর্যাদার প্রতীক হয়ে আছে।

পরে আহত অবস্থায় দীনেশ গুপ্ত ধরা পড়েন। মাথায় গুলি করেছিল বিনয় বসু ও দীনেশ গুপ্ত শুরু হয় নির্মম জেরা। নানা অত্যাচার করা হয়। কিন্তু তাঁর মুখ থেকে কোনো সহযোদ্ধার নাম বের করতে পারেনি ব্রিটিশ সরকার। শরীরকে তারা ভাঙতে পেরেছিল, কিন্তু মনকে নয়। আদর্শকে নয়।

অবশেষে ১৯৩১ সালের ৭ জুলাই আলিপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। মৃত্যুর মঞ্চেও তিনি ভয় পাননি। তাঁর মৃত্যু হাজারো তরুণের হৃদয়ে সেদিন নতুন আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। আজ স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে আমরা গর্বিত।

পর্যটকদের জন্য নতুন করে সাজছে বাঁকুড়ার রানি মুকুটমণিপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ৭ জুলাই ঃ জল, জঙ্গল আর পাহাড়ে ঘেরা বাঁকুড়ার রানি মুকুটমণিপুরকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ নিয়ে ফের আশার আলো দেখছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। সম্প্রতি খাতড়ার গুরুসদয় মঞ্চে এক অনুষ্ঠানে রাজ্যের মন্ত্রী ও স্থানীয় বিধায়ক ক্ষুদিরাম টুডু জানান, দার্জিলিংঙের আদলে মুকুটমণিপুরে পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে রোপওয়ে চালুর উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা করা হবে। একইসঙ্গে বাঁকুড়া সফরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও মুকুটমণিপুরকে আধুনিক পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার কথা বলেন। পাশাপাশি একটি ছোট চিড়িয়াখানা তৈরির পরিকল্পনার কথাও সামনে এসেছে। দীর্ঘদিন ধরেই মুকুটমণিপুরে রোপওয়ের দাবি জানিয়ে আসছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের মতে, রোপওয়ে চালু হলে পাহাড়, কংসাবতী জলাধার এবং আশপাশের দ্বীপাঞ্চলের মনোরম দৃশ্য নতুনভাবে উপভোগ করতে পারবেন পর্যটকরা। এতে শুধু পর্যটকের সংখ্যা বাড়বে না, অফ সিজনেও পর্যটকদের আনাগোনা বজায় থাকবে। একই সঙ্গে জলাধারকে ঘিরে নতুন পর্যটন প্যাকেজ তৈরির সুযোগও তৈরি হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। স্থানীয় হোটেল মালিক, নৌচালক, টোটোচালক, হস্তশিল্পী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের দাবি, গত কয়েক বছরে মুকুটমণিপুরে পর্যটকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। শীতকালে কিছুটা ভিড় থাকলেও বছরের বড় সময় জুড়েই পর্যটন কেন্দ্র প্রায় ফাঁকাই থাকে। ফলে বহু মানুষের জীবিকায় প্রভাব পড়েছে। তাঁদের আশা, রোপওয়ে, ওয়াটার স্পোর্টস এবং অন্যান্য আধুনিক পর্যটন পরিকাঠামো গড়ে উঠলে মুকুটমণিপুর আবারও আগের গৌরব ফিরে পাবে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। পর্যটন বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, রোপওয়ে ও ছোট চিড়িয়াখানার মতো আকর্ষণ যুক্ত হলে মুকুটমণিপুর পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম আধুনিক পর্যটন গন্তব্য হিসেবে নতুন পরিচিতি পেতে পারে। এতে পর্যটকদের অবস্থানকাল যেমন বাড়বে, তেমনই এলাকার সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এখন পর্যটক থেকে স্থানীয় বাসিন্দা, সকলেরই নজর সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে বাস্তবে এই পরিকল্পনা কত দ্রুত রূপ পায়, সেটাই দেখার।

অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র সহ সুতি থেকে গ্রেপ্তার ২ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই ঃ সোমবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মুর্শিদাবাদে সুতি থানার পুলিশ ২ যুবককে একটি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র এবং এক রাউন্ড গুলি সহ গ্রেপ্তার করল। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে সোমবার গভীর রাতে সুতি থানার পুলিশের একটি দল সুজনিপাড়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় তল্লাশি চালায়। সেই সময় পুলিশ সন্দেহভাজন ২ যুবককে একটি মোটরসাইকেল করে যেতে দেখে তাদের আটক করে। এরপর ধৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে থাকা ব্যাগে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার একটি অত্যাধুনিক ৬ চেম্বারের পিস্তল এবং এক রাউন্ড গুলি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত ২ যুবকের নাম আব্দুল কাদির (২০) এবং রামিজ শেইখ (২০)। আব্দুলের বাড়ি সামশেরগঞ্জ থানা এলাকায় এবং রামিজের বাড়ি সুতি থানার হরিপুর গ্রামে। সুতি থানার এক আধিকারিক জানান, গত কয়েকদিন ধরে আমরা খবর পাচ্ছিলাম ধৃত দুই যুবক এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এবং বিভিন্ন মানুষকে হুমকি দিয়ে টাকা আদায় করছিল। পুলিশের ওই আধিকারিক জানান, ধৃত যুবক কোথা থেকে অত্যাধুনিক এই আগ্নেয়াস্ত্রটি পেয়েছে এবং এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িয়ে রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দু'জনকেই মঙ্গলবার জঙ্গিপুর আদালতে পেশ করেছে পুলিশ।

জলপাইগুড়িতে গ্রামীণ কর্মসংস্থান যোজনার কাজ শুরু, খুশি স্থানীয় মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৭ জুলাই ঃ জলপাইগুড়ির ফুলবাড়িতে দীর্ঘ চার বছর পর কেন্দ্র সরকারের গ্রামীণ কর্মসংস্থান যোজনা বিকশিত ভারত - গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)-এর অধীনে ১২৫ দিনের কাজের সূচনা হয়েছে। এই প্রকল্পটি আগে ১০০ দিনের কাজ বা মনরেগা নামে পরিচিত ছিল, যার নাম সম্প্রতি পরিবর্তন করে নতুন এই নামকরণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার ২৬ জন গ্রামীণ শ্রমিকের উপস্থিতিতে ফিতে কেটে ও নারকেল ফাটিয়ে এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক শুভারম্ভ করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য উত্তম সরকার, সমাজসেবী রাহুল বর্মণ, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রফিকুল ইসলাম সহ আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। নতুন সরকার গঠনের সময় ১২৫ দিনের কর্মসংস্থান দ্রুত চালু করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, যা প্রায় দুই মাসের মধ্যেই পূরণ করা হল। এর ফলে এলাকার গ্রামীণ শ্রমিকদের মধ্যে আশার নতুন আলো দেখা দিয়েছে এবং কাজ শুরু হতেই গোটা এলাকায় খুশির হাওয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মঙ্গলবার ফুলবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই যোজনার অধীনে পূর্ব ধনতলা হাই স্কুল থেকে জোড়াপানি নদী পর্যন্ত একটি কমিউনিটি স্টর্ম ওয়াটার ড্রেন (নিকাশি নালা) নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা।

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়ে একাধিক জেলায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৭ জুলাই ঃ অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পাওয়ার অভিযোগে মঙ্গলবার একযোগে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি, ঝাড়গ্রাম জেলার বেলপাহাড়ি এবং পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়ায় বিডিও-র দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখান মহিলাদের একাংশ। বিক্ষোভের জেরে ব্যাহত হয় ব্লক প্রশাসনের স্বাভাবিক কাজকর্ম। মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদের জলঙ্গির বিডিও-র দফতরের সামনে জমায়েত করেন কয়েকশো মহিলা। তাঁদের অভিযোগ, অনলাইন এবং অফলাইন উভয় মাধ্যমেই একাধিকবার ফর্ম পূরণ করা সত্ত্বেও তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এখনও পর্যন্ত অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা ঢোকেনি। বিক্ষোভের জেরে বিডিও অফিসের কাজকর্ম সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়ে পড়ে। পাশাপাশি, অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পাওয়ার অভিযোগে মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম জেলার বেলপাহাড়ি সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দফতরের সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন মহিলাদের একাংশ। এদিন হলদিয়া উন্নয়ন ব্লকের সামনেও বিক্ষোভ দেখান বেশ কিছু মহিলা। কবে এই যোজনার টাকা পাবেন অপেক্ষায় দিন গুনছেন বঞ্চিত উপভোক্তারা।

অনুব্রতর কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ৭ জুলাই ঃ বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর থেকেই কোনঠাসা তৃণমূল। প্রায় অস্তিত্বসঙ্কটে ভুগছেন তৃণমূলের অনেক নেতা-নেত্রী। অনেক জায়গায় দলীয় কার্যালয় বন্ধ করে দেয় স্থানীয়রা। এবার সেই আঁচ পড়ল বীরভূম জেলা তৃণমূলের কার্যালয়েও। বীরভূমের প্রধান দলীয় কার্যালয়ে মঙ্গলবার তালা ঝুলিয়ে দেন স্থানীয়রা। এই কার্যালয় রাজনৈতিক মহলে অনুব্রত মণ্ডলের কার্যালয় হিসেবেই পরিচিত। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বোলপুর থানার পুলিশ। স্থানীয়দের অভিযোগ, ভোটে ভরাডুবির পরে ওই দলীয় কার্যালয় থেকে পুরপ্রধান ও পুরপ্রতিনিধিদের কাজ না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই নির্বাচনের পর থেকে বোলপুর-সহ নানা পুরসভায় বিভিন্ন পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে বলে তাঁদের অভিযোগ। তাই এ দিন তাঁরা কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বোলপুরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে 'স্যার' না বলায় ওষুধ মিলল না, ভাইরাল ভিডিও ঘিরে তীব্র ক্ষোভ

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৭ জুলাই ঃ সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যের ওষুধ এখন যেন 'সম্মান' দিয়ে কিনতে হয়। মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওষুধ বিতরণ কাউন্টারের একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই এমনই অভিযোগে সরব হয়েছেন নেটিজেন থেকে সাধারণ মানুষ। অভিযোগের কেন্দ্রে ওষুধ দেওয়ার দায়িত্বে থাকা এক কর্মী। তাঁকে 'স্যার' বলে সম্বোধন না করায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়েও এক মহিলাকে ওষুধ দিতে অস্বীকার করার অভিযোগ উঠেছে। যদিও এই ভাইরাল ভিডিওর সত্যতা আমরা যাচাই করিনি। ভাইরাল হওয়া ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে, ওষুধের কাউন্টারের সামনে এক মহিলা কাতরভাবে ওষুধ চাইছেন। কিন্তু কাউন্টারে বসা ওই ব্যক্তি তাঁকে পাশ কাটিয়ে একের পর এক অন্য রোগীদের ওষুধ দিয়ে যাচ্ছেন। মহিলার অভিযোগ, প্রায় দু'ঘণ্টা লাইনে দাঁড়ানোর পর ওই কর্মীকে তিনি 'দাদা' বলে সম্বোধন করেছিলেন। তাতেই ক্ষুব্ধ হন ওই কর্মী। তাঁর দাবি, 'স্যার' না বলায় ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁকে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে না। ভিডিওতে শোনা যায়, মহিলা বারবার বলছেন, ওষুধটা দিন না, দু'ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। জবাবে ওই কর্মী কোনও উত্তর না দিয়ে নির্বিকারভাবে অন্যান্যদের পরিষেবা দিতে থাকেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে মহিলা শেষ পর্যন্ত 'স্যার' বলেও ডাকেন। কিন্তু তাতেও মন গলেনি ওই কর্মীর। উল্টে মহিলা গোটা ঘটনাটি মোবাইলে রেকর্ড করতে গেলে ওই কর্মী তাঁর এক সহযোগীকে নির্দেশ দেন মহিলার কাছ থেকে মোবাইলটি কেড়ে নেওয়ার। ভিডিওটি ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপে ছড়িয়ে পড়তেই মুহূর্তে ক্ষোভে ফেটে পড়েন নেটিজেনরা। কমেন্ট বক্স ভরে গেছে তীব্র নিন্দা ও নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা দিয়ে। অনেকেই লিখেছেন, মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওষুধ নিতে গেলে এই ধরনের অপমান প্রায়শই গা-সওয়া হয়ে গেছে। কেউ লিখেছেন, সরকারি কর্মচারী, মাইনে দেয় জনগণ। আর তাঁকেই স্যার বলতে হবে? আবার কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, রোগী পরিষেবা কি এখন সম্বোধনের উপর নির্ভর করছে? অনেকের অভিযোগ আরও গভীরে। তাঁদের কথায়, শুধু ওষুধ পেতে দেরি বা হয়রানি নয়, ওষুধ কখন, কীভাবে, কতদিন খেতে হবে তাও কর্তব্যরত কর্মীরা ঠিকমতো বুঝিয়ে দেন না। বরং সামান্য প্রশ্ন করলেই রোগী বা তাঁদের আত্মীয়দের কপালে জোটে ভর্ৎসনা। মানুষ অসুস্থ হয়ে, কষ্ট করে লাইনে দাঁড়িয়েও শেষে অপমান নিয়ে বাড়ি ফেরে- এমন মন্তব্যও চোখে পড়েছে। এই ঘটনার পরেই একাধিক মানুষ স্থানীয় বিধায়ক এবং জেলা স্বাস্থ্য দফতরের অবিলম্বে হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, সরকারি হাসপাতালে পরিষেবা পাওয়ার জন্য কোনও নাগরিককে 'স্যার', 'ম্যাডাম' বা অন্য কোনও বিশেষণে ডাকতে বাধ্য করা যায় না। মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ভাইস প্রিন্সিপাল কাম মেডিকেল সুপার ডাঃ অনাদি রায়চৌধুরী জানিয়েছেন, এই ঘটনাটি নিয়ে আমাদের কাছে কোনও লিখিত অভিযোগ আসেনি। তবুও এই ভাইরাল ভিডিওর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তদন্ত চালিয়েছি। কিন্তু কোনও তথ্য প্রমাণ আমরা পাইনি। তিনি আরও বলেন, যদি কারওর এই বিষয়ে কোনও ধরনের অভিযোগ থাকে, তাহলে আমাদের লিখিতভাবে জানাতে হবে। তা না হলে আমরা এ ধরনের কোনও বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করতে পারব না।

শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতন ও তারাপীঠ-রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের সভাপতি পদে রদবদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ৭ জুলাই ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুকুমার মুখোপাধ্যায়কে। এরপরে চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান কে হবেন, সেই নিয়ে একাধিক জল্পনা তৈরি হয় রাজনৈতিক মহলে। তবে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন কোনও জনপ্রতিনিধি উন্নয়ন পর্ষদের সভাপতি পদে থাকতে পারবেন না। এই ঘোষণার পরেই বীরভূমের দুই উন্নয়ন পর্ষদ এবার প্রশাসনের দায়িত্বে। বোলপুরের মধ্যে অবস্থিত শ্রীনিকেতন- শান্তিনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদ ও তারাপীঠ - রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের সভাপতি দু'জন অতিরিক্ত জেলাশাসককে দেওয়া হয়েছে। পূর্বতন সরকারের আমলে এই দুই পর্ষদের নেতৃত্বে সাধারণত সাংসদ, বিধায়ক বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা ছিলেন। এবার প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে জোর দিতেই সেই ধারায় পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়েছে। রাজ্য সরকারের নগরোন্নয়ন ও পুর বিষয়ক দফতরের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদের সভাপতি হচ্ছেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (ভূমি ও ভূমি সংস্কার, রাজস্ব) শুভম আগরওয়াল। এর পাশাপাশি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ তারাপীঠ-রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের সভাপতির দায়িত্ব পাচ্ছেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) বুলবুল বাগচী। জানা গেছে দুই পর্ষদের কার্যকরী বোর্ডে সংশ্লিষ্ট দফতরের প্রতিনিধি, পুলিশ সুপার, জেলা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিক, মহকুমা শাসক- সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের

অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, অতীতে বিশেষত তৃণমূল আমলে এই দুই পর্ষদের নেতৃত্বে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা ছিলেন। সেই সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া, উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ও স্বজনপোষণ নিয়ে বিভিন্ন মহলে একাধিক অভিযোগ ছিল। সেই সমস্ত কথা মাথায় রেখে এবার প্রশাসনিক আধিকারিকদের হাতে নেতৃত্ব অর্পণের মাধ্যমে দক্ষতা, জবাবদিহি ও স্বচ্ছতাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বার্তাই দিয়েছে রাজ্য সরকার। আর এই সিদ্ধান্তে খুশি বোলপুর এবং তারাপীঠ এলাকার সাধারণ মানুষজন।

দীর্ঘ লড়াইয়ের পর আন্তর্জাতিক জিআই স্বীকৃতি পেল ঘূর্ণির ঐতিহ্যবাহী মাটির পুতুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৃষ্ণনগর, ৭ জুলাই ঃ 'পুতুল নেবেন গো..পুতুল'! সাবিকি এই ডাক আজ পেল আন্তর্জাতিক জিআই স্বীকৃতি। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের শহর

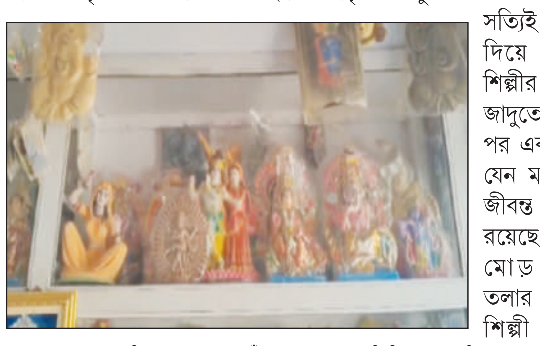

কৃষ্ণনগর, কাল্পনিক গোপাল ভাঁড়ের ইতিকথা এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজত্ব সবমিলিয়ে নদীয়ার অন্যতম স্থান শহর কৃষ্ণনগর। তবে শিল্পত্রের অভাব নেই এই কৃষ্ণনগর শহরে। কৃষ্ণনগর ঘূর্ণির মোড় থেকে শুরু করে আনাচে কানাচে রয়েছে কত শিল্পীর শিল্পকলা, যার অন্যতম মাটির পুতুল। শিল্পীদের হাতে তৈরি মাটির পুতুল পাড়ি দেয় গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। নদীয়ার কৃষ্ণনগর শহরের অন্যতম ঘূর্ণির মোড়, যেখানে শিল্পীদের হাতের মাটির তৈরি পুতুল কথা বলে। আকৃতিতে বুঝে উঠতে পারবেন না সত্যিই কি মাটি দিয়ে তৈরি। শিল্পীর হাতের জাদুতে একের পর এক পুতুল যেন মনে হবে জীবন্ত দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘূর্ণির মোড় শিব তলার অন্যতম শিল্পী সুবীর পাল যিনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত, এবার তার হাতের জাদুতে কৃষ্ণনগরের শিল্পীরা পেলেন আন্তর্জাতিক জিআই স্বীকৃতি। এই বিষয়ে মৃৎশিল্পী সুবীর পাল জানান, আজকে আমরা খুবই আনন্দিত এবং গর্বিত, কারণ জিআই স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য অনেক লড়াই করেছি, আজ দু'চোখের স্বপ্ন পূরণ হল। এই জিআই স্বীকৃতি পাওয়ার কারণে মৃৎশিল্পী দেব পুতুলের চাহিদা আরও বাড়বে। আন্তর্জাতিক বাজারে এবার থেকে কৃষ্ণনগরের শিল্পীদের হাতে তৈরি পুতুলে থাকবে জিআই ট্যাগ। একদিকে যেমন শিল্পীদের পরিচিতি বাড়বে, অন্যদিকে মুনাফা হবে ব্যবসায়। শিল্পী আরও জানান, এখন থেকে কৃষ্ণনগরের পুতুল আর কেউ নকল করতে পারবে না, কারণ বিভিন্ন সময় দেখা গেছে অন্যান্য জায়গার তৈরি পুতুল কৃষ্ণনগরের পুতুল নামে বাজারজাত ও করা হচ্ছে। এই জিআই স্বীকৃতির জন্য বন্ধ হবে কালো বাজারি। উল্লেখ্য দেশ - বিদেশের পর্যটকরা কৃষ্ণনগর ঘূর্ণিতে আসেন শুধুমাত্র আকর্ষণীয় পুতুল কিংবা অন্যান্য আসবাবপত্র কিনতে, শিল্পীদের হাতের জাদুতে ফুটে ওঠে প্রত্যেকটি পুতুল। মধ্যবিত্তের হাতের নাগালের মধ্যেই থাকে পুতুলের দাম, তাই যত দিন যাচ্ছে ততই চাহিদা বাড়ছে ঘূর্ণির মাটির পুতুলের। এবার কৃষ্ণনগরের মৃত শিল্পীদের মুকুটে উঠল নতুন পালক, দীর্ঘ লড়াইয়ের পর শিল্পীরা পেলেন জিআই স্বীকৃতি।

তরুণদের অংশগ্রহণে 'টয় ট্রেন দিবস' পালন দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের

মালিগাঁও, ৭ জুলাই ঃ ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান, দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) ঐতিহাসিক সুকনা রেলওয়ে স্টেশনে এক প্রাণবন্ত কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রাম-এর মাধ্যমে 'টয় ট্রেন দিবস' উদযাপন করেছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে ঐতিহ্য সংরক্ষণ, সাংস্কৃতিক সম্পৃক্ততা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের প্রতি সংস্থাটি তার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে। নর্থ বেঙ্গল পেইন্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় আয়োজিত এই উদ্যাপনে ঐতিহ্য-ভিত্তিক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং স্থানীয় শিশু ও তরুণ শিল্পীদের জন্য একটি অংশগ্রহণমূলক শিল্প কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল সৃজনশীল প্রকাশের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে সেই আইকনিক মাউনটেন রেলওয়ের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে উপলব্ধি ও সংরক্ষণ করতে অনুপ্রাণিত করা। এই কার্যসূচির মাধ্যমে মনোরম সুকনা রেলওয়ে স্টেশনটিকে একটি ওপেন-এয়ার আর্ট স্টুডিওতে রূপান্তর করা হয়, যেখানে 'নর্থ বেঙ্গল পেইন্টার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর অভিজ্ঞ শিল্পীরা হাতে-কলমে ছবি আঁকার সেশনে অংশগ্রহণকারীদের নির্দেশনা প্রদান করেন। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে, আশেপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যপট এবং এই অঞ্চলের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে, তরুণ অংশগ্রহণকারীরা ঐতিহাসিক ন্যারো-গেজ রেলওয়ে সম্পর্কে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে ফুটিয়ে তোলার শিল্পকর্ম তৈরি করেন। এই আয়োজনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল প্রখ্যাত স্থানীয় শিল্পী সুমন রায়ের নিপুণ কারুকার্যে তৈরি আইকনিক ডিএইচআর হেরিটেজ স্টিম ইঞ্জিনের একটি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতির প্রদর্শনী। এই বিস্তারিত মডেলটি একটি শিক্ষামূলক প্রদর্শনী এবং শৈল্পিক অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করেছে, যেখানে ঐতিহাসিক বাষ্পচালিত লোকোমোটিভের ইঞ্জিনিয়ারিং উৎকৃষ্টতা ও কালজয়ী আকর্ষণকে তুলে ধরা হয়।

অংশগ্রহণকারীদের তৈরি শিল্পকর্ম প্রদর্শনী ও সেগুলোর ভূয়সী প্রশংসার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়। এই ধরনের পদক্ষেপের মাধ্যমে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে তার সম্বন্ধ সুদৃঢ় করার পাশাপাশি ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এর অনন্য ঐতিহ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কেও সচেতন করে চলছে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্যের অংশ হিসেবে, দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে জুন মাসে সর্বকালের সর্বোচ্চ আয় রেকর্ড করেছে। জুন ২০২৬-এ ৩.৯৮ কোটি টাকা অর্জন করেছে, অথচ গত বছর একই সময়ে এই আয় ছিল ৩.২৫ কোটি টাকা। এই দর্শনীয় প্রবৃদ্ধি দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ইতিহাসে জুন মাসে ধারাবাহিক সর্বোচ্চ অর্জিত আয়ের নজির স্থাপন করেছে। এটি পর্যটকদের মধ্যে ইউনেস্কো স্বীকৃত এই ঐতিহ্যবাহী রেলওয়ের ধারাবাহিক জনপ্রিয়তার পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী পর্যটন ও যাত্রী অভিজ্ঞতা উন্নত করার ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিরলস প্রচেষ্টারই প্রতিফলন। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে তার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি এমন সব উদ্ভাবনী পদক্ষেপ গ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং দীর্ঘস্থায়ী ঐতিহ্য-পর্যটনকে উৎসাহিত করে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী কমলেশ দাস পিং পরেশ চন্দ্র দাস এত দ্বারা জানাইতেছি যে বুক নং -I পাওয়ার দলিল নং ১৮১৮, D.S.R হাওড়া অফিসে-৫ / ১ / ২৪ তারিখে মুকেশ কুমার ঠাকুর দিং কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিলাম। মৌজা- চকপাড়া, হালদাগ-১.৫৬০ হাল খতিয়ান- 7164 (৭১৬৪)

কাটিহার ডিভিশনে এসএন্ডটি সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য কাজ

টেন্ডার নোটিশ নম্বর ঃ কেআইআর-এন-২০২৬-কে-১২; তারিখ ঃ ০৩-০৭-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; ক্রম নং ঃ ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ কাটিহার ডিভিশনে এসএন্ডটি সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সময়মতো আপডেট করার সুবিধার্থে এসএসই/ জেই/সিগন্যাল এবং টেকনিশিয়ান/সিগন্যাল-দের হ্যান্ডহেল্ড ট্যাবলেট প্রদানের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ৬৫,৫৪,০৫৬/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ১,৩১,১০০/-টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৭-০৭-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা হবে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথিসহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৭-০৭-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এসএন্ডটি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

টেন্ডার

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল যথাক্রমে ১) মুন্নু সাউ ২) অমরদ্বীপ গুপ্তা ৩) শ্রী মিশ্রী সাউ ৪) শ্রীমতি রিতা সাউ সকলেই বাঁকড়া মৌজায় অবস্থিত জে.এল-৫৫ এল.আর ৩৫৪৯ নং খতিয়ানে ৩৫৭২ নং দাগের অংশে কিছু শালি জমি ক্রয় করেন যাহা ডি.এস.আর হাওড়ায় ২০২৪ সনে রেজিস্ট্রিকৃত ০০১৫৬ নং সাফ বিক্রয় কোবালা মারফত অন্যটি এ.ডি.এস.আর ডোমজুড়ে ২০০৯ সনে ১৬৩৮ নং দলিল মারফ এবং উক্ত দুটি দলিলের আমমোক্তার হলেন শ্রী সোমনাথ কুমার যাহার দলিল নং-৬৪, বুক ৪ এবং সন ১৯৯৬ এ.ডি. এস .আর ডোমজুড়ে আমার মক্কেল দিগর নাম খারিজ করিতে ইচ্ছুক। যদি কোন ব্যক্তি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা অবগত হন এবং অভিযোগ থাকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইতে এক মাসের মধ্যে বি.এল.অ্যান্ড এল আর.ও ডোমজুড় অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Abhisek Roy
Advocate

বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ আরএনওয়াই-ইএল-টি-০৩-২০২৬-২৭, তারিখঃ ০৩-০৭-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং.ঃ** আরএনওয়াই- ইএল-টি-০৩-২০২৬-২৭, **কাজের নামঃ** রঙাপড়া নর্থেঃ এআরটি-এর ১৪০ টি ক্রেনের জন্য ডক পিট ও সার্ভিস বিল্ডিং সহ কভার্ড শেড নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ২৭,২১,৪৪৩.২৪ টাকা। **বায়নার ধনঃ** ৫৪,৪০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার** ২৯-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে।** উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in**-এ উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-02/26-27 Dated 07.07.2026

Exe. Engr.(Civil), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the works: **(1)** Tender ID No. 2026_ADDA_1031132_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

Banglar Dairy Limited

(A Government of West Bengal Organization)

TENDER NOTICE

e-Tenders are invited by the Managing Director, Banglar Dairy Limited, LB-2, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700106 for the following:

Sl. No.	Description of Items / Works	Bid submission Starts on	Bid submission Closes on
1.	Upgradation and Replacement of the Clean-in-Place (CIP) System at Dankuni Dairy Plant of Banglar Dairy Limited	08.07.2026	01.08.2026
2.	Modernization and upgradation of EDP section at Head Quarter, Banglar Dairy Limited	08.07.2026	25.07.2026

The detailed e-NIT may be obtained from the e-Tender portal : **https://www.wbtenders.gov.in/**

Sd/-
Managing Director
Banglar Dairy Limited

অভিযুক্ত ব্যক্তির হাজির হওয়ার নির্দেশ সম্বলিত ঘোষণা

ফৌজদারি কার্যবিধির ৮২ ধারা দেখুন

যেহেতু আমার নিকট অভিযোগ করা হয়েছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি **প্রশান্ত শিকদার ওরফে @ গণেশ কুমার** (পিতাঃ সুধীর শিকদার ঠিকানাঃ WZ-77, নাংলি জালিব, গেট নং ০৩-এর কাছে, জনকপুরী ইস্ট মেট্রো স্টেশন, জনকপুরী, দিল্লি এবং গ্রামঃ হুদা, ডাকঘরঃ টাটলা, থানাঃ চাকদহ, জেলাঃ নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ) 'ইকোনমিক অফেন্সেস উইং' থানা, নয়াদিল্লি-র **এফআইআর** (FIR) **নং ১৩৫ / ২০২২ (ধারা ৪০৬/ ৪২০/ ১০২-বি আইপিসি)**-এর অধীনে অপরাধ সংঘটন করেছেন (বা সংঘটন করেছেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে), এবং তাঁর বিরুদ্ধে জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানাটি এই মর্মে ফেরত এসেছে যে উক্ত অভিযুক্তকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এবং যেহেতু আমার কাছে এটি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে উক্ত অভিযুক্ত পলাতক রয়েছেন (বা পরোয়ানা কার্যকর হওয়া এড়াতে আত্মগোপন করে আছেন) তাই এই মামলায় ফৌজদারি কার্যবিধির ৮২ ধারার অধীনে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এতদ্বারা ঘোষণা করা হচ্ছে যে, 'ইকোনমিক অফেন্সেস উইং' থানা, নয়াদিল্লি-র এফআইআর নং ১৩৫ / ২০২২ (ধারা ৪০৬/ ৪২০/ ১০২-বি আইপিসি)-এর অভিযুক্ত **প্রশান্ত শিকদার ওরফে @ গণেশ কুমার**-কে উক্ত অভিযোগের জবাব দেওয়ার জন্য **আগামী ৩১.০৮.২০২৬ তারিখে** এই আদালতে সশরীরে হাজির হতে হবে।

আদেশক্রমেঃ সুশ্রী নেহা প্রিয়া,
মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট,
দক্ষিণ-পশ্চিম জেলা, আদালত কক্ষ নং ০৮,
দ্বারকা আদালত, দিল্লি।

DP/8625/EOW/2026

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Dy. C.E. (M)/(Sewerage & Deainage), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/S_D/DLPS/LA/26-27 (1st Call) Name of work : **Arrangement of lightning arrester at HT switchgear rooms and pump house with office room under Dhapa Lock Drainage Pumping**; Estimated Amount : ₹ **2,98,310.00**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **15 Days**; Last date and time of submission of bid : **17.07.2026 - 5 pm**; The bid forms and other details are available on and from **07.07.2026 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**.

(2) NIT No. : KMC/SnD/GRBU/JOKA/E3/26-27 (1st Call) Name of the work : **Repairing, servicing and overhauling of 3 Nos. Air Circuit Breakers along with allied electrical works at Joka DPS under GRBU**; Estimated Cost : **Rate to be quoted**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of completion : **7 Days**; Last date and time of submission of bid : **18.07.2026 upto 1 pm**; The bid forms and other details are available from **09.07.2026 at 1 pm** from the website **https://wbtenders.gov.in**; For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen **(For Sl. No. 1 & 2)**.

The **Dy. C.E. (M)/Sewer cleansing wing under S&D department, KMC** invites e-tender online for below mentioned works :

(1) NIT No. : KMC/S&D/SCD(C)/2026-27/04 Name of the work : **Manufacturing and fabrication of MS Bucket of 18 inch dia, 15 inch dia, 12 inch dia and 9 inch dia (as per sample) for power Bucket machine under Sewer Cleansing - Central**; Estimated Amount : **NA (Including GST & CESSS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **7 Days**.

(2) NIT No. : KMC/S&D/SCD(C)/2026-27/05 Name of the work : **Overhauling, repairing & replacement of damaged components of power bucket machine set No. 2 & 7 (4 Nos. engine) under Sewer Cleansing - Central**; Estimated Amount : **NA (Including GST & CESSS)**; Earnest Money : ₹ **4,400.00**; Period of completion : **10 Days**; Last date and time of submission of bid : **18.07.2026 at 11 am (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details will be available on and from **09.07.2026 (9 am) (For Sl. No. 1 & 2)**; The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2)**.

The **Executive Engineer (Water Supply), Br.-XVI, KMC** invites the following e-tender works :

(1) NIT No. : KMC/WS/JOKA/01/2026-2027 Name of work : **Leak repairing of water supply service mains and PVC/G.I. utility service pipes with allied work at 22-Bigha, Aurobindanagar Rd-1, Diamond Park, Surya Sen Pally, Balaka, M.G. Rd., Kalitola etc. in Ward No. 143, Br.-XVI**; Estimated Cost of the Work : ₹ **1,31,427.01**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of completion : **24 Days**.

(2) NIT No. : KMC/WS/JOKA/02/2026-2027 Name of work : **Restoration of water supply pipe of 1000 mm dia M.S. laekage repair near Thakurpukur Metro Station, 300 M.S. Valve chamber repair and pressure point install at different point of Majhi Para Road in Ward No. 124, Br.-XVI**; Estimated Cost of the Work : ₹ **1,84,663.76**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **15 Days**.

(3) NIT No. : KMC/WS/JOKA/03/2026-2027 Name of work : **Repair to leaks of filter W/S existing 350mm, 300mm, 250mm dia reserve main & other W/S service main, installation of air release & sluice valve at Talpukur Rd., Sarkarhat Lane, D.H. Road etc. in Ward No. 126, Br.-XVI**; Estimated Cost of the Work : ₹ **2,67,232.86**; Earnest Money : ₹ **5,500.00**; Period of completion : **28 Days**; Last date of submission of bid : **18.07.2026 upto 2 pm (For Sl. No. 1 to 3)**; Tender will be opened on : **20.07.2026 at 3 pm (For Sl. No. 1 to 3)**; The bid forms and other details are available on and from **10.07.2026 at 5 pm (For Sl. No. 1 to 3)**; The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 3)**.

The **Executive Engineer (Water Supply), GRWW, KMC** invites e-tender for the following works :

(1) NIT No. : WS/GRWW/PH-II/01/2026-27/02 Name of work : **Repairing and replacement of different spare parts of sludge pump No. 01 at sludge pump house with allied works under WTP-II, GRWW**; Estimated Amount : **Rate to be quoted**; Earnest Money : ₹ **5,585.00**; Period of completion : **14 Days**.

(2) NIT No. : WS/GRWW/PH-II/02/2026-27/03 Name of work : **Servicing and overhauling of EOT crane No. 1 Having capacity three MT with strengthening of hoisting structure at chemical house under WTP-II, GRWW**; Estimated Amount : **Rate to be quoted**; Earnest Money : ₹ **5,800.00**; Period of completion : **06 Days**; Last date and time of receipt / opening of tender (Online) : **21.07.2026 at 2 pm / 23.07.2026 at 2 pm (For Sl. No. 1 & 2)**.

(3) NIT No. : KMC/EE/WS/GRWW/26-27/PH-II/10 Name of work : **Renovation with replacement of damaged spare parts three numbers of 15 HP submersible recirculation sludge pump and other allied works at WTP-III, GRWW**; Estimated Amount : **Quotation**; Earnest Money : ₹ **3,310.00**; Period of completion : **10 Days**.

(4) NIT No. : KMC/EE/WS/GRWW/26-27/PH-II/13 Name of work : **Manufacturing, supply, delivery, fitting fixing of new spare parts in place of damaged parts for capacity 324 M3/HR, 20M head sludge pump unit No. 4 at WTP-III, GRWW**; Estimated Amount : **Quotation**; Earnest Money : ₹ **5,300.00**; Period of completion : **12 Days**; Last date and time of receipt / opening of tender (Online) : **22.07.2026 at 2 pm / 24.07.2026 at 2 pm (For Sl. No. 3 & 4)**; The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 4)**.

The **Dy. C.E. (SWM-II), KMC** invites e-tender online in two bid system for following work :

NIT No. : SWM-II/DIST-II/01/2026-2027 Name of work : **Repairing & maintenance of 02 (Two) Nos. Hopper Tipper Dumper bearing No. WB07K-0879 & 0854 (Make TATA Signa 1923K) of Dist-II Garage under SWM-II for one year**; Estimated Cost : ₹ **2,89,270.54**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **365 Days**; Last date and time of submission of bid : **22.07.2026 (1 pm)**; Bid opening date for technical proposal : **24.07.2026 (1 pm)**; The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in or https://wbtenders.gov.in**

CORRIGENDUM

NIT No. : KMC/EE-III/014/02/26-27 (1st Call) published in this Newspaper on **01.07.2026 (Key No. : 177/26-27)** of **Engineering Civil Br.-III Dept. (Sl. No. 1)**; The name of work shall be read as **"Reorientation of sewer at 221, Bagmari Road in Ward No. 14 to Mitigating sevior water logging problem of Ward No. 14 & 32"**. instead of "Restoration of sewer at 221, Bagmari Road in Ward No. 14 to Mitigating sevior water logging problem of Ward No. 14 & 32"; The last date and time of submission of bid shall be **17.07.2026 at 12 Noon** instead of 08.07.2026 at 12 Noon; The date and time of opening of bid shall be **20.07.2026 after 12 Noon** instead of 10.07.2026 at 12 Noon.

202/26-27

প্রবল বর্ষণে কার্যত বিপর্যস্ত মহারাষ্ট্র

মুষলধারে বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মুম্বই, ১০ জনের মৃত্যু, ধসে বন্ধ উদ্বোধনের দুই মাসের মধ্যেই মুম্বই-পুণে এক্সপ্রেসওয়ের টানেল

মুম্বই, ৭ জুলাই ঃ প্রবল বর্ষণে কার্যত বিপর্যস্ত মহারাষ্ট্র। টানা মুষলধারে বৃষ্টিতে জনজীবন স্তব্ধ হয়ে পড়েছে মুম্বই ও সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকায়। জলমগ্ন রাস্তা, ভূমিধস, গাছ উপড়ে পড়া, বাড়ি ভেঙে পড়া এবং একের পর এক দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অন্তত ১০ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে মুম্বই-পুণে এক্সপ্রেসওয়ের গুরুত্বপূর্ণ ২ নম্বর টানেলে ধস নামায়। উদ্বোধনের মাত্র দুই মাসের মধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ১৩.৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এই টানেল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর আগামী কয়েক দিন আরও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়ায় প্রশাসন সর্বোচ্চ সতর্কতায় রয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, প্রবল বর্ষণের জেরে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। মুম্বইয়ের কুরলা এলাকায় রাস্তার ধারে একটি দোকানের উপর বিশাল গাছ উপা।ে পা।ে এক প্রবীণের মৃত্যু হয়। অন্যদিকে, জলমগ্ন রাস্তায় খোলা ম্যানহোলে পা।ে প্রাণ হারান আরও এক ব্যক্তি। নবি মুম্বইয়ে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জলপ্রপাতে নামতে গিয়ে জলের তোড়ে ভেসে মৃত্যু হয়েছে দুই যুবকের। ভারী বৃষ্টির কারণে জলস্তর হঠা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ওই এলাকায় আগেই সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। এছাড়া শহর ও সংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন দুর্ঘটনা এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আরও কয়েকজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এদিকে পুনে জেলার লোহাগড় দুর্গ সংলগ্ন পাটন গ্রামে ভয়াবহ ভূমিধসের ঘটনায় একটি পরিবার আটকে পা।ছে বলে জানা গেছে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে জাতীয় ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরা। উদ্ধারকাজ

জোরকদমে চলছে। প্রবল বৃষ্টির কারণে পাহাড়ি এলাকাগুলিতে নতুন করে ধস নামার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়েছে মুম্বই-পুণে এক্সপ্রেসওয়ের ওপর। ২৬ মে উদ্বোধন হওয়া ১৩.৩ কিলোমিটার দীর্ঘ আধুনিক টানেলটি মাত্র দুই মাসের মধ্যেই ধসের কবলে পড়েছে। খান্ডালা ঘাট এড়িয়ে দ্রুত ও নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্মিত এই টানেল এখন সম্পূর্ণ বন্ধ। নিরাপত্তার স্বার্থে টানেলের সমস্ত যান চলাচল স্থগিত করেছে প্রশাসন।টানেল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মুম্বইগামী বাস, ট্রাক এবং অন্যান্য ভারী যানবাহনকে বিকল্প পথে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। লোনাভালা শহরের ভিতর দিয়ে যান চলাচল করানো হচ্ছে, যার ফলে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। কয়েক ঘণ্টা ধরে যানবাহন আটকে থাকায় যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ উভয়ই ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে। প্রশাসন পরিস্থিতি সামাল দিতে অতিরিক্ত পুলিশ ও ট্রাফিক কর্মী মোতায়েন করেছে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী কয়েক দিন মহারাষ্ট্রের উপকূলবর্তী ও পার্বত্য জেলাগুলিতে বৃষ্টির তীব্রতা আরও বাড়তে পারে। থানে, পালঘর এবং রায়গড় জেলায় জারি করা হয়েছে রেড অ্যালার্ট। অন্যদিকে মুম্বইয়ের জন্য জারি হয়েছে কমলা সতর্কতা। ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। প্রয়োজন ছাড়া সাধারণ মানুষকে ঘরের বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন। দুর্যোগের আশঙ্কায় একাধিক জেলায় সমস্ত স্কুল ও কলেজে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয়ও ৬ জুলাই নির্ধারিত সমস্ত পরীক্ষা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভারী বৃষ্টির প্রভাব পড়েছে রেল পরিষেবাতেও। একাধিক জায়গায় রেললাইন জলমগ্ন হয়ে যাওয়ায় সেন্ট্রাল রেলের মুম্বই ডিভিশনে ট্রেন চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। অন্তত ১৬টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে এবং আরও ৯টি ট্রেনের রুট পরিবর্তন করা হয়েছে। বহু যাত্রী স্টেশনগুলিতে আটকে পা।ছেন। রেল কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতির ওপর নজর রেখে পরিষেবা স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালাচ্ছে। মুম্বই ও সংলগ্ন এলাকায় জলনিকাশি ব্যবস্থা, যান চলাচল এবং জরুরি পরিষেবা বজায় রাখতে প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তর সমন্বিতভাবে কাজ করছে। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল, পুলিশ এবং পুরসভার কর্মীরা উদ্ধার ও ত্রাণকার্যে নিয়োজিত রয়েছেন। জলমগ্ন এলাকা থেকে বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি গাছ অপসারণ, রাস্তা পরিষ্কার এবং বিদ্যুৎ পরিষেবা পুনরুদ্ধারের কাজও চলছে। আবহাওয়াবিদদের মতে, মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তার কারণে আগামী কয়েক দিন মহারাষ্ট্রে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে নতুন করে জল জমা, ভূমিধস এবং পরিবহণ ব্যবস্থায় আরও বিঘ্ন ঘটতে পারে। প্রশাসন ইতিমধ্যেই নাগরিকদের সতর্ক থাকার, অপ্রয়োজনে যাত্রা এ।িয়ে চলার এবং সরকারি নির্দেশিকা মেনে চলার আবেদন জানিয়েছে। প্রবল বর্ষণের এই দুর্যোগ আবারও মনে করিয়ে দিল, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ার পাশাপাশি নগর পরিকাঠামোর স্থায়িত্ব ও দুর্যোগ মোকাবিলার সক্ষমতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত মহারাষ্ট্রজু।ে প্রশাসন সর্বোচ্চ সতর্কতায় রয়েছে।

‘আমরা মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এসেছি’

১-র পাতার পর - বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন ডেকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনা রুখতে কড়া আইন আনা হবে। সেইমতো গতবছর সেপ্টেম্বরে পাশ হয়ে যায় ‘অপরাজিতা বিল ২০২৪’। তবে রাজ্যপালের অনুমোদন না থাকায় এখনও তা কার্যকর করা যায়নি। উল্লেখ্য, রবিবার বারুইপুর যাওয়ার কথা ছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কিন্তু তাঁর কালীঘাটের বাড়ি পুলিশ বাহিনী দিয়ে ঘিরে তাঁকে ‘হাউস অ্যারেস্ট’ করা হয় বলে অভিযোগ তোলেন ফেসবুক লাইভে। সোমবার কালীঘাট তৃণমূলের তরফে দোলা সেন, প্রতিমা মণ্ডল, এলাকার বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনাস্থলে গিয়ে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। আর এবার গেল ঋতব্রত তৃণমূল। মঙ্গলবার সকালেই বিজেপির প্রতিনিধি দলের অংশ হিসেবে পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, লকেট চট্টোপাধ্যায়রা নির্যাতিতার বাড়িতে যান। দোষীদের কড়া শাস্তি দেওয়া হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন তাঁরা। আজই ঘটনাস্থলে যাবেন মুখ্যমন্ত্রীও। সোমবারই তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন একথা। কথা বলবেন নির্যাতিতার বাবার সঙ্গেও। এছাড়া, এখনও পর্যন্ত তদন্ত কতদূর এগিয়েছে, এসপির সঙ্গে দেখা করে সেই খবরও নেবেন তিনি। শনিবার থেকে নিখোঁজ নাবালিকার বস্তাবন্দি দেহ উদ্ধার হয় রবিবার সকালে স্থানীয় একটি পুকুর থেকে। ধর্ষণ করে খুন, এই অভিযোগে দেহ আটকে বিক্ষোভ চলে সেদিন সারাদিন। পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর সহযোগিতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এদিকে ক্ষুব্ধ জনতার গণপিটুনিতে মৃত্যু হয়েছে এক অভিযুক্তের। মূল অভিযুক্ত আনন্দ সর্দার-সহ তিনজনকে এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গঠিত ৬ সদস্যের সিট তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

আজ তৃণমূলের মিছিল

১-র পাতার পর -মিছিলের জন্য অন্তত ১৫ দিন আগে আবেদন করার নিয়ম রয়েছে। তাঁর মতে, শুধু রাজনৈতিক এজেন্ডা পূরণ নয়, জনসাধারণের সুবিধার বিষয়টিকেই প্রশাসনের সবচেয়ে আগে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। যে রুটটি বেছে নেওয়া হয়েছে, সেটি অত্যন্ত সরু এবং যানজটপ্রবণ। তাছাড়া ওই এলাকায় হাসপাতাল ও কলেজ থাকার কারণে মিছিলের ফলে তীব্র যানজট সৃষ্টি হবে এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াত ও চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাহত হতে পারে। বারুইপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে সোমবার রাস্তায় নেমেছিলেন মমতা। কালীঘাটে নিজের বাসভবনের সামনে মোমবাতি নিয়ে প্রতিবাদ মিছিল শুরু করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। বাড়ি থেকে বেরোতেই গলির মুখে তৃণমূলনেত্রীর মিছিল আটকে দিয়েছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। বুধবার কলকাতায় মিছিল করতে চান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাতেই পুলিশের বিরুদ্ধে অনুমতি না দেওয়ার অভিযোগ তুলে আদালতের দ্বারস্থ হয় কালীঘাট তৃণমূল।

উদ্ধার অভিযানে এনডিআরএফ

১-র পাতার পর -কয়েকজন আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা রয়েছে। সেই কারণেই উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রাখা হয়েছে। কেরল ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ সার্ভিসের একাধিক দল ঘটনাস্থলে কাজ করছে। পাশাপাশি জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-এর দলও উদ্ধার অভিযানে যোগ দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছে। ভারী বৃষ্টি সত্ত্বেও উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন উদ্ধারকারী কর্মীরা। প্রশাসন জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ওয়েনাড়ের ওই এলাকায় প্রায় ২৬৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। সোমবার রাত থেকে টানা ভারী বৃষ্টির ফলেই পাহাড়ের মাটি দুর্বল হয়ে এই ভূমিধস হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। ধসে নির্মাণকাজে ব্যবহৃত কয়েকটি গাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। ধসের কাছাকাছি কয়েকটি বাড়ি এবং হোমস্টে থাকলেও প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে সেগুলির কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি। তবে পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে প্রশাসন। উদ্ধারকাজ তদারকির জন্য ঘটনাস্থলে যান কেরলের কৃষিমন্ত্রী টি সিদ্দিক এবং জেলার জেলাশাসক। তাঁদের উপস্থিতিতেই উদ্ধার অভিযান পরিচালিত হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ধ্বংসস্তূপের নিচে আর কেউ আটকে রয়েছেন কি না, তা নিশ্চিত করতে প্রতিটি এলাকা খুঁটিয়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। টানা ভারী বৃষ্টির কারণে কেরলের একাধিক জেলায় ইতিমধ্যেই সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর আগামী কয়েকদিনও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। ফলে ওয়েনাড়-সহ পাহাড়ি এলাকায় নতুন করে ভূমিধসের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। প্রশাসন স্থানীয় বাসিন্দাদের অপ্রয়োজনীয়ভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে এবং পরিস্থিতির ওপর নজর রেখে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

উস্কানিদাতাদের রেয়াত নয়

১-র পাতার পর - এখনও পর্যন্ত যা যা প্রশাসনিক পদক্ষেপ হয়েছে, ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তার বিস্তারিত রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে ডিজির কাছে। শুভেন্দু বলেন, “এক সপ্তাহ পরে আবার আসব। দুই পরিবারের সঙ্গে আবার দেখা করব। যেখানে ধর্ষণ-খুনের ঘটনা ঘটেছে, তার কাছে পুলিশ আউটপোস্ট তৈরি হবে।

তৃণমূলের তহবিল সংক্রান্ত মামলার শুনানি হচ্ছে না আজ

১-র পাতার পর -উঠে আসে, ২৮ জুন সন্ধে সাড়ে ৬টায় অভিযোগ দায়েরের পরের দিন সকালেই সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ হয়ে যায়। অথচ অভিযোগ দায়েরের আগে ওই অ্যাকাউন্ট ঘিরে নির্দিষ্ট কোনও অপরাধের অভিযোগ সামনে আসেনি। সেই পরিস্থিতিতে এত দ্রুত এই পদক্ষেপের আইনি ভিত্তি কী ছিল। আগের শুনানিতে তৃণমূলের পক্ষে অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দাবি করেছিলেন, একটি চলতি রাজনৈতিক দলের আর্থিক কার্যক্রম এভাবে বন্ধ করে দেওয়া হলে তার সাংগঠনিক কার্যকলাপ কার্যত অচল হয়ে পড়তে পারে। ইতিমধ্যেই শরৎ বোস রোডের সংশ্লিষ্ট বেসরকারি ব্যাঙ্ককে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেওয়ার আগে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের অবস্থান এবং তদন্তের অগ্রগতি- দু’টি বিষয়ই একসঙ্গে খতিয়ে দেখতে চায় আদালত। সেই কারণেই বৃহস্পতিবারের শুনানিকে এই মামলার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বাংলায় বাসের রং এ বার গেরুয়া

১-র পাতার পর -বাসের ছবি ভাইরাল। বিজেপির সরকার আসার পরে পরিবহণ ক্ষেত্রে একাধিক পদক্ষেপ করছে বাংলায়। কলকাতার ঐতিহ্যশালী ট্রামকে নতুন ভাবে শহরের বুকে তুলে আনতে চলেছে। প্রায় ৭০টি রুট পুনরুজ্জীবিত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। শহরবাসীর যাতাযাত সহজ করতে দক্ষিণেশ্বর থেকে কালীঘাট পর্যন্ত একটি নতুন ট্রাম রুটও তৈরি করা হবে। সল্টলেক, নিউ টাউন এবং বিভিন্ন ধর্মীয় পর্যটন করিডরেও ট্রাম লাইন সম্প্রসারণের রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। বিভিন্ন রুটে বেড়েছে বাসের সংখ্যা। বন্ধ হয়ে যাওয়া বাস রুটগুলি নিয়েও ভাবনা চিন্তা চলছে। নতুন রুটেও বাসের যাতায়াত শুরু হয়েছে। আর এ বার নতুন সরকারি বাস সাজবে গেরুয়া রঙে।

মৃতের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা

১-র পাতার পর -মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হবে। অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর ও পেটের টানে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করা এই শ্রমিক পরিবারগুলির পুনর্বাসনে এদিন তিন দফা পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী- (১) শিক্ষার দায়িত্বঃ মৃত শ্রমিকদের সন্তানদের পড়াশোনার সুবিধার্থে যদি সরকারি হস্টেল বা বাসস্থানের প্রয়োজন হয়, তবে পুর কমিশনার বা পুলিশের মাধ্যমে আবেদন জানালে সরকার তার সম্পূর্ণ খরচ বহন করবে। (২) কর্মসংস্থানঃ কলকাতা পুরসভার দৈনিক কাজের পরিধিতে এবং কলকাতা পুলিশের স্থানীয় থানার সহায়তায় এই ১৫-১৬টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সক্ষম সদস্যদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (৩) চিকিসা পরিষেবাঃ স্বাস্থ্য মন্ত্রী ডক্টর শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের অধীনে একটি বিশেষ সেল গঠন করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে যারা এখনও পুরোপুরি সুস্থ বোধ করছেন না, তাঁদের সম্পূর্ণ চিকিৎসা এবং বাড়িতে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র আজীবন বিনামূল্যে সরবরাহ করবে রাজ্য সরকার। দুর্যোগ মোকাবিলা বিভাগকে আরও আধুনিক করতে অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ, উন্নত মানের সরঞ্জাম কেনা এবং সিভিল ডিফেন্স বাহিনীকে ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানানো হয়েছে।

অন্নপূর্ণা যোজনায় অ্যাকাউন্টে টাকা না ঢোকায় ফের ক্ষোভ মহিলাদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৭ জুলাই ঃ মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার ডোমজুড়ের কলোড়া দু’নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে। এদিন গ্রামের মহিলারা গেট বন্ধ করে দীর্ঘক্ষণ পঞ্চায়েত অফিসে বিক্ষোভ দেখান বলে অভিযোগ। উল্লেখ্য, গত পয়লা জুলাই থেকে আবেদনকারীদের একাংশের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকলেও অনেকের অ্যাকাউন্টে এখনও টাকা ঢোকেনি বলে অভিযোগ। মহিলাদের অভিযোগ, গত জুন মাসে তাঁরা অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পের ফর্ম এবং অন্যান্য তথ্য-প্রমাণ তৃণমূল পরিচালিত কলোড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে জমা দেন। কিন্তু তাদের ফর্ম অনলাইনে আপলোড না করার ফলে তাঁদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকেনি।

NAME CHANGE

I, Nargiz Bibi (Old Name) W/O–Akher Seikh resident of Vill-Halsanapara, Po-Chowrigacha, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742405 do hereby declared that I have changed my name from Nargiz Bibi to Nargij Bibi and henceforth I shall be known as Nargij Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 08/06/2026 . My name Nargij Bibi & Nargiz Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Akher Ali (Old Name) S/O–Ismail Seikh resident of Vill-Halsanapara, Po-Chowrigacha, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742405 do hereby declared that I have changed my name from Akher Ali to Akher Seikh and henceforth I shall be known as Akher Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 08/06/2026 . My name Akher Seikh & Akher Ali both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Khalek Sk (Old Name) S/O–Masiur resident of Vill & Po-Hasanpur, Ps-Suti, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742201 do hereby declared that I have changed my name from Khalek Sk to Md Khalek and henceforth I shall be known as Md Khalek (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 05/07/2026 . My name Md Khalek & Khalek Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Lalmannesha Bibi (Old Name) W/O–Md Khalek resident of Vill & Po-Hasanpur, Ps-Suti, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742201 do hereby declared that I have changed my name from Lalmannesha Bibi to Lalmannesh Bibi and henceforth I shall be known as Lalmannesh Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 02/07/2026 . My name Lalmannesh Bibi & Lalmannesha Bibi both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Aminul Sekh (Old name) S/o-Ajrail, Resident at, Vill-Solepara, Po- Kumarsanda, Ps- Kandi, Dist-Murshidabad, West Bengal, 742136. I have changed my name Aminul Sekh to Amanullah (New name) I shall be known as Amanullah vide affidavit no. 22 AC 823441 before the Executive magistrate S.D.EM (S) at Berhampore on 01/06/2026 Amanullah & Aminul Sekh same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Haidar Ali (Old Name) S/O–Akher Seikh resident of Vill-Halsanapara, Po-Chowrigacha, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742405 do hereby declared that I have changed my name from Haidar Ali to Haidar Ali Seikh and henceforth I shall be known as Haidar Ali Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 08/06/2026 . My name Haidar Ali Seikh & Haidar Ali both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ferdosa Bibi W/O– Ajemul Seikh date of birth 22/09/1988 resident of Vill- Shimultala , Po- Haribhanga , Ps- Murshidabad, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742302 do hereby declared that my actual name Ferdosa Bibi W/O– Ajemul Seikh recorded (my Aadhaar Card No 4763-5481- 9970 & my PAN Card No-GACPB4075A).That my name Padmabati Mandal, D/O Abhaypada Mandal as recorded in my voter Card No-JRG3462991 and my Old PAN Card No-CKFPM96510 and my name Padma Bati Mandal as recorded in my Old Aadhaar Card No 4763- 5481 -9970 in place of my actual name Ferdosa Bibi W/O– Ajemul Seikh. My name Ferdosa Bibi & Padmabati Mandal and Padma Bati Mandal both are same and one identical person declared by Judicial Magistrate affidavit Berhampore court on 11/06/2026.

NAME CHANGE

I, Md Abdul Mannan (Old Name) S/O–Hossen Ali resident of Vill-Laxminarayanpur , Po-Kolan Radhakantapur , Ps-Bhagwangola , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742123 do hereby declared that I have changed my name from Md Abdul Mannan to Abdul Mannan and henceforth I shall be known as Abdul Mannan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 07/07/2026. My name Abdul Mannan & Md Abdul Mannan both are same and one identical person

NAME CHANGE

HABIB SHEIKH (old name) S/O-KITAB SEKH residing at VILL - CHAND SARAK-JOLER PARA PO-KRISHNANAGAR. PS-KOTWALI DIST-NADIA PIN-741101 (WB), do hereby declare that I have changed my name from HABIB SHEIKH (old name) to HABIB SEKH (new name) and hence forth, I shall be known as HABIB SEKH (new name) in all Purpose, Vide an affidavit, No 73 swarn before the notary public, at KRISHNANAGAR NADIA on- 23/06/26 HABIB SEKH (new name) AND HABIB SHEIKH (old name) both name are same and one identical person .

NAME CHANGE

KITAB SHEIKH (Old Name) S/o-HIYAT SEKH residing at VILL-CHAND SARAK JOLERPARA PO-KRISHNANAGAR P.S-KOTWALI DIST-NADIA PIN-741101 (WB), do here by declare that I have charged my name from KITAB SHEIKH (old name) to KITAB SEKH (new name) and hence forth, I shall be known as KITAB SEKH (new name) in all Purpose, vide an affidavit No 72 Sowrn Before the notary Public at-KRISHNANAGAR, NADIA On- 23/06/26 KITAB SEKH (new name) AND KITAB SHEIKH (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Abdur Rof (Old name) S/o-Makbul Hossain, Resident at, Vill-Kariali Natuntola, Po- Kariali, Ps-Harischandrapur, Dist-Malda, West Bengal, 732125. I have changed my name Abdur Rof to Abdul Rouf (New name) I shall be known as Abdul Rouf vide affidavit no. 22 AC 865020 before the Notary at Berhampore on 07/07/2026 Abdul Rouf & Abdur Rof same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sofina bibi (Old name) W/o-Abdul Rouf, Resident at, Vill-Kariali Natuntola, Po- Kariali, Ps-Harischandrapur, Dist-Malda, West Bengal, 732125. I have changed my name Sofina bibi to Sakhina Bibi (New name) I shall be known as Sakhina Bibi vide affidavit no. 22 AC 853362 before the Notary at Berhampore on 07/07/2026 Sakhina Bibi & Sofina bibi same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Abu Kalam (Old name) S/o-Ujir Hossain, Resident at, Vill-Kuchila, Po-Magura, Ps-Ratua, Dist-Malda 732128, I have changed my name Md Abu Kalam to Abu Kalam (New name) I shall be known as Abu Kalam vide affidavit no. 22AC 865021 before the Notary at Berhampore on 01/07/2026 Abu Kalam & Md Abu Kalam same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Yasin Ali (Old name) S/o-Rahatullah, Resident at, Vill-Narikel bagan, Po- Bhattabati, Ps-Nabagram, Dist-Murshidabad, West Bengal, 742149. I have changed my name Yasin Ali to Yasin Sk (New name) I shall be known as Yasin Sk vide affidavit no. 22 AC 865023 before the Notary at Berhampore on 07/07/2026 Yasin Sk & Yasin Ali same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Shis Mohammad Sk (Old name) S/o-Imajuddin, Resident at, Vill-Gosaipur, Po- Gudhia, Ps & Dist-Murshidabad, West Bengal, 742302. I have changed my name Shis Mohammad Sk to Sis Mohammad Sk (New name) I shall be known as Sis Mohammad Sk vide affidavit no. 22 AC 865022 before the Notary at Berhampore on 07/07/2026 Yasin Sk & Shis Mohammad Sk same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sariful Islam , S/O-Late Mohammad Abdul Gani resident of Vill – Bablabona Bathanpara, Po-Ramnagar D.K , Ps- Raninagar, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742308 do hereby declared that I have changed my father's name from Abdul Goni (old name) to Mohammad Abdul Gani (new name) and henceforth my father's name shall be known as Mohammad Abdul Gani (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 04/06/2026 . My father's name Mohammad Abdul Gani (new name) & (old name) Abdul Goni both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Subodh Chandra Barai , S/O-Late Laxmi Kanta Barai resident of Vill - & Po-Khutadaha, Ps-Bamongola, Dist-Malda , West Bengal, Pin-732138 do hereby declared that I have changed my father's name from Sashikanta Barai (old name) to Laxmi Kanta Barai (new name) and henceforth my father's name shall be known as Laxmi Kanta Barai (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 04/06/2026 . My father's name Laxmi Kanta Barai & Sashikanta Barai both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Aktar Hosen (Old Name) S/O–Imazuddin Sekh resident of Vill & Po-Sahajadpur, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742187 do hereby declared that I have changed my name from Aktar Hosen to Aaktar Sekh and henceforth I shall be known as Aaktar Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 23/06/2026 . My name Aaktar Sekh & Aktar Hosen both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Najer Ali Mandal (Old Name) S/O–Late Ali Mahammad Mondal resident of Vill-Harishpur Miarbagan , Po-Natunpara Raipur , Ps-Hariharpara , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742165 do hereby declared that I have changed my name from Najer Ali Mandal to Najer Ali Mondal and henceforth I shall be known as Najer Ali Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 07/07/2026. My name Najer Ali Mondal & Najer Ali Mandal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Najer Ali Mondal my father's (Old Name) Ali Mahammad Mandal resident of Vill-Harishpur Miarbagan , Po-Natunpara Raipur , Ps-Hariharpara , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742165 do hereby declared that I have changed my father's name from Ali Mahammad Mandal to Ali Mahammad Mondal and henceforth my father's name shall be known as Ali Mahammad Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 07/07/2026. My father's name Ali Mahammad Mondal & Ali Mahammad Mandal both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Nimai Mondal, S/O Late Kanailal Mondal, গ্রাম পোঃ ব্রাহ্মণবহড়া, থানাঃ মল্লারপুর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার আসল নাম Nimai Mondal, S/O Late Kanailal Mondal, যা WBBSE শংসাপত্র, আধার, প্যান কার্ড PPO তে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু রেশন কার্ড এবং ভোটার কার্ডে আমার নাম Nimai Ghosh, S/O Kanailal Ghosh লিপিবদ্ধ রয়েছে। ২৩.০৬.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, দ্বিতীয় আদালতের ১২৫১ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Nimai Mondal, S/O Kanailal Mondal and Nimai Ghosh, S/O Kanailal Ghosh এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Sirajul Saikh, S/O Majibar Saikh, গ্রামঃ কাশীপুর, পোঃ সন্ধ্যাজোল, থানাঃ তারাপীঠ, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার রেশন কার্ডে বাবার নাম Majibar Saikh লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার ভোটার কার্ডে বাবার নাম Mojibar Saikh লিপিবদ্ধ রয়েছে। বাবার আধার, ভোটার এবং প্যান কার্ডে বাবার নাম Majibar Sk লিপিবদ্ধ রয়েছে। ২৯.০৬.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ২২৬৮৩ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি আমরা বাবা Majibar Saikh and Mojibar Saikh and Majibar Sk এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Rita Mondal W/O Nimai Mondal, D/O Saktipada Mondal গ্রাম পো ঃ ব্রাহ্মণবহড়া, থানাঃ মল্লারপুর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার আসল নাম Rita Mondal, যা WBBSE শংসাপত্র, আধার, প্যান কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু আমার স্বামীর PPO তে আমার নাম Rita Mondal, W/O Nimai Mandal, লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার ভোটার কার্ডে Rita Ghosh, W/O Nimai Ghosh লিপিবদ্ধ রয়েছে। রেশন কার্ডে আমার নাম Rita Ghosh, D/O Shaktipada Mandal লিপিবদ্ধ রয়েছে। ২৩.০৬.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, দ্বিতীয় আদালতের ১২৫০ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Rita Mondal, W/O Nimai Mondal, D/O Saktipada Mondal, Rita Mondal, W/O Nimai Mondal, Rita Ghosh, W/O Nimai Ghosh and Rita Ghosh, D/O Shaktipada Mandal এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, SHUBHA PAKHIRA (old name) S/o-Susanta Pakhira(old Name) resident of Vill-Dighaldanga, PO-Jagatnagar, PS-Singur, Dist-Hooghly, Pin-712409, WB, shall henceforth be known as (do hereby declare that I have changed my & my father's name) SHUBHA PAKHIRA (old name) S/o-Susanta Pakhira(old Name) to SHUBHA PAKIRA(new/correct name) S/o Susanta Pakira(New Name) and henceforth I shall be known as SHUBHA PAKIRA(new/correct name) S/o Susanta Pakira(New Name) in all purpose, vide affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Chandannagar on 20/05/2026. SHUBHA PAKHIRA (old name) S/o Susanta Pakhira(old Name) and SHUBHA PAKIRA(new/correct name) S/o Susanta Pakira(New Name) all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Safikul Sekh (old name) S/o-Muslim Sekh residing at Malihati, Malihati, Salar, Dist-Murshidabad, Pin-742401 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SAFIKUL SEKH to SAFIKUL SEIKH and henceforth I shall be known as SAFIKUL SEIKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 07/07/2026. SAFIKUL SEKH (old name) and SAFIKUL SEIKH (new name)both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, CHINMOY BANDYOPADHYAY, S/o- KARTICK BANDYOPADHYAY, R/o- Vill.- Billagram, P.O.- Bara Belgona, P.S.- Ausgram, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713141, hereby declare that CHINMOY BANDYOPADHYAY and CHINMAY BANERJEE are one and identical person and shall be known as CHINMAY BANERJEE, S/o- KARTICK CHANDRA BANERJEE, for all future purposes vide Judicial Magistrate, Bardhaman, (5th court), Affidavit No. 390 dated 02.07.2026.

নাম পরিবর্তন

আমি, পার্থ লরেন্স নাহা পিতা স্বর্গীয় জগদীশচন্দ্র নাহা, মধ্য খালিয়া, চামরাইল, হাওড়া-৭১১১১৪, ভুল বশত আমার আধার কার্ডের নাম্বার ৮৭২৩৪১৯৮০২৩১ এবং Voter ID No TFE1556984 তে আমার নাম যথাক্রমে পার্থ প্রতিম নাহা এবং পারা প্রতিম নাহা থাকায় হাওড়া এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হইতে গত ইংরাজী ১২.৬.২৬ তারিখে হলফনামা দাখিল করি যাহার নং- ৭৭৯৩ / ২৬, অনুসারে আমার সঠিক নাম যথা পার্থ লরেন্স নাহা এবং উক্ত উল্লেখিত আধার ও ভোটার কার্ডে নাম যথাক্রমে পার্থ প্রতিম নাহা ও পারা প্রতিম নাহা একই বালিয়া পরিচিত হইলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি, ফারহিন খাতুন তৌফিক আহমেদ শেখ ওরফে ফারহিন খাতুন, স্বামী তৌফিক আহমেদ রফিক শেখ ওরফে তৌফিক শেখ, গ্রাম গৌরীপুর কাষ্ঠগোড়া, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২৩০১, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমার সন্তানের জন্ম সংসাপত্রে আমার এবং আমার স্বামীর নাম ভুলবশত ফারহিন খাতুন এবং তৌফিক শেখ হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এতদ্বারা স্পষ্ট করা হচ্ছে যে, ফারহিন খাতুন, স্বামী তৌফিক শেখ হলেন আমি এবং তৌফিক শেখ হলেন আমার স্বামী তৌফিক আহমেদ রফিক শেখ আমরা দুজনেই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি। এই বিষয়টি কলকাতার ব্যাঙ্কশাল আদালতের মাননীয় প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ০২.০৭.২০২৬ তারিখে দাখিলকৃত হলফনামার (হলফনামা নং ২১২ / ২৬) ভিত্তিতে নিশ্চিত করা হয়েছে।

NAME CHANGE

I, Amirul Islam (Old Name) S/O–Nurul Islam resident of Hatpara Panchgram, Panchgram, Ps-Nabagram, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742184 do hereby declared that I have changed my name from Amirul Islam to Md Amirul Islam and henceforth I shall be known as Md Amirul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 06/07/2026 . My name Md Amirul Islam & Amirul Islam both are same and one identical person.

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

NAME CHANGE

I, Makarim Ahasan (Old Name) S/O–Mohammad Shofiullah resident of Balarampur , Lalgola , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742148 do hereby declared that I have changed my name from Makarim Ahasan to Makarim Ahsan and henceforth I shall be known as Makarim Ahsan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 02/07/2026. My name Makarim Ahsan & Makarim Ahasan both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Jalaluddin (Old Name) S/O–Afrajuddin Mandal resident of Vill-Mamlatpur , Po-Nutanpara Raipur , Ps-Hariharpara , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742165 do hereby declared that I have changed my name from Jalaluddin to Jalaluddin Ahammad and henceforth I shall be known as Jalaluddin Ahammad (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 02/07/2026. My name Jalaluddin Ahammad & Jalaluddin both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Fojila Bibi (Old Name) W/O–Jalaluddin Ahammad resident of Vill-Mamlatpur , Po-Nutanpara Raipur , Ps-Hariharpara , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742165 do hereby declared that I have changed my name from Fojila Bibi to Fajila Bibi and henceforth I shall be known as Fajila Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 02/07/2026. My name Fajila Bibi & Fojila Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rokia Molla (Old Name) W/O–Abdullah Mollah resident of Bhandarkola , Palla , Gopalnagar , North 24 Parganas , Bongaon , West Bengal, Pin-743701 do hereby declared that I have changed my name from Rokia Molla to Rokia Mollah and henceforth I shall be known as Rokia Mollah (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 02/07/2026. My name Rokia Mollah & Rokia Molla both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mohammed Abdullah Mollah (Old Name) S/O–Mohammed Nur Hossain Mollah resident of Bhandarkola , Palla , Gopalnagar , North 24 Parganas , Bongaon , West Bengal, Pin-743701 do hereby declared that I have changed my name from Mohammed Abdullah Mollah to Abdullah Mollah and henceforth I shall be known as Abdullah Mollah (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 02/07/2026. My name Abdullah Mollah & Mohammed Abdullah Mollah both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Farhana Yasmin (Old Name) W/O–Asadul Sk resident of Vill-Barua Nathpara , Po-Barua , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742189 do hereby declared that I have changed my name from Farhana Yasmin to Farhana Yeasmin and henceforth I shall be known as Farhana Yeasmin (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 02/07/2026. My name Farhana Yeasmin & Farhana Yasmin both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Abdulla Mollah (Old Name) S/O–Mohammed Nur Hossain Mollah resident of Bhandarkola , Palla , Gopalnagar , North 24 Parganas , Bongaon , West Bengal, Pin-743701 do hereby declared that I have changed my name from Abdulla Mollah to Abdullah Mollah and henceforth I shall be known as Abdullah Mollah (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 02/07/2026. My name Abdullah Mollah & Abdulla Mollah both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ayesha Bibi (Old Name) W/O–Isahaque Mandal resident of Kamdebpur , Goribpur , Bongaon , North 24 Parganas , West Bengal, Pin-743710 do hereby declared that I have changed my name from Ayesha Bibi to Aaisa Bibi and henceforth I shall be known as Aaisa Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 02/07/2026. My name Aaisa Bibi & Ayesha Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rejwanul Hoque (Old Name) S/O–Md Fojlul Hoque resident of Vill-Hoglabari , Po-Kankuria , Ps-Samsherganj , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742202 do hereby declared that I have changed my name from Rejwanul Hoque to Md Rejwanul Hoque and henceforth I shall be known as Md Rejwanul Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 07/07/2026. My name Md Rejwanul Hoque & Rejwanul Hoque both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Samima Aktar (Old Name) W/O– Md Rejwanul Hoque resident of Vill-Hoglabari , Po-Kankuria , Ps-Samsherganj , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742202 do hereby declared that I have changed my name from Samima Aktar to Samima Akhtar and henceforth I shall be known as Samima Akhtar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 07/07/2026. My name Samima Akhtar & Samima Aktar both are same and one identical person.

দক্ষতার সর্বোচ্চ ব্যবহার পূর্ব রেলেরঃ যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে শিয়ালদহের মেগা ব্লকের সময়ে হাওড়া ডিভিশনে ব্যাপক শ্যাডো ওয়ার্ক

কলকাতা, ৭ জুলাই ঃ গত ৫ জুলাই, ২০২৬ তারিখে যখন শিয়ালদহ ডিভিশনে বড় ধরনের

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ চলছিল, তখন পূর্ব রেল হাওড়া ডিভিশনে অত্যন্ত ফলপ্রসূ শ্যাডো ব্লক (কৌশলগত সমান্তরাল ব্লক) কার্যকর করে এক অনন্য পরিচালনগত পরিকল্পনার নিদর্শন দেখিয়েছে। এই সমন্বিত পদ্ধতির ফলে রেলওয়ে নিত্যযাত্রীদের জন্য আলাদা কোনো পরিষেবা বিঘ্ন বা অতিরিক্ত ভ্রমণ বিলম্ব না ঘটিয়েই উচ্চ-মূল্যের সম্পদ পুনর্নবীকরণ, ওভারহেড সরঞ্জামের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি এবং যান্ত্রিক ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছে। এই বিশাল ও সমন্বিত পরিকাঠামোগত আধুনিকীকরণটি পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্করের গতিশীল নেতৃত্বে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে, যিনি ক্রমাগত সমগ্র জোন জুড়ে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা এবং রক্ষণাবেক্ষণের সময়ের নিরবচ্ছিন্ন সদ্ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দিয়ে আসছেন। হাওড়া ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার বিশাল কাপুরের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় এই ব্যাপক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ট্র্যাকশন ডিস্ট্রিবিউশন কার্যক্রম অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সম্পাদিত হয়। ইমেজ ফাইলের প্রোগ্রেস রিপোর্টের বিবরণ অনুযায়ী, ডিভিশনটি নিবিড় ট্র্যাকশন ডিস্ট্রিবিউশন নির্ভরযোগ্যতার কাজ শেষ করতে ৬ টি টাওয়ার ওয়াগন ব্যবহার করে ১০টি শ্যাডো ব্লকের দক্ষ ব্যবহার করেছে। কর্মীবাহিনী সফলভাবে ১,০১৮ মিটার জূর্ণ ও পুরনো কন্টাক্ট ওয়্যার (যার সর্বনিম্ন ব্যাস ০৮.৪২ মিলিমিটার), ১,২০৭ মিটার কন্টাক্ট ওয়্যার (যার সর্বনিম্ন ব্যাস ০৮.৬৪ মিলিমিটার) এবং আরও ৪০০ মিটার কন্টাক্ট ওয়্যার (যার সর্বনিম্ন ব্যাস ০৮.৫৮ মিলিমিটার) প্রতিস্থাপন করেছে। এর পাশাপাশি, কর্মীরা ৭৮ টি স্থানে অল্টারনেটিং কারেন্ট (এসি) ওভারহেড সরঞ্জামের বার্ষিক ওভারহলিং, ৩টি ক্রসওভার বার্ষিক ওভারহলিং, ১ টি টার্নআউট বার্ষিক ওভারহলিং, ১ টি ক্যাটেনারি স্ট্র্যান্ড কাট মেরামত, ৫টি সেকশন ইনসুলেটর বার্ষিক ওভারহলিং, ২টি আইসোলেটর বার্ষিক ওভারহলিং, ভট্টনগরসাব-সেকশনিং সুইচিং পোস্টে ১টি গ্যান্ট্রি বার্ষিক ওভারহলিং এবং ১টি ইনসুলেটর প্রতিস্থাপনের কাজ সম্পন্ন করেছে যা নিত্যযাত্রীদের মসৃণ ও নিরবচ্ছিন্ন যাত্রা নিশ্চিত করতে আকস্মিক ওভারহেড তারের বিকল হওয়ার ঝুঁকিকে কার্যকরভাবে দূর করবে। একই সাথে, যাত্রীদের জন্য আরও নিরাপদ, দ্রুত এবং অনেক বেশি আরামদায়ক সফর নিশ্চিত করতে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার পার্মানেন্ট ওয়েডানকুনির অধীনে বড় ধরনের ট্র্যাক শক্তিশালীকরণের কাজ চালানো হয়। ক্যালকাটা কর্ড লিঙ্ক ওয়েস্ট - ভট্টনগর - বাল্টিকুড়ি ডাউন অ্যাভযেডেন্স ক্যালকাটা কর্ড লাইনে সকাল ০৭.২০ থেকে ১০.২০ পর্যন্ত চলা একটি ট্রাফিক ব্লকের সময়ে (যা পরবর্তীতে বর্ধিত করা হয় এবং ১০.৫০ মিনিটে সমাপ্ত করা হয়), প্লাসার কুইক রিলেয়িং সিস্টেম দ্বারা ৩৫৪ মিটার কমপ্লিট ট্র্যাক রিনিউয়াল (প্রাইমারি), ১ সেট থিক ওয়েব সুইচ এক্সপেনশন জয়েন্ট রিনিউয়াল, ১টি ব্যালাস্ট ক্লিনিং মেশিন ব্যবহার করে ৩৬৪ মিটার ডিপ স্ক্রিনিং, একটি মাল্টি-পারপাস ট্যাম্পিং মেশিন দ্বারা ৯২৮ মিটার ট্র্যাক প্যাকিং, অতিরিক্ত ৮৬ মিটার রেল পুনর্নবীকরণ এবং ১২ টি শর্ট-টাইম প্রিহিটিং অ্যালুমিনো- থার্মিট ওয়েল্ডিং সম্পন্ন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, ক্যালকাটা কর্ড লিঙ্ক ওয়েস্ট - ডানকুনি জংশন সেকশনে ২টি মাল্টি- পারপাস ট্যাম্পিং মেশিন এবং ১ টি ডুওম্যাটিক মেশিন ব্যবহার করে মোট ট্যাম্পিং সম্পন্ন করা হয়, যার মধ্যে আপ ক্যালকাটা কর্ড রেলওয়ে লাইনে ২.৫৩ কিলোমিটার এবং ডাউন ক্যালকাটা কর্ড রেলওয়ে লাইনে ২.৭৮ কিলোমিটার কভার করা হয়েছে এর সাথে টার্নআউটে ২ সেট থিক ওয়েব সুইচ (৬৩এ এবং ৬৫এ) পরিবর্তন এবং ৭০ মিটার রেল পুনর্নবীকরণ করা হয়েছে। এই ভারী যান্ত্রিক ট্র্যাক আপগ্রেডগুলি নিয়মিত ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করবে, গতি সংক্রান্ত বিধিনিষেধ দূর করবে এবং যাত্রীদের একটি ঝাঁকুনিহীন চমৎকার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা উপহার দেবে। এই সাফল্য প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি বলেনঃ শিয়ালদহের ব্লকের সাথে একই সময়ে হাওড়ায় এই ব্যাপক শ্যাডো ওয়ার্ক কার্যকর করার মাধ্যমে, আমরা নিত্যযাত্রীদের অতিরিক্ত কোনো ভোগান্তি ছাড়াই গুরুত্বপূর্ণ ট্র্যাক এবং ওভারহেড সম্পদগুলির আধুনিকীকরণ করেছি। এই কৌশলগত রক্ষণাবেক্ষণ আরও মসৃণ ও নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিত করে এবং আমাদের যাত্রীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন চলাচলের সময়ানুবর্তিতাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যায়।

বিডিও বদলি

কলকাতা, ৭ জুলাই ঃ বিভিন্ন ব্লকে উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতিকে আরও মসৃণ গড়ে তুলতে রাজ্য সরকার যুগ্ম বিডিও স্তরে বেশ কিছু রদবদল করেছে। আজ পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর থেকে জারি করা এক নির্দেশিকায় মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব বর্ধমান, হাওড়া, হুগলীর মত জেলায় বিভিন্ন ব্লকে ২৭ জন যুগ্ম বিডিওকে বদলি করা হয়েছে বলে জানান হয়েছে। আধিকারিকদের দ্রুত নতুন জায়গায় দায়িত্ব নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

ইঞ্জিন বিকল, বিপাকে যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ৭ জুলাই ঃ দিঘা থেকে ফেরার পথেই বিপদ। রীতিমতো নাকাল হতে হল পর্যটকদের। বাংলায়, বিশেষত দক্ষিণবঙ্গে দিঘা সবসময়ই একটা জনপ্রিয় পর্যটনের ব্যবস্থা। শীত হোক বা বর্ষা, সারা বছর ভিড় লেগেই থাকে। সম্প্রতি দুর্যোগের আশঙ্কায় দিঘায় সতর্কবার্তা জারি হলেও ভিড়ের কমতি ছিল না। মঙ্গলবার সেখান থেকে ফেরার ট্রেনে চেপেছিলেন যাত্রীরা। তারপর ট্রেন থমকে যায়। এদিন যাত্রী বোঝাই ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায় কাঁথিতে। বিপাকে পড়েন যাত্রীরা। শুরুর দিকে বেহাল যাত্রী পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে যাত্রীরা। বিকল্প ট্রেনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ৩ ঘন্টার বেশি বিকল ইঞ্জিন নিয়ে কাঁথি স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকে ট্রেন। দিঘা থেকে হাওড়ার দিকে যাচ্ছিল ট্রেনটি। কাঁথি স্টেশনের কাছে ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায় মঙ্গলবার দুপুর ১২টা ৫৪ মিনিটে। সেই থেকে আটকে ছিলেন যাত্রীরা। তাঁদের দাবি, দিঘায় ট্রেনে ওঠার সময় তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন চাকায় সমস্যা আছে। কারও কলকাতা ফেরার কথা, কারও পাঁশকুড়া যাওয়ার কথা ছিল। যাত্রীদের অভিযোগ, না রয়েছে পানীয় জল, না রয়েছে বাথরুমের ব্যবস্থা। ফলে তাঁদেরকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। যদিও স্টেশন মাস্টারের দাবি, এই ব্যাপারে তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। পরে ইঞ্জিন সরানোর ব্যবস্থা করা হয়। সেই সঙ্গে বিকল্প ট্রেনেরও ব্যবস্থা করা হয়। পাঁশকুড়া থেকে নতুন ইঞ্জিন আনার ব্যবস্থা করা হয়।

আসন্ন রথযাত্রা উপলক্ষ্যে চন্দননগরে প্রশাসনিক বৈঠক, উপস্থিত বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ৭ জুলাই ঃ আসন্ন রথযাত্রা উৎসবকে শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরাপদভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে মঙ্গলবার হুগলি জেলার চন্দননগর মহকুমা শাসকের দফতরে মঙ্গলবার একটি বিশেষ প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ, মহকুমা শাসক আশুতোষ কুমার-সহ প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরের আধিকারিক এবং জনপ্রতিনিধিরা। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, পরিচ্ছন্নতা এবং জরুরি পরিষেবা-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রথযাত্রার সময় ভক্ত ও দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা এবং নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উৎসব চলাকালীন বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় রেখে কাজ করার ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা রথযাত্রা উপলক্ষ্যে সব ধরনের প্রস্তুতি সময়মতো সম্পন্ন করার আশ্বাস দেন, যাতে উৎসব সুষ্ঠুভাবে এবং নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়।

লোধা পিভিটিজিদের উন্নয়নে চার দফা দাবি, জেলাশাসকের হাতে স্মারকলিপি

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ৭ জুলাই ঃ শিক্ষা, কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে প্রশাসনিক পরিকাঠামো- বিশেষভাবে দুর্বল জনজাতি গোষ্ঠীর (পিভিটিজি) অন্তর্ভুক্ত লোধা সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে চার দফা দাবিতে মঙ্গলবার ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক আকাঙ্ক্ষা ভাস্করের হাতে স্মারকলিপি তুলে দিল 'ঝাড়গ্রাম পিভিটিজি লোধা সমাজ'। সংগঠনের সম্পাদক প্রেমচাঁদ শবরের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল জেলাশাসকের সঙ্গে প্রায় ৪৫ মিনিট বৈঠক করে বিভিন্ন দাবি ও সমস্যার কথা তুলে ধরেন। বৈঠকে নয়াগ্রাম, সাঁকরাইল, বিনপুর-১, জামবনি, ঝাড়গ্রাম ও গোপীবল্লভপুর ব্লকের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের দাবি, বিশেষভাবে দুর্বল জনজাতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার লোধা সম্প্রদায়ের বহু মানুষ এখনও শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছেন। এই দুই জেলার শিক্ষিত লোধা শবর যুবকদের উদ্যোগে গড়ে ওঠা সংগঠনের পক্ষ থেকে তাই জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। স্মারকলিপিতে প্রথমেই লোধা পিভিটিজি সম্প্রদায়ের শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের জন্য সরকারি ক্ষেত্রে বিশেষ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি সরকারি চাকরিতে লোধা পিভিটিজিদের জন্য নির্দিষ্ট শতাংশ সংরক্ষণ এবং লোধা পিভিটিজি শংসাপত্র প্রদানের ব্যবস্থার দাবিও তোলা হয়েছে। সংগঠনের আরও দাবি, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় লোধা পিভিটিজি শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক সিবিএসই বোর্ড বিদ্যালয় গড়ে তোলা হোক, যাতে তারা মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ পায়। একই সঙ্গে লোধা সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সমস্যা, উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং সরকারি পরিষেবার বিষয়গুলি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দুই জেলায় পৃথক লোধা পিভিটিজি উন্নয়ন সেল গঠনের দাবিও জানানো হয়েছে। সংগঠনের সম্পাদক প্রেমচাঁদ শবর বলেন, সরকারি নানা প্রকল্প চালু থাকলেও লোধা সম্প্রদায়ের বহু পরিবার এখনও তার পূর্ণ সুফল পাচ্ছেন না। শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রশাসনিক স্তরে পৃথক উদ্যোগ নেওয়া হলে এই সম্প্রদায়ের উন্নয়ন অনেকটাই ত্বরান্বিত হবে বলে তাঁর দাবি। তিনি জানান, লোধা সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরতে তিনি ২০২৩ সালে দু'বার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। ওই বছরের মার্চে কলকাতার রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গের পিভিটিজি প্রতিনিধিদের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির মতবিনিময় সভায় এবং পরে ১২ জুন রাষ্ট্রপতি ভবনে কেন্দ্রীয় জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের উদ্যোগে দেশের ৭৫ টি পিভিটিজি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের জাতীয় মতবিনিময় কর্মসূচিতেও তিনি অংশ নেন। এ দিনের বৈঠকে জেলাশাসক দাবিগুলি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন বলে সংগঠনের দাবি।

আদিবাসী গৃহবধূর রহস্যমৃত্যু

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৭ জুলাই ঃ পূর্ব বর্ধমানের দেওয়ানদিঘী থানার অন্তর্গত পালিতপুর গ্রামে এক আদিবাসী গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে বাড়ির কাছের একটি জমি থেকে তার দেহ উদ্ধার হয়। মৃতার পরিবারের অভিযোগ, ধর্ষণের পর প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে তাকে খুন করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে এলাকার এক যুবকের যোগ থাকার অভিযোগও তুলেছেন তারা। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সোমবার দুপুরে ওই গৃহবধূ, তার স্বামী এবং প্রতিবেশী শেখ আইজুল বাড়ির পাশের একটি মাঠে বসে মদ্যপান করেন। বিকেল প্রায় চারটে নাগাদ গৃহবধূ বাড়ি ফিরে বিশ্রাম নিতে যান। পরে ঘুম থেকে উঠে তিনি দেখেন, স্বামী এখনও বাড়ি ফেরেননি। এরপর স্বামীকে খুঁজতে বেরিয়ে যান তিনি। তারপর আর বাড়ি ফেরেননি। অন্যদিকে, কিছুক্ষণ পরে গৃহবধূর স্বামী বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরিবারের সদস্যরাও রাত পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালালেও তার কোনও সন্ধান মেলেনি। মঙ্গলবার সকালে বাড়ির অদূরে একটি জমিতে গৃহবধূর নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। মৃতার ভাইয়ের অভিযোগ, ঘটনার সময় উপস্থিত থাকা এলাকার বাসিন্দা শেখ আইজুলই এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। তার দাবি, ঘটনার পর থেকেই ওই যুবক নিখোঁজ। এদিন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছে পরিবার। অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। পুলিশ জানিয়েছে, অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। অভিযোগের সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

আসানসোল ডিভিশনে রেললাইন রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য ট্রেন বাতিল

কলকাতা, ৭ জুলাই ঃ আসানসোল ডিভিশনের ঝাঝা-সীতারামপুর সেকশনের মথুরাপুর স্টেশনে 'ডাউন' লাইনে রেললাইন রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য, ৯ জুলাই ২০২৬ থেকে ১৩ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার দুপুর ২টো (১৪.০০টা) থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট (১৭.৩০ টা) পর্যন্ত ৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের 'ট্রাফিক ব্লক'-এর পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর ফলে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি বাতিল থাকবেঃ ৯, ১৩, ১৬, ২০, ২৩, ২৭, ৩০ জুলাই ২০২৬ এবং ৩, ৬, ১০, ১৩ আগস্ট ২০২৬ তারিখে ট্রেন বাতিলঃ ৬৩৫৪৬ জসিডিহ - অন্ডাল মেমু প্যাসেঞ্জার, ৬৩৫০৯ বর্ধমান - ঝাঝা মেমু প্যাসেঞ্জার, ৬৩৫১০ ঝাঝা - বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার। এছাড়াও, আসানসোল ডিভিশনের দুর্গাপুর কোক ওভেন প্ল্যান্ট - দুর্গাপুর সেকশনে রেললাইন রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য, ১১ জুলাই ২০২৬ থেকে ১১ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার দুপুর ২টো ৩০ মিনিট (১৪.৩০ টা) থেকে সন্ধ্যা ৬টা (১৮.০০টা) পর্যন্ত ৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের 'ট্রাফিক ব্লক'-এর পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর ফলে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি বাতিল থাকবেঃ ১১, ১৪, ১৮, ২১, ২৫, ২৮ জুলাই ২০২৬ এবং ১, ৪, ৮, ১১ আগস্ট ২০২৬ তারিখে ট্রেন বাতিলঃ ৬৩৫২২ আসানসোল - বর্ধমান মেমু, ৬৩৫১৫ বর্ধমান - আসানসোল মেমু, ৬৩৫২৪ আসানসোল - বর্ধমান মেমু, ৬৩৫১৭ বর্ধমান - আসানসোল মেমু।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (প্রোডাকশন)/খড়গপুর ওয়ার্কশপ, দঃপূঃ রেলওয়ে নিম্নরূপ কাজের জন্য ই-টেন্ডারগুলি আহ্বান করছেন ঃ **ক্রমিক নং ও টেন্ডার নং; কাজের নাম; আনুমানিক কাজের মূল্য ১৮% হারে জিএসটি সমেত; বায়না রাশি ঃ (১) কেজিপিডব্লুপ্রোড-শট_গ্রিট-১, তারিখ ০৪.০৭.২০২৬;** খড়গপুর ওয়ার্কশপে উপকরণসমূহ সহ এলএইচবি কামরার, উপকরণসমূহ সহ আইসিএফ/ইএমইউ/এমইএমইউ/ভিবি কামরার এবং বোলস্টার সমেত লোকো বগি ফ্রেমের শট/গ্রিট ব্লাস্টিং ও পেইন্টিং করা; ৫৭,২৫,৩৯৯.২৩ টাকা; ১,১৪,৫০০ টাকা। (২) **কেজিপিডব্লুপ্রোড- এমএইচ-১, তারিখ ০৬.০৭.২০২৬;** শপ নং-১৪/ কেজিপিডব্লু-র মেটিরিয়াল পরিচালনা করার কার্যক্রম; ৩১,২৪,৮৭২ টাকা; ৬২,৫০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.০৭.২০২৬ তারিখে দুপুর ৩টা ক্রমিক নং ১-এর জন্য এবং ২৮.০৭.২০২৬ তারিখে দুপুর ৩টা ক্রমিক নং ২-এর জন্য। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ www.ireps. gov.in বিডিং শুরুর তারিখ ঃ** ১৩.০৭.২০২৬ ক্রমিক নং ১-এর জন্য এবং ১৪.০৭.২০২৬ ক্রমিক নং ২-এর জন্য। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/মাপকাঠির জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে এবং অনলাইনে বিড জমা করতে পারেন। কোনওভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। (PR-430)

Government of West Bengal
IRRIGATION & WATERWAYS DIRECTORATE

SNIT No. : 5/EE/MDD-I/2026-27 under MDD-I is hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of West Bengal from the eligible bonafied contractors for 2 (Two) Nos. Emergent works related to the Irrigation Bungalow at **SALT LAKE** amounting to **Rs.9.90 Lakhs & Rs.29.80 Lakhs**.

Last date and time of application of SNIT is **10.07.2026** up to **14:00 Hrs**. Other details may be seen in the website : **https://iwd.wb.gov.in** and in the office of the under signed.

Sd/- Executive Engineer
Metropolitan Drainage Division No.-I.
Jalasampad Bhavan, 4th Floor, Kol.-91

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ঃ এনআইটি/০২/২৬/৩৬, তারিখ ০৬.০৭.২০২৬। প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলী প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দফাসমূহ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্রমিক নম্বর ও টেন্ডার নম্বর; বিবরণ; ইএমডি** যথাক্রমে ঃ (১) ০৮২৫৫০৭২; ১১.০ টিআর এয়ার কুলড প্যাকেজ ইউনিটসমূহ সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা এবং সূচনা; ₹ ১,২৯,২৮০। (২) ২০২৬২১৫৬; নন অ্যাসবেস্টস ভিত্তিক 'কে' টাইপ কম্পোজিশন ব্রেক ব্লক; ₹৪,৯৯,০৬০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং ১ ও ২-এর জন্য **২০.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৩) **১৪২৫৫১৭৭এ;** স্পেসি নং আরডিএসও/এসপিএন/টিসি/১১০/২০১০ রেভ ০.০ অনুসারে ফাইবার আর্মার্ড আন্ডারগ্রাউন্ড অপটিকাল ফাইবার কেবেল; ₹ ১,৮২,২৩০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৭.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৪) **১৪২৫১১৬৪এ;** ইউজার ম্যানুয়াল বা ভোক্তা নির্দেশিকা সমেত সাজিয়ে রাখার মতো র‍্যাক বা সহ সংযোগ লিংক এবং যথাযথ সংখ্যার সম্পূর্ণ, আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আইআরএস ঃ এসঃ৯৩/৯৬ (এ) অনুসারে এসএমপিএস ভিত্তিক সুসংহত বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা, প্রতিটি সেল ২ ভোল্ট/ ২০০ এএইচ ক্ষমতার, সম্পূর্ণ চার্জযুক্ত ৫৫ + ৫ সেল-এর কম্বিনেশন-এ সিল করা রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজনবিহীন ভিআরএলএ ব্যাটারির ৬০ টি সেল-এর (সংরক্ষণযোগ্য) সেট সংগ্রহের কাজ। ₹ ১,০৪,০৪০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৪.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৫) **২২২৬১০৩৯;** মেরোপেনাম ১ গ্রাম ইঞ্জেকশন (আইটেম কোড এম০১০৬০১) (রেলওয়ে বোর্ডের অনুমোদিত নির্মাতা সংস্থার পণ্য তালিকায় পণ্যটি লভ্য হতে হবে), এআই ২৬-২৭;₹ ৩,২৫,৩২০। (৬) **১৬২৬১১৩৭এ;** ক্যাটেনারি স্প্লাইস (৬৫) সম্পূর্ণ; ₹১,৩৮,৯৮০। (৭) **১৬২৫১০৩০;** ফ্যাসেনার সমেত সম্পূর্ণ কনট্যাক্ট ওয়্যার প্যারালাল ক্ল্যাম্প (ক্ষুদ্র);₹ ১,৫৩,১৮০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং ৫ থেকে ৭-এর জন্য **২১.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৮) **১৪২৬৫০৯৮;** আইআরএস ঃ এস/২৪/২০০২ এবং অ্যাসি. ড্রয়িং নং. আরডিএসও- এস/১১০০০ এবং মোটর আইআরএসঃ এস ৩৭/৮২ অনুসারে লক এবং ডিটেক্টর স্লাইডসমূহ, কেবেল টার্মিনেশন বক্স এবং ক্ল্যাম্প লক ৬০ কেজি সহ সম্পূর্ণ ১১০ ভোল্ট, ডিসিতে পরিচালনযোগ্য ইলেকট্রিক পয়েন্ট মেশিন আইআরএস টাইপ ২২০ মি থ্রো, হাই থ্রাস্ট (এসি ইমিউনিটি ১৬০ ভোল্ট এসি তৎসহ আইপি-৬৭ সুরক্ষা ব্যবস্থা) সংগ্রহের কাজ; ₹২,৬২,৩৩০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৩.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৯) **২১২৬১০৫৭;** উচ্চ ক্ষমতার ড্রাফ্ট গিয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট প্রভৃতি; ₹৫,৩৯,১৯০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৪.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (১০) **২০২৬৫০১৮;** পিনিয়ন সহ মোটর টাইপ ৪৮-৪৫-৬, ইএমইউ/এমইএমইউ-এর জন্য ৩ ফেজ ট্র্যাকশন মোটর; ₹ ৭,৩৬,৪৭০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৩.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (১১) **২০২৬১১৫২;** ইএমইউ-এর জন্য ট্র্যাকশন মোটর টাইপ ২৫৩ বিএক্স/বিডব্লু এবং ৪৬০১ এজেড-এর লেদার বেলো; ₹ ২,৭৫,৪৫০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২২.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (১২) **২০২৬১৭৭৬;** এয়ার স্প্রিং সাসপেনশন অ্যারেঞ্জমেন্ট সমেত ২০ টন অ্যাক্সেল বগির জন্য ব্রেক বিম আউটার; ₹ ২,৪১,২৭০। (১৩) **২০২৬৩০৩২;** নিউম্যাটিক কন্ট্রোল ইউনিট ও ভালভ প্লেট অ্যাসেম্বলি এবং ইনসুলেটর সমেত প্যান্টোগ্রাফ অ্যাসেম্বলি সরবরাহ করার সুযোগ। সম্পূর্ণ প্যান্টোগ্রাফ ডব্লুবিএল ২২.০৩; ₹৭,১৮,৮৪০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং ১২ ও ১৩-এর জন্য **২৭.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (১৪) **২০২৬৫০৩৯;** সম্পূর্ণ গিয়ার হুইল এবং ক্যানন টিউব অ্যাসেম্বলি (এমএসইউ) (স্পেয়ার পার্টস সহ); ₹ ২,২৭,৬২০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৩.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (১৫) **২০২৬১২১৬;** ২৫ কেভি এসি বিজি ইএমডি/এমইএমইউ সমূহর জন্য টারেট বিহীন কেবেল হেড টার্মিনেশন সিস্টেম ভার্টিকাল রিসেপট্যাকেল;₹ ৭,৬০,৯৫০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৩.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (১৬) **১১২৬১১৯০;** ফোল্ডেবল বটল হোল্ডার সংগ্রহের কাজ;₹ ১,২২,৪৮০। (১৭) **১৪২৬১০৯৭;** আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/এসপিএন/১৫৩/২০২৩ (রেভ. ৫.০) অনুসারে, এসি এলইডি ইসিআর-এর সঙ্গে মানানসই এবং বিদ্যমান হাউজিং -এ রেট্রোফিট করার যোগ্য শান্ট এলইডি সিগন্যাল লাইটিং ইউনিট ১১০ ভোল্ট; ₹০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং ১৬ ও ১৭-এর জন্য **২৭.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (১৮) **০৮২৬১২৩৫;** স্পেসিফিকেশন/ড্রয়িং নং. এ-০২০৯ (আরডিএসও/২০০৮/ইএল/ এসপিইসি/০০৮১/রেভ "০") অনুসারে ফিনিশিং বার্নিশ টিভিএ-১৪১০; ₹ ১,৩৯,৯০০। (১৯) **০৮২৬১০৬৯;** ইলেকট্রনিক রেক্টিফায়ার - কাম রেগুলেটিং ইউনিট ইত্যাদির সংগ্রহের কাজ;₹ ১,৮৮,৪৬০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং ১৮ ও ১৯-এর জন্য **২৩.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (২০) **০৮২৬১৬৭১;** লোকোস টাইপ-I, II এবং III (৩ ধরনের) জন্য কেবেল বান্ডিং টাই-এর সেট। পরিমাণ/সেট - ৫০টি;₹ ১,৩৫,৩৬০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৪.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (২১) **০৮২৬১৭০১;** ৩ ফেজ এসি ট্র্যাকশন ইত্যাদির জন্য আর্থিং ব্রাশ সংগ্রহের কাজ;₹১,০১,৩৬০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ৩০.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (২২) **১২২৬_এইচভিএন_৬৯৩৮_৩৯;** আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৬৯৩৮ এবং টি-৬৯৩৯ অনুসারে হাইভিসকাস ইনসুলেটিং লাইনার (এইচভিএন-৬৬) সংগ্রহের কাজের চালু চুক্তি;₹ ৪,৮৭,৭৫০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৭.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (২৩) **১২২৬১০৮৭;** আরডিএসও ড্রয়িং নং. টি-৮৭৪৮ (অল্ট.১) অনুসারে এন্ড কাট মেটাল লাইনার উৎপাদন এবং সরবরাহ; ₹ ২,৪৮,০৭০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২১.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (২৪) **২২২৬৫৪১২;** ইঞ্জেকশন পার্টুজুম্যাব ৬০০ মিমিগ্রা + ট্রাস্টুজুম্যাব ৬০০ মিলিগ্রা (রেলওয়ে বোর্ডের অনুমোদিত উৎপাদনকারী সংস্থার পণ্য তালিকায় পণ্যটি লভ্য হতে হবে) দফা কোড নং. ঃ এম২৬১৭০৭, এআই ২৬-২৭; ₹ ২,০৪,৬৪০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৪.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (২৫) **১২২৬_সিজিআরএসপি_৮৩২৭;** আরডিএসও ড্রয়িং নং. আরডিএসও/টি-৮৩২৭ অনুসারে ৫২ কেজি রেল -এর জন্য ৬.২ মিমি পুরু কম্পোজিট গ্রুভড রবার সোল প্লেট উৎপাদন ও সরবরাহ করার ২ বছরের আরজিসি; ₹ ১,২৯,৩৬০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ৩১.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (২৬) **১২২৬_এসডব্লু_ফিটিংস;** ১২ তে ১, ৬০ কেজি, আরডিএসও ড্রয়িং নং. টি-৪২১৯ অল্ট.-১২ এবং ৮.৫-এর ১, ৬০ কেজি, আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৪৯৬৬ অল্ট৯ অনুসারে ওভার রাইডিং সুইচ -এর ফিটিংস উৎপাদন এবং সরবরাহ; ₹ ৪,৯৯,৫০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৪.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (২৭) **২২২৬৫৪৯১;** ইঞ্জে. ডারাটুমুম্যাব ১৮০০ মিলিগ্রা; ₹ ০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৪.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (২৮) **১২২৬১০২৬;** ১ মিটার দীর্ঘ ফিশপ্লেট ৬০ কেজি টি-৫৯১৬-এর সরবরাহ; ₹ ৭,৩১,৫১০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ৩১.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। টেন্ডার মূল্য ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ২৮ পর্যন্ত ₹ ০। **দ্রষ্টব্য ঃ** উপরোক্ত টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং **https://www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে দরপ্রস্তাব জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলি এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের বিষয়ে আরও বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। STORES-22/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা -৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র. নং. ঃ ১; টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১৩৫২ -২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ০২.০৭.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** ০৩ (তিন) বছরের জন্য শিয়ালদহ ডিভিসনে এলএইচবি ধরনের এসি এবং টিএল কোচসমূহের আন্ডার স্লাং-এ ফিট করা ৪.৫ কেডব্লু আরবিসি এবং ইবিসি (রেগুলেটেড ব্যাটারি চার্জার তথা ইমার্জেন্সি ব্যাটারি চার্জার) নির্মাতা - মেসার্স 'সিগনোট্রন' -এর বার্ষিক আনুপূর্বিক প্রতিরোধমূলক এবং ব্রেকডাউন সময়কালীন রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,২৫,৯১,৩০০.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৫১,৮০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৩৬ মাস। **ক্র. নং. ঃ ২; টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১৩২০ -২০২৬-২৭-আর, তারিখ ঃ ০২.০৭.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/II/ শিয়ালদহ-এর অধিক্ষেত্রে সকল আনুষঙ্গিক কাজ সহ সিমেন্ট দ্বারা কংক্রীট করার কাজ সমেত বিশরপাড়া কোদালিয়া, বহিরা কালীবাড়ী, বেলিয়াঘাটা রোড, ভাসিলা, মাটানিয়া অনন্তপুর, উদয়রামপুর, নিশ্চিন্দপুর মার্কেট হল্ট, নিশ্চিন্দপুর, ঘুটিয়ারি শরিফ, হাবরা, বামনগাজি, মাতলা (মোট ১৬টি) প্ল্যাটফর্মের উচ্চতাবৃদ্ধির কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯২,২৭,৫৫৯.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,৮৪,৬০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **ক্র. নং. ঃ ৩; টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১৩১৭ -২০২৬-২৭-আর, তারিখ ঃ ০২.০৭.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** কলকাতা স্টেশনের নিকটে ০৩ (তিন) বছরের জন্য চক্ররেল (সার্কুলার রেলওয়ে)-এর ২ x ৩.৫ এমএলডি ইটিপি-র ত্রুটি সংশোধনমূলক বৈদ্যুতিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি এবং আনুপূর্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রভৃতি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৪৭,২০,৭৯০.৮৭ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৯৪,৪০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৩৬ মাস। **ক্র. নং. ঃ ৪; টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১৩৫৫ -২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ০২.০৭.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** "কুলপি-কুলপিতে নতুন ব্লক স্টেশন"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ সমূহ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪৫,৬৬,৬৬৩.৮০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৯১,৩০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরু তারিখ ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৪-এর জন্য ১৩.০৭.২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৪-এর জন্য ২৭.০৭.২০২৬ তারিখ। বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী যে ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে ঃ **www.ireps.gov.in**। SDAH-121/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নম্বর ঃ জিইএম/২০২৬/বি/৭৭৪৬২১১, তারিখ ০৪.০৭.২০২৬। ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার/বিএমএফ/বিজিবি, বগি ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরি, পূর্ব রেলওয়ে, ৮৮/১, অধর দাস রোড বজবজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১৩৭ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দরপ্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **দফার বিভাগ ঃ** পণ্য পরিবহন পরিষেবা - প্রতি মেট্রিক টন প্রতি কিমি ভিত্তিক পরিষেবা - ৭০০ কিমির বেশি দূরবর্তী ভারতের বিভিন্ন রেলওয়ে ইউনিট সমূহে বজবজের বগি নির্মাণ কারখানা থেকে প্রতি মেট্রিক টন প্রতি কিমি ভিত্তিতে এলএইচবি বগি ফ্রেম পরিবহনের পরিষেবা প্রদানঃ ওপেন বডি টরাস;... **ভারতীয় টাকায় অনুমিত দরপ্রস্তাব মূল্য(সমস্ত কর সমেত) ঃ** ১০০,৮০,৬৫৮.৩১ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ সংক্রান্ত বিশদ ঃ পরামর্শদাতা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **প্রদেয় বায়না অর্থ রাশি ঃ** ২,০১,৬১০ টাকা। **চুক্তির মেয়াদ ঃ** ২ বছর। **দরপ্রস্তাবের বৈধতা (শেষ তারিখ থেকে) ঃ** ১২০ দিন। **দরপ্রস্তাব প্রদান শেষের তারিখ/সময় ঃ** ২৫.০৭.২০২৬ তারিখ বিকেল ৪টে। **দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ/সময় ঃ** ২৫.০৭.২০২৬ তারিখ বিকেল ৪টে ৩০ মিনিটে। **দরপ্রস্তাবদাতার (৩ বছরের জন্য) ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভার ঃ** ৫১ লাখ টাকা। **একই/সমতুল ধরনের পরিষবার জন্য প্রয়োজনীয় অতীত অভিজ্ঞতার বর্ষসংখ্যা ঃ** ১ বছর। **সমতুল পরিষেবার অতীত অভিজ্ঞতা প্রয়োজনীয় কিনা ঃ** হ্যাঁ প্রয়োজনীয়। **অভিজ্ঞতার বছর সংখ্যা এবং টার্নওভারে এমএসই ছাড় ঃ** নেই। **নতুন উদ্যোগের জন্য অভিজ্ঞতার বছর সংখ্যা এবং টার্নওভারে ছাড় ঃ** নেই। **বিক্রেতার নিকট থেকে প্রয়োজনীয় নথি ঃ** অভিজ্ঞতার বিষয়াবলি, দরপ্রস্তাবদাতার টার্নওভার, শংসাপত্র (এটিসিতে অনুরোধকৃত)। * যদি কোনো কারণে দরপ্রস্তাবদাতা অভিজ্ঞতা/টার্নওভার বিষয়ক ছাড় চান, সেই ছাড় পাওয়ার তিনি যে যোগ্য তা ক্রেতা কর্তৃক যাচাইয়ের জন্য সেই যোগ্যতার সমর্থনে নথি আপলোড করতে হবে। **দরপ্রস্তাবে অংশগ্রহণকারী সকল দরপ্রস্তাবদাতাকে দরপ্রস্তাবদাতাদের দ্বারা আপলোড করা নথিসমূহ আপনারা দেখাতে চান কি ?** হ্যাঁ (টেন্ডার দরপ্রস্তাব প্রক্রিয়াকালীন ব্যাখ্যামূলক বা প্রতিনিধিত্বমূলকভাবে দাখিলকৃত নথিসমূহ লগ ইন করার পর অন্যান্য অংশগ্রহণকারী দরপ্রস্তাবদাতারাও দেখতে পারেন)। **দরপ্রস্তাব থেকে আরএ কার্যকরী ঃ** নয়। **দরপ্রস্তাবের ধরন ঃ** দুই প্যাকেট বিড। **প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন চলাকালীন প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যা প্রদানের অনুমোদিত সময় ঃ** ২ দিন। **মূল্যায়ন পদ্ধতি ঃ** সম্পূর্ণ মূল্যের ওপর মূল্যায়ন। **ই-পিবিজি-র বিশদ বিবরণ ঃ পরামর্শদাতা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। MISC-97/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে মাল্টি পারপাস স্টলের জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে মাল্টি পারপাস স্টলের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **নিলাম ক্যাটালগ নং: সি-এপি-এমপিএস-৯-২৬। রেট ইউনিট:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সমস্ত লট) ঃ** ২০-০৭-২০২৬ তারিখ **১০:০০ টায়; দিন:** ১৮২৬।

ক্রম নং	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	এমপিএস-এপিডিজে-জেপিই-এমপিএস-৬৮-২৬-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-২ -এ মাল্টি পারপাস স্টল।
এএ/২	এমপিএস-এপিডিজে-এইচএসএ-এমপিএস-২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	হাসিমারা স্টেশনের পিএফ-২ -এ মাল্টি পারপাস স্টল বরাদ্দের ব্যবস্থা।
এএ/৩	এমপিএস-এপিডিজে-ডিকিউজি-এমপিএস-৩-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	ধূপগুড়ি স্টেশনের পিএফ-২ -এ মাল্টি পারপাস স্টল বরাদ্দের ব্যবস্থা।
এএ/৪	এমপিএস-এপিডিজে-জেপিই-এমপিএস-৬৭-২৬-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় মাল্টি পারপাস স্টল।
এএ/৫	এমপিএস-এপিডিজে-এপিডিজে-এমপিএস-৪৯-২৬-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	আলিপুরদুয়ার স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় এমপিএস ইউনিট বরাদ্দের ব্যবস্থা।
এএ/৬	এমপিএস-এপিডিজে-ডিএইচএইচ-এমপিএস-৪৫-২৫-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	দিনহাটা স্টেশনের পিএফ- ১ -এ মাল্টি পারপাস স্টল বরাদ্দের ব্যবস্থা।
এএ/৭	এমপিএস-এপিডিজে-ডিবিবি-এমপিএস-২২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	ধুবরি স্টেশনের পিএফ- ১ -এ মাল্টি পারপাস স্টলের ব্যবস্থা।
এএ/৮	এমপিএস-এপিডিজে-ডিবিবি-এমপিএস-৪৬-২৫-১(এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	ধুবরি স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় মাল্টি পারপাস স্টল বরাদ্দের ব্যবস্থা।

লট বন্ধের তারিখ ও সময়: ২০-০৭-২০২৬ তারিখ **১১:৪০** টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড **৩০** মিনিট। পরবর্তী লটগুলি বন্ধ হওয়ার ব্যবধান **১০** মিনিট। **দ্রষ্টব্য ঃ** আগ্রহী দরদাতাদের আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এর ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-II, KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following work:

NIT No. : LTG/Z2/INST/64/25-26

Name of the work: **Supply and installation of water cooler machines for KMCP School at 3-Goaltuli Lane in Ward No.-52, under VI, KMC.** Estimated amount: ₹ **2,88,550.94.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **03 days.** Bid submission starting date and time: **13.07.2026 from 11 AM.** Last date and time of submission of bid: **13.07.2026 up to 11 AM.** Bid opening date for technical proposal: **21.07.2026 at 2 PM.** The bid forms and other details are available on and from **13.07.2026 after 11 AM** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-IV, BR-X, KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/03/26-27

Name of the work: **Supply of services for operation and routine upkeeping of street lighting system in Ward No.-97, BR-X.** Estimated amount: ₹ **4,96,220.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **365 days.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/04/26-27

Name of the work: **Installation of cable tray at the eastern side of the Hoogla Para Uttaran in Ward No.-94, BR-X.** Estimated amount: ₹ **4,91,502.36.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **20 days.** Last date and time of completion of bid: **15.07.2026 up to 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **07.07.2026 from 5 PM (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-I, KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works:

(1) NIT No. : LTG/20/WD-19/BR-II/Z-I/26-27

Name of the work: **Repairing and replacement of street lighting arrangements at Stand Bank Road and other places in Ward No.-19 under BR-II.** Estimated amount: ₹ **2,48,516.56.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : LTG/21/WD-20/BR-II/Z-I/26-27

Name of the work: **Repairing and replacement of street lighting arrangements at Nimtola Ghat Street and other places in Ward No.-20 under BR-II.** Estimated amount: ₹ **2,36,598.56.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date of submission of bid: **17.07.2026 at 1 PM (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **07.07.2026 at 1 PM (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-III, KMC invites open e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/VII/2026-27/01

Name of the work: **Engagement of electrical night gang for emergency breakdown/disaster preparedness of lighting system for avoid any type of accident and public safety under BR-VII.** Estimate amount: ₹ **4,06,213.52.** Earnest money: ₹ **8,200.00.** Period of completion: **214 days.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/VII/2026-27/02

Name of the work: **Installation of insulating materials on the street light poles at different places in Ward No.-67 under BR-VII.** Estimate amount: ₹ **2,48,954.90.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/VII/2026-27/03

Name of the work: **Installation of insulating materials on the street light poles at different places in Ward No.-63 under BR-VII.** Estimate amount: ₹ **2,49,205.38.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/VII/2025-26/868R

Name of the work: **Supply and delivery of LED street light and flood light fittings at Dr. G. S. Bose Road and Bose Pukur Road in Ward No.-67.** Estimate amount: ₹ **1,96,980.30.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/VII/2026-27/08

Name of the work: **Installation of insulating materials on the street light poles at different places in Ward No.-65, under BR-VII.** Estimate amount: ₹ **2,44,413.94.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(6) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/VIII/2026-2027/15

Name of the work: **Miscellaneous works for protection of poles by using UPVC pipe for safety of pedastrian at Panchanantala Road, Kankulia Road, Raja Basanta Roy Road, and other areas in Ward No.-90 under BR-VIII.** Estimate amount: ₹ **2,49,426.57.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(7) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/VIII/2026-2027/14

Name of the work: **Supply and delivery of LED street light fittings at Panchanantala Road, Kankulia Road, Dr. Sarat Banerjee Road and surrounding areas in Ward No.-90, under BR-VIII.** Estimate amount: ₹ **1,99,136.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(8) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/VIII/2026-2027/19

Name of the work: **Supply and delivery of LED street light fittings at Monohar Pukur Road, Satish Mukherjee Road, Deshapriya Park Road and surrounding areas in Ward No.-84, BR-VIII.** Estimate amount: ₹ **1,99,136.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(9) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/VIII/2026-2027/20

Name of the work: **Installation of insulating materials on the street light poles at different places in Ward No.-84, under BR-VIII.** Estimate amount: ₹ **2,49,426.57.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **17.07.2026 at 12 Noon (For Sl. No. 1 to 5)** and **20.07.2026 (2 PM) (For Sl. No. 6 to 9).** Bid opening date for technical proposals (online): **17.07.2026 at 2 PM (For Sl. No. 1 to 5)** and **20.07.2026 (2:30 PM) (For Sl. No. 6 to 9).** The bid forms and other details are available on and from **07.07.2026 (6 PM) (For Sl. No. 1 to 9).** The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 9).**

The Dy. Chief Engineer (C) (Parks & Squares), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/DCE/PS/IX/76/01/26-27 (1st Call)

Name of the work: **Deployment of labour for daily maintenance of Kabitirtha Park and two Gardens along Ramkamal Street in Ward No.-76, BR-IX.** Estimated cost: ₹ **1,96,735.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **365 days.**

(2) NIT No. : KMC/DCE/PS/IX/73/04/26-27 (1st Call)

Name of the work: **Deployment of labour for daily maintenance of Harish Park Children Corner in Ward No.-73, BR-IX for the period of one year.** Estimated cost: ₹ **2,95,102.50.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **365 days.**

(3) NIT No. : KMC/DCE_PS/I/05/2/26-27 (1st Call)

Name of the work: **Daily maintenance of Ajit Panja Shishu Uddyan, Basundhara Park and adjacent portion of Basundhara Park, Nalini Mohan Uddyan for 365 days in Ward No.-05, BR-I.** Estimated cost: ₹ **4,91,837.50.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **365 days.**

(4) NIT No. : KMC/DCE_PS/I/05/3/26-27 (1st Call)

Name of the work: **Daily maintenance of Sailajananda Uddyan at Indra Biswas Road and its adjacent Garden and another Garden along Raja Manindra Road in Ward No.-05, BR-I for (365 days).** Estimated cost: ₹ **3,93,470.00.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid: **17.07.2026 - 1 PM (For Sl. No. 1 to 4).** Date of opening tender: **20.07.2026 - 2 PM (For Sl. No. 1 & 2).** Bid opening date for technical proposals (online): **20.07.2026 - 2 PM (For Sl. No. 3 & 4).** The bid forms and other details shall be available on and from **08.07.2026 (10 AM) (For Sl. No. 1 to 4).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).** (204/26-27)

মেরিনোর গোলে চুরমার রোনাল্ডোর বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন, শেষ আটে স্পেন

সংবাদ সংস্থা, ডালাস, ৭ জুলাইঃ ফুটবল মাঠে নব্বই মিনিট পর্যন্ত গোলশূন্য থাকা মানেই যে ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ের দিকে এগোচ্ছে, এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। খেলা যে এক সেকেন্ডেই ঘুরে যেতে পারে, ডালাসে সেটাই আরও একবার প্রমাণ করল স্প্যানিশ আর্মাডা। ম্যাচের একদম শেষলগ্নে, ৯১ মিনিটে, মিকেল মেরিনোর আচমকা এক গোলেই ১-০ ব্যবধানে পর্তুগালকে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে দিল লুইস দে লা ফুয়েন্তের স্পেন। আর রেফারির শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গেই চূড়ান্ত যবনিকা পতন ৪১ বছরের ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্নের। ডালাসের মাঠে কোনও রূপকথার জন্ম হল না, বরং স্পেনের মগজাস্ত্রের কাছে পরাস্ত হয়েই বিশ্বমঞ্চ থেকে বিদায় সিআর সেভেনের। অন্যদিকে, স্নায়ুযুদ্ধে বাজিমাত করে বিশ্বকাপের শেষ আটে টিকিট পাকা করে ফেলল স্পেন। ম্যাচের শুরু থেকেই দুই দলই মেপে পা ফেলছিল। যদিও অষ্টম মিনিটেই স্পেনকে এগিয়ে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ পান মিকেল ওয়ারসাবাল। পর্তুগিজ গোলরক্ষককে কার্যত একা পেয়েও তাঁর নেওয়া শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। অন্য প্রান্তে গোলের জন্য রীতিমতো মরিয়া রোনাল্ডো। ১১ মিনিটে তাঁর একটি জোরালো শট অনায়াসে রুখে দেন স্প্যানিশ গোলরক্ষক উনাই সিমন। এরপর জোয়াও ফেলিক্সের নিখুঁত পাস থেকে রোনাল্ডোর নেওয়া দুরন্ত ভলিও দারুণ দক্ষতায় সেভ করেন। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার ঠিক আগে, ৪১ মিনিটে পর্তুগালের নুনো মেন্ডেসের একটি জোরালো শট পেদ্রো পোরোর গায়ে লেগে ক্রসবারে প্রতিহত হয়। প্রথমার্ধে দুই দল খাতা খোলার একাধিক সুযোগ পেয়েও ফিনিশিংয়ের অভাবে গোলশূন্য ড্র নিয়েই লকার রুমে ফেরে। সেকেন্ড হাফে বলের দখল এবং গতির লড়াই আরও তীব্র হয়ে ওঠে। তবে ৫৫ মিনিটে বড় ধাক্কা খায় পর্তুগিজ শিবির। স্প্যানিশ তরুণ তুর্কি লামিন ইয়ামালকে আটকে রাখার ক্ষেত্রে যিনি সবচেয়ে বড় ভরসা ছিলেন, সেই বাঁ-দিকের ডিফেন্ডার নুনো মেন্ডেস চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন। তাঁর বদলে নামেন নেলসন সেমেদো।

৭০ মিনিটে আক্রমণে আরও ধার বাড়াতে রাফায়েল লেয়াও, দিয়োগা দালো এবং ফ্রান্সিসকো কনসেইসাওদের মাঠে নামান পর্তুগালের কোচ রবার্তো মার্তিনেজ। পাল্টা চাল দেন স্পেনের কোচও। মাঝমাঠে বলের দখল নিতে মেরিনো, ফাবিয়ান রুইসদের নামিয়ে কৌশল বদলান তিনি। ৭২ মিনিটে ইয়ামালের একটি বুদ্ধিদীপ্ত ফ্রি-কিক দুর্দান্তভাবে সেভ করেন দিয়োগো কোস্তা। ৭৮ মিনিটে দানি ওলমোর একটি নিশ্চিত গোলের শট অসাধারণ স্লাইডিং ব্লকে আটকে দেন রুবেন দিয়াস। যখন গ্যালারির প্রায় সবাই অতিরিক্ত সময়ের হিসেব কষতে শুরু করেছেন, ঠিক তখনই ইনজুরি টাইমের প্রথম মিনিটে স্পেনের মোক্ষম চাল। দ্রুত নেওয়া ফ্রি-কিক থেকে পর্তুগালের রক্ষণভাগ বুঝে ওঠার আগেই বল পেয়ে যান ফেরান তোরেস। তাঁর নিখুঁত থ্রু বল ধরে বক্সে ঢুকে নিচু শটে বল জালে জড়িয়ে দেন মেরিনো। ৯১ মিনিটের সেই গোলেই স্পেনের জয় নিশ্চিত। শেষ কয়েক মিনিটে মরিয়া আক্রমণ শানিয়েও সমতা ফেরাতে ব্যর্থ পর্তুগাল। ম্যাচের আগেই রোনাল্ডো জানিয়েছিলেন যে এটাই তাঁর শেষ বিশ্বকাপ। নকআউটে টানা দুই ম্যাচে গোল করে নতুন ইতিহাস গড়ার সুযোগও এদিন হাতছাড়া করলেন তিনি। পুরো ম্যাচে স্পেনের জমাট রক্ষণ তাঁকে সেভাবে নড়াচড়ার জায়গাই দেয়নি। কোয়ার্টার ফাইনালে এখন স্পেনের সামনে আমেরিকা অথবা বেলজিয়াম। ফুটবল যে বড়ই নির্মম, প্রত্যাশাপূরণের ধার ধারে না, তা প্রমাণ হল ডালাসের ময়দানে। খালি হাতে বিদায় নিলেন রোনাল্ডো। ম্যাচ শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রোনাল্ডো স্বীকার করেন, বিদায় মেনে নেওয়াটা ভীষণ কঠিন। তবে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে এখনই বুটজোড়া তুলে রাখার মতো কোনও হঠকারী সিদ্ধান্ত নিতে নারাজ তিনি। সিআরসেভেন বলেন, ''এভাবে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেওয়ায় দুঃখিত। আমি আমার সবটুকু উজাড় করে দিয়েছি। নিজের সেরাটা দিয়েছি এবং পরিষ্কার বিবেক নিয়েই ফিরছি। হ্যাঁ, এটা আমার শেষ বিশ্বকাপ ছিল ঠিকই, কিন্তু এখন আমার হাতে ভাবার সময় আছে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাব। আমি কোনও হঠকারী সিদ্ধান্ত নেব না!'' ৪১ বছর বয়সি এই তারকা আরও যোগ করেন, পরাজয়ের উত্তেজনার বশে কোনও বড় পদক্ষেপগ্রহণ, যাতে দলের উপর এর কোনও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, তাঁর তীব্র অপছন্দ। নিজের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের সাফল্য নিয়ে বলার সময় পর্তুগালের ফুটবল ইতিহাসকেও মনে করিয়ে দিতে ভোলেননি রোনাল্ডো। খানিক দম্ভের সুরেই বলেন, ''আমি পর্তুগালের হয়ে তিনটে ট্রফি জিতেছি। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর আগে পর্তুগাল একটাও ট্রফি জেতেনি। জাতীয় দলের জেতা সবচেয়ে বড় ট্রফি হল ২০১৬ সালের ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ, যা সত্যি কথা বলতে আমার কাছে একটা বিশ্বকাপের মতোই তাৎপর্যপূর্ণ।'' এই লজ্জাজনক হারের পর দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দিয়েছেন পর্তুগালের কোচ রবার্তো মার্তিনেজ। বিদায়ী কোচকে ধন্যবাদ জানিয়ে রোনাল্ডো বলেন, ''আমি ওঁর সঙ্গে কাজ করতে খুব পছন্দ করতাম। একজন দারুণ ম্যানেজার এবং খুব ভাল মানুষ। পর্তুগালের জন্য উনি যা করেছেন, তার প্রশংসা করতেই হবে। আমি ওঁকে ধন্যবাদ জানাই, ওঁর মঙ্গল কামনা করি।'' আর এদিন কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার আনন্দে মাতোয়ারা স্পেনের ফুটবলাররা, ঠিক তখনই এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখল গোটা দুনিয়া। দলের বাঁধভাঙা উৎসব উদযাপন মাঝপথে থামিয়ে এগিয়ে এলেন স্পেনের ১৮ বছর বয়সি তরুণ তুর্কি লামিন ইয়ামাল। ৪১ বছরের বিধ্বস্ত আল নাসর তারকাকে পরম শ্রদ্ধায় বুকে টেনে নিলেন বার্সেলোনার এই বিস্ময় বালক। মুহূর্তটি প্রতীকী। কারণ, একদিকে কেরিয়ারের অস্তাচলে সিআরসেভেন। অন্যদিকে সদ্য মহাতারকা হয়ে উঠছেন ইয়ামাল। এক অর্থে, এই জড়িয়ে ধরা যেন দুই প্রজন্মের অব্যক্ত সংলাপ। একদিকে অপসৃত হচ্ছে পর্তুগিজ মহাতারকার বিচ্ছুরণ। অন্যদিকে ধীরে ধীরে আভা ছড়াচ্ছেন স্পেনের প্রতিভা।

এশিয়ান গেমস, জিম্বাবোয়ে সিরিজ থেকে আউট গম্ভীর?

মুম্বই, ৭ জুলাইঃ ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান কোচের ভূমিকায় আবার দেখা যেতে পারে ভিভিএস লক্ষ্মণকে। একাধিক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ২০২৬ সালের এশিয়ান গেমস এবং জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারতীয় পুরুষ দলের কোচের দায়িত্ব সামলাবেন তিনি। নিয়মিত প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর এই দুই দায়িত্বে থাকবেন না। কারণ, সেই সময় ভারতের ঘরের মাঠের আন্তর্জাতিক সূচির সঙ্গে এই সফরগুলির সময় মিলছে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে ভারতের ব্যস্ত আন্তর্জাতিক সূচির কারণে বিসিসিআই দু'টি আলাদা দল নামানোর পরিকল্পনা করেছে। গৌতম গম্ভীর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দেশের মাটিতে হওয়া সাদা বলের সিরিজে সিনিয়র দলের সঙ্গে থাকবেন। অন্যদিকে, জাপানের নাগোয়া এবং জিম্বাবোয়ে সফরে যাওয়া দলের দায়িত্বে থাকবেন ভিভিএস লক্ষ্মণ। হিন্দুস্তান টাইমসের এক সাংবাদিক সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবি করেছেন, ভারতের ঠাসা ক্রিকেট সূচির কারণেই গৌতম গম্ভীর এবং ভিভিএস লক্ষ্মণের মধ্যে কোচিং দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে। তাঁর কথায়, ''গম্ভীর জিম্বাবোয়ে সিরিজ এবং এশিয়ান গেমসে থাকবেন না, কারণ সেই সময়েই ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভারত সফর শুরু হবে।'' লক্ষ্মণ এর আগেও ২০২৩ এশিয়ান গেমসে ভারতের কোচ ছিলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ের নেতৃত্বে ভারত সোনা জিতেছিল। এ ছাড়া অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবেও একাধিকবার জাতীয় দলের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। ২০২৬ এশিয়ান গেমসের ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত জাপানের কোরোগি অ্যাথলেটিক পার্কে অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রতিযোগিতার জন্য ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক করা হয়েছে শ্রেয়স আইয়ারকে। আয়ারল্যান্ড সফরের আগে সূর্যকুমার যাদবের জায়গায় তাঁকে নেতৃত্ব দেওয়া হয়। এশিয়ান গেমসের দলে জায়গা হয়নি সূর্যকুমারের। তবে অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসন এবং ঈশান কিষানের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী দলের কয়েক জন সদস্য স্কোয়াডে রয়েছেন। বছরের প্রথমার্ধে টানা ক্রিকেট খেলার পর বিশ্রাম নেওয়া জসপ্রীত বুমরাও দলে ফিরেছেন। এশিয়ান গেমসের ভারতীয় দলে জায়গা হয়নি কুলদীপ যাদবের। নির্বাচকরা শেষ পর্যন্ত বাঁহাতি স্পিনারকে স্কোয়াডের বাইরে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ ছাড়া চোটের কারণে দলে নেই হার্দিক পান্ডিয়াও। ২০২৬ আইপিএল-এর দ্বিতীয় ভাগে পিঠের চোট পাওয়ার পর তিনি এখনও পুরোপুরি সুস্থ নন। সেই কারণেই এশিয়ান গেমসের টি-টোয়েন্টি পরিকল্পনায় তাঁকে রাখা হয়নি। শুধু এশিয়ান গেমস নয়, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠের একদিনের সিরিজ এবং ইংল্যান্ড সফরেও নেই হার্দিক। আগামী বছরের বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে তাঁকে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে সতর্ক ভাবে ব্যবহার করতে চাইছে টিম ম্যানেজমেন্ট।

কোয়ার্টার ফাইনালের পর আর ট্রিওন্ডা বলে খেলা হবে না বিশ্বকাপ, বড় সিদ্ধান্ত নিল ফিফা

সংবাদ সংস্থা, জুরিখ, ৭ জুলাইঃ আজ থেকে ঠিক একমাস আগে ছবিটা ছিল অন্য। বিশ্বকাপের কোন গ্রুপে কোন দল, নিজের প্রিয় দল কবে নামবে, কোন চ্যানেলে ম্যাচ দেখাবে। এই সবকিছু নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন সমর্থকরা। বিশ্বকাপের সূচি ধরে নিজের স্লিপসাইকেল ঠিক করার কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু এখন ছবিটা অন্য। কোয়ার্টার ফাইনাল প্রায় চূড়ান্ত। শেষ ৩২-এর পর শেষ ১৬ হাড্ডাহাড্ডি হয়েছে। কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমি ফাইনাল ও ফাইনালের উত্তেজনা যে আরও কয়েকগুণ বাড়বে তা আর বলার দরকার পড়ে না। এই পরিস্থিতিতে এ বার সেমিফাইনাল, তৃতীয় স্থান অর্জনকারী ম্যাচ ও বিশ্বকাপ ফাইনালের জন্য নতুন বল আনল ফিফা ও অ্যাডিডাস। সম্প্রতি 'ট্রিওন্ডা ফাইনাল' নামে একটি বল উন্মোচন করে ফিফা ও অ্যাডিডাস। সেমিফাইনাল, তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ এবং ফাইনালে এটি ব্যবহার করা হবে। এই চারটে ম্যাচকে আরও আকর্ষণ করে তুলতে এই পদক্ষেপ। ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত অফিসিয়াল ম্যাচ বল ট্রিওন্ডার উন্নত সংস্করণ হিসেবে তৈরি করা হয়েছে নতুন এই বল। পারফরম্যান্স ও প্রযুক্তিগত দিক আগের মতোই রাখা হলেও নকশায় আনা হয়েছে বড় পরিবর্তন। বিশ্বকাপের নকআউট পর্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলোর মর্যাদা তুলে ধরতেই বিশেষ ডিজাইনের এই বল তৈরি করেছে অ্যাডিডাস। এই প্রথম টুর্নামেন্টের শেষ চারটি ম্যাচের জন্য আলাদা নকশার অফিসিয়াল বল ব্যবহার করছে

ফিফা। শুধুমাত্র রঙ পরিবর্তন নয়, নতুন বলের প্রতিটি নকশার মধ্যেই ফুটে উঠেছে বিশ্বকাপ জয়ের প্রতীকী যাত্রা। এই বলের মূল আকর্ষণ সোনালি ও কালো রঙের সমন্বয়। কালো রংয়ের ওপর সোনালি নকশায় তুলে ধরা হয়েছে বিশ্বকাপ ট্রফির প্রতীকী ছবি, যা বলটিকে আরও আকর্ষণীয় করেছে। নতুন এই বলে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে ২০২৬ বিশ্বকাপের আয়োজক ১৬টি শহর। এর মধ্যে সেমিফাইনাল, তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ ও ফাইনালের আয়োজক ডালাস, আটলান্টা, মায়ামি এবং নিউ জার্সিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বোস্টন, গুয়াদালাহারা, হিউস্টন, কানসাস সিটি, লস অ্যাঞ্জেলেস, মেক্সিকো সিটি, মনতেরে, ফিলাডেলফিয়া, সান ফ্রান্সিসকো বে এরিয়া, সিয়াটল, টরন্টো এবং ভ্যাঙ্কুভারের নামও গ্রাফিক্স হিসেবে বলে রাখা হয়েছে। নতুন বল উন্মোচনের সময় ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বলেন, বিশ্বকাপের শেষ চারটি ম্যাচে বিশ্বের সেরা ফুটবলারদের পায়ে থাকবে এই বল। তিনি জানান, প্রতিটি পাস, শট, সেভ ও গোলের সঙ্গে বিশ্বকাপের ১৬টি আয়োজক শহরের অবদানও মিশে থাকবে। প্রযুক্তিগত দিক থেকেও কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে এই বিশেষ বলে। এতে ব্যবহার করা হয়েছে কানেক্টেড বল টেকনোলজি, যার মাধ্যমে রিয়েল-টাইমে বলের গতিবিধি ও তথ্য রেকর্ড করা হবে এবং এই ডেটা ভিএআর-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণে আরও দ্রুত কাজ করবে। পাশাপাশি রেফারি ভিএআর পরীক্ষার সময়ে এই বলের ডেটা কাজে লাগাতে পারবেন। পাশাপাশি ম্যাচ বিশ্লেষণেও এটি নতুন মাত্রা যোগ করবে। তবে প্রশ্ন, ট্রিওন্ডা বলে যেমন অতিরিক্ত গতি আলোচনা এসেছিল সেটাই কি থাকবে ট্রিওন্ডা ফাইনালে?

যুক্তরাষ্ট্রের স্বপ্ন গুঁড়িয়ে দিয়ে কোয়ার্টার-ফাইনালে বেলজিয়াম

বেলজিয়ামের বিখ্যাত 'গোল্ডেন জেনারেশন' এখন অতীত। তবে সেই সোনালি সময়কেই যেন মনে করিয়ে দিল এই দল। প্রথমার্ধে উপহার দিল তারা দাপুটে ফুটবল। দ্বিতীয়ার্ধেও আধিপত্য ধরে রেখে বড় জয়ে পৌঁছে গেল শেষ আটে। দেশের মাঠের বিশ্বকাপে স্বপ্নের ডানায় উড়তে থাকা যুক্তরাষ্ট্র যেন মুখ থুবড়ে পড়ল এক ধাক্কায়।

সংবাদ সংস্থা, সিয়াটল, ৭ জুলাইঃ বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় গ্যালারি ভরা দর্শককে স্তব্ধ করে যুক্তরাষ্ট্রকে ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত করে কোয়ার্টার-ফাইনালে পৌঁছে গেল বেলজিয়াম। ইউরোপের দলটির হয়ে প্রথমার্ধে দুটি গোল করে শার্ল ডি কেটেলারে। দ্বিতীয়ার্ধে যুক্তরাষ্ট্রের গোলকিপার ম্যাট ফ্রিজের চরম ভুল কাজে লাগিয়ে ব্যবধান বাড়ান হন্স ফানাকে। শেষ দিকে যোগ করা সময়ে জালের দেখা পান অভিজ্ঞ রোমেলু লুকাকু। আয়োজকদের একমাত্র গোলটি করেন মালিক টিলম্যান। ম্যাচের আগে যাকে নিয়ে ছিল তোলপাড়, ডনাল্ড ট্রাম্পের ফোন পেয়ে যার লাল কার্ডের নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করায় ফুটবল বিশ্বজুড়ে চলছে আলোচনা-সমালোচনার ঝড়, সেই ফোলারাইন বালোগন তেমন কিছু করতে পারেননি ম্যাচে। বরং ম্যাচের আগের এস ঘটনাপ্রবাহের প্রভাব নিশ্চিতভাবেই পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলারদের মনস্তত্ত্বে। আগের ম্যাচগুলোর মতো গতিময় ও উজ্জীবিত এই ফুটবল আর দেখা যায়নি তাদের। চাপে যেন খেই হারিয়ে ফেলে গোটা দল। ঘরের মাঠে বড় স্বপ্ন নিয়ে ছুটতে থাকা দলের পথচলা শেষ হয়ে গেল কোয়ার্টার-ফাইনালের আগেই। বিশ্বকাপের তিন আয়োজকের কোনোটিই এখন আর টিকে রইল না লড়াইয়ে। সিয়াটল স্টেডিয়ামে ভারতীয় সময় মঙ্গলবার সকালে ম্যাচের শুরু থেকেই দুই দলই চেষ্টা করে ফ্লাঙ্ক দিয়ে আক্রমণে উঠতে। প্রথম বড় সুযোগ পায় বেলজিয়াম। অষ্টম মিনিটে ডান দিক থেকে আক্রমণ গড়ে তোলে তারা এবং বক্সে একটি নিখুঁত বল আসে। কাছের পোস্টে থাকা ইউরি টিলেমান্স পায়ের পাশ দিয়ে দূরের পোস্টে শট নিতে গিয়ে বাইরে মেরে দেন। পরের মিনিটেই এগিয়ে যায় বেলজিয়াম। বক্সের মধ্যে উঁচু বল নিয়ন্ত্রণে আনেন নিকোলা হাসকিন। ডান

পোস্টের কাছে থাকা ডি কেটেলারেকে তিনি দেখতে পান এবং তার দিকে একটি চমৎকার পাস বাড়িয়ে দেন। ফাঁকায় থাকা ফরোয়ার্ড অনায়াসেই বল জালে জড়িয়ে দেন। গোলের পরও দাপট ধরে রাখে বেলজিয়াম। চতুর্দশ মিনিয়ে লেয়ান্দ্রো টোসাডের শট ক্রসবারের ওপর দিয়ে চলে যায়। হাইড্রেশন ব্রেকে পর যুক্তরাষ্ট্র একটু গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেও আধিপত্য থাকে বেলজিয়ামেরই। তবে আয়োজক দল আচমকাই সমতায় ফেরে ফ্রি কিক থেকে। টিলম্যানের শট বেলজিয়ামের মানব দেয়ালে হন্স ফানাকের মাথায় লেগে দিক পরিবর্তন করে জালে ঢুকে যায়। গোলকিপার তিবো কোর্তোয়ার পুরোপুরি হতচকিত হয়ে পড়েন, অসহায় তাকিয়ে থাকা ছাড়া কিছু করার ছিল না তার। গোটা স্টেডিয়াম উল্লাসে ফেটে পড়ে। তবে সেই উল্লাস মিইয়ে যায় দ্রুতই। বেলজিয়ামের জবাব দেয় ত্বরিত। গোলের পরপরই আক্রমণে ওঠে তারা এবং বক্সে দুর্দান্ত এক ক্রস করেন ট্রসাড। কাছ থেকেই দক্ষতায় হেড করে দলকে এগিয়ে দেন ডি কাটেলারে। ২৫ বছর বয়সী ফরোয়ার্ডের এটি সবশেষ ৯ ম্যাচে ষষ্ঠ গোল। ৪০তম মিনিটে যুক্তরাষ্ট্রকে বিপদমুক্ত করেন গোলকিপার ম্যাট ফ্রিজ। কর্নারে নিচু করে বক্সে ক্রস করেন টিলেমান্স, কাছের পোস্টে শট নেন হাসকিন। কিন্তু ফ্রিজ সামলে নিয়ে আটকে দেন বল। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে বালোগনের জোরাল শট বারের ওপর দিয়ে চলে যায়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র বলের নিয়ন্ত্রণ রাখে বেশি। কিন্তু তাদের ভুল কাজে লাগিয়েই ব্যবধান বাড়ায় বেলজিয়াম। ৫৭তম মিনিটে বক্সে একটি লম্বা বলের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করেন ডি কেটেলারে। কিন্তু বলটি নিয়ন্ত্রণে এনে আটকে দেন ফ্রিজ। ঠিক তখনই তার পেছন থেকে টোকা দিয়ে ডি কেটেলারে বল দেন সামনে হন্স ফানাকের কাছে। সেখান থেকেই বাঁকানো শটে ডান কোণা দিয়ে বল জালে পাঠান ফানাকে। এরপরও তেমন কোনো সম্ভাবনা জাগাতে পারেনি যুক্তরাষ্ট্র। শেষ দিকে গিয়ে একটু ধার বাড়ে তাদের আক্রমণে। ৭৯তম মিনিটে অল্পের জন্য বাইরে চলে যায় সেবাস্টিয়ান বারহল্টারের শট। ৮২তম মিনিটে বাঁদিক দিয়ে বক্সে ঢুকে শট নেন বালোগন। সেটি ঠেকিয়ে দেন কোর্তোয়া। উল্টো শেষ সময়ে ব্যবধান আরও বাড়ায় বেলজিয়াম। ফানাকের কাছ থেকে বল পেয়ে ক্রিস রিচার্ডসকে এগিয়ে কোনাকুনি শটে গোল করেন বদলি নামা লুকাকু। বেলজিয়ামের ইতিহাসের সফলতম গোলস্কোরার এই বিশ্বকাপে গোল করলেন টানা তিন ম্যাচে। সবকটিই ৮৬ মিনিটের পরে

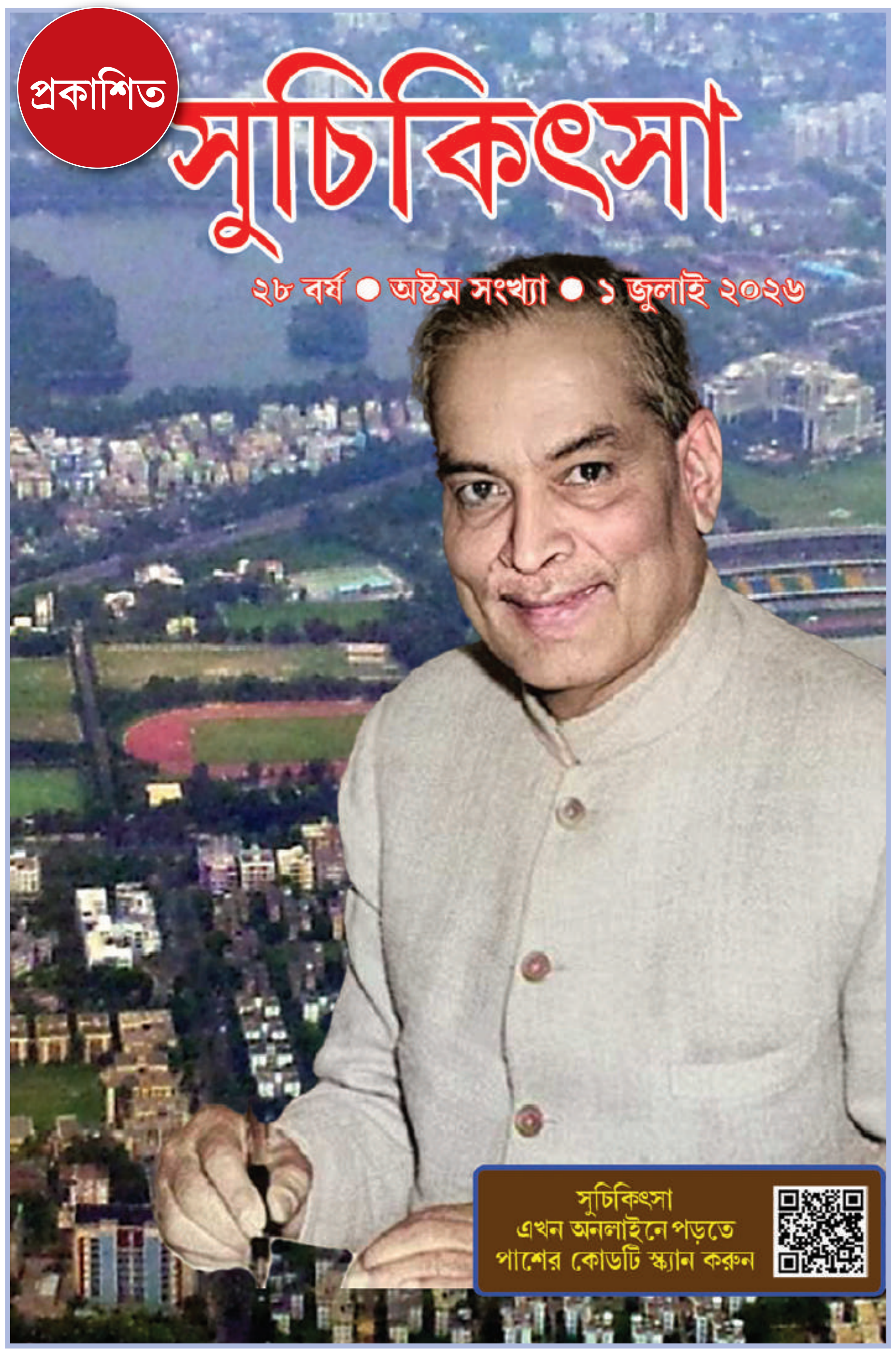

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com